কোরআন ও কলেমাখানী

সমস্যা সমাধান

মাওলানা আহমাদ আলী

কোরআন ও কলেমাখানী
সমস্যা সমাধান

মাওলানা আহমাদ আলী

সম্পাদনায়
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৬০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

حفل قراءة القرآن و عد الكلمة الطيبة وإهداء ثوابها إلى الميت

تأليف: مولانا أحمد على

المراجعة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ
১৩৭৫ বাংলা/১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ

২য় প্রকাশ (হা.ফা.বা. ১ম)
কার্তিক ১৪২৩ বাং/ছফর ১৪৩৮ হি./নভেম্বর ২০১৬ খৃ.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

Quran O kalema khani (2nd Edn) by **Moulana Ahmad Ali**. Edited by : **Prof. Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Published by : HADEETH FOUNDATION BANGLADESH. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0721-861365. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده

২য় সংস্করণে সম্পাদকের নিবেদন

(كلمة المراجع فى الطبعة الثانية)

মানুষের নিজের সৎকর্মের পুরস্কার এবং অসৎকর্মের শাস্তি মানুষ নিজেই ভোগ করবে। মৃত্যুর সাথে সাথে তার সমস্ত আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তবে তার জীবদ্দশায় কৃত তিনটি নেক আমলের ছওয়াব মৃত্যুর পরেও জারী থাকে। যা তার আমলনামায় যুক্ত হয়। সে তিনটি হ'ল (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ (২) এমন ইল্ম যা থেকে মানুষের কল্যাণ লাভ হয় (৩) সুসন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[১] সন্তানের দো'আ পিতা-মাতার জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ স্বরূপ। অমনিভাবে মুমিনের জন্য মুমিনের দো'আ এবং পূর্ববর্তীদের জন্য পরবর্তীদের দো'আ সবই ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ *(হাশর ৫৯/১০)*।

আরও দু'টি বিষয়ের কথা ছহীহ হাদীছে পাওয়া যায়। একটি হ'ল, মাইয়েতের পক্ষ থেকে হজ্জ করা। যদি সক্ষমতা থাকে এবং যদি সে নিজের হজ্জ আগে করে থাকে'।[২] যাকে 'হজ্জে বদল' বা বদলী হজ্জ বলা হয়। আরেকটি হ'ল ছিয়াম রাখা। যদি সেটি মাইয়েতের মানতের ছিয়াম হয়' *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৮)*। অবশ্য এর বিনিময়ে উত্তরাধিকারীগণ ফিদইয়া দিতে পারেন। তা হ'ল দৈনিক একজন মিসকীনকে খাওয়ানো। যার পরিমাণ দৈনিক এক মুদ বা সিকি ছা' গম (অথবা চাউল)'।[৩] তবে ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ 'কেউ কারো পক্ষ থেকে ছিয়াম রাখতে পারে না বা ছালাত আদায় করতে পারে না'।[৪] কারণ এগুলি দৈহিক ইবাদত। যা জীবদ্দশায় যেমন কাউকে দেওয়া যায় না, মৃত্যুর পরেও তেমনি কাউকে দেওয়া যায় না। বরং আমল যার ফল তার। আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، 'যে

---

১. মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩ 'ইলম' অধ্যায়। এছাড়াও দ্রষ্টব্য : ইবনু মাজাহ হা/২৪২, ৩৬৬০; আহমাদ হা/১০৬১৮; মিশকাত হা/২৫৪, ২৩৫৪; ছহীহাহ হা/১৫৯৮।

২. আবুদাঊদ হা/১৮১১; ইবনু মাজাহ হা/২৯০৩; মিশকাত হা/২৫২৯।

৩. বায়হাক্বী হা/৮০০৪-০৬, ৪/২৫৪, সনদ ছহীহ; হেদায়াতুর রুওয়াত হা/১৯৭৭, ২/৩৩৬ পৃ.; মির'আত হা/২০৫৪-এর ব্যাখ্যা, ৭/৩২ পৃ.; ইরওয়া হা/১৩৯, ১/১৭০ পৃ.।

৪. মুওয়াত্ত্বা হা/১০৬৯, পৃ. ৯৪; মিশকাত হা/২০৩৫ 'ছওম' অধ্যায় 'ক্বাযা' অনুচ্ছেদ; বায়হাক্বী হা/৮০০৪, ৪/২৫৪।

ব্যক্তি নেক আমল করল, সেটি তার নিজের জন্যই করল। আর যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করল, তার পাপ তার উপরেই বর্তাবে' *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/৪৬)*। অতএব অন্যের কোন নেক আমল মাইয়েতের আমলনামায় যোগ হবে না। কেবল অতটুকু ব্যতীত, যেটুকু বিষয় উপরে বর্ণিত হয়েছে।

প্রচলিত 'কুরআন ও কলেমাখানী' অর্থাৎ পুরা কুরআন পাঠ করে ও এক লক্ষ বার কালেমা তাইয়েবা *লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ* পড়ে মাইয়েতের উপর তার ছওয়াব বখ্‌শে দেওয়া বা ঈছালে ছওয়াবের প্রথা ইসলামের নামে একটি বিদ'আতী প্রথা মাত্র। যাকে এদেশে 'লাখ কালেমা' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। স্বর্ণযুগের পর ভ্রষ্টতার যুগে অমুসলিমদের দেখাদেখি এগুলি মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। অনেকে হজ্জ ও ছিয়ামের বিষয়টিকে ঈছালে ছওয়াবের দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। অথচ শরী'আতে মাল 'হেবা' করার দলীল আছে। কিন্তু ছওয়াব 'হেবা' করার দলীল নেই। যেমন বদলী হজ্জকারী বলেন, 'লাব্বাইক 'আন ফুলান' (অমুকের পক্ষ হ'তে আমি হাযির)। এখানে যদি কেউ নিজের হজ্জ করার পরে বলে যে, আমার এই হজ্জের নেকী অমুককে দিলাম। তবে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ নিজের হজ্জের নেকী সে নিজে পাবে, অন্যে পাবে না। আর ছওয়াব হ'ল আমলের প্রতিদান মাত্র। যেমন আল্লাহ বলেন, جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ '(বান্দাগণ পাবে) তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ' *(সাজদাহ ৩২/১৭)*।

বস্তুতঃ কুরআন এসেছিল জীবিতদের পথ দেখানোর জন্য *(ইয়াসীন ৩৬/৭০)*; মৃতদের জন্য নয়। আব্দুর রহমান বিন শিবল (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, إِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلاَ تَغْلُوا فِيهِ وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ وَلاَ تَأْكُلُوا بِهِ وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا بِهِ– 'তোমরা কুরআন পাঠ কর। এতে বাড়াবাড়ি করো না এবং এর তেলাওয়াত থেকে দূরে থেকো না। এর মাধ্যমে তোমরা খেয়ো না ও সম্পদ বৃদ্ধি করো না'।[৫] অথচ 'কুলখানী' ও 'কুরআনখানী' প্রভৃতির মাধ্যমে কুরআন এখন আমাদের খাদ্য ও সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এতে কুরআন আমাদের জন্য শাফা'আত করবে না। বরং লা'নত করবে। এজন্যেই প্রবাদ বাক্য চালু হয়েছে, رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْآنِ

৫. আহমাদ হা/১৫৫৬৮; ছহীহাহ হা/৩০৫৭।

وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ 'বহু কুরআন তেলাওয়াতকারী আছে, কুরআন যাদের উপর লা'নত করে থাকে'। যেমন খারেজী চরমপন্থীদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَلاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ 'তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না...'।[৬] অর্থাৎ কুরআনের প্রকৃত মর্ম তারা অনুধাবন করবে না। ফলে কুরআন আগমনের উদ্দেশ্য বিরোধী কাজে তারা কুরআনকে ব্যবহার করবে। এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ 'আল্লাহ এই কিতাব দ্বারা বহু দলকে উঁচু করেন ও বহু দলকে নীচু করেন' *(মুসলিম হা/৮১৭; মিশকাত হা/২১১৫)*।

পতন যুগে মুসলিম সমাজে ইসলামের নামে বহু কিছু চালু হয়েছে। যা আদৌ ইসলামী প্রথা নয়। এ বিষয়ে মূলনীতি হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে নতুন কিছু উদ্ভাবন করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৭]

খানা অনুষ্ঠান ও তার ছওয়াব মাইয়েতকে বখ্শে দেওয়ার পক্ষে বানোয়াট দলীল সমূহ :

(১) মদীনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুর পর তৃতীয় দিন ছাহাবী আবু যার গিফারী কিছু শুকনা খেজুর ও দুধ যার মধ্যে যবের রুটি ছিল, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে নিয়ে আসেন। তিনি তাতে সূরা ফাতিহা ও তিনবার সূরা ইখলাছ পাঠ করেন এবং হাত উঠিয়ে দো'আ করে মুখে মুছেন। অতঃপর আবু যার গিফারীকে বলেন, এগুলি লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। আমি এর ছওয়াব আমার বেটা ইবরাহীমকে বখ্শে দিলাম'।

এখান থেকেই মৃত্যুর তৃতীয় দিনে 'কুলখানী' এবং 'খানা'-র অনুষ্ঠানের দলীল নেওয়া হয়েছে। এটাও বলা হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) তাঁর পুত্র ইবরাহীমের জন্য মৃত্যুর তৃতীয় দিনে, দশম দিনে, বিশ দিনে ও চল্লিশ দিনে শুকনা খেজুর ইত্যাদির উপরে সূরা ফাতিহা পড়ে দিতেন ও ছাহাবীদের খাওয়াতেন'। এগুলি সম্পূর্ণরূপে জাল ও বানোয়াট কাহিনী মাত্র। ভারত বিখ্যাত হানাফী

৬. মুসলিম হা/১০৬৬ (১৫৪); সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৭৫ পৃ.।
৭. মুসলিম হা/১৭১৮; বুখারী হা/২৬৯৭; মিশকাত হা/১৪০।

আলেম আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী স্বীয় 'ফাতাওয়া' গ্রন্থের ২য় খণ্ড ৭২ পৃষ্ঠায় বলেন, এটি মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী-র কোন বইয়ে নেই এবং বর্ণনাটি জাল ও বাতিল। হাদীছের কোন কিতাবে উক্ত বর্ণনার চিহ্ন মাত্র নেই'।[৮]

(২) মাইয়েতের বাড়ীতে 'খানা'র অনুষ্ঠান সিদ্ধ প্রমাণ করার জন্য আরেকটি ভিত্তিহীন হাদীছের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) একজন মাইয়েতকে দাফন করে ফিরে আসছিলেন। এমন সময় মাইয়েতের স্ত্রী তাদের খানার দাওয়াত দেন। তিনি সে দাওয়াত কবুল করেন এবং সাথীদের নিয়ে তা ভক্ষণ করেন'। অথচ দাওয়াত দাতা মাইয়েতের স্ত্রী ছিলেন না, বরং অন্য একজন কুরায়শী মহিলা ছিলেন। মুদ্রণ প্রমাদের কারণে 'গোল তা'র স্থলে 'গোল হা' হয়ে গেছে। অর্থাৎ دَاعِى امْرَأَةٍ এর স্থলে دَاعِى امْرَأَتِهِ হয়ে গেছে। যার অর্থ 'মাইয়েতের স্ত্রীর পক্ষে আহ্বানকারী'। এই ভুলটি কেবলমাত্র সংকলন গ্রন্থ মিশকাতে হয়েছে *(মিশকাত হা/৫৯৪২ 'মু'জিযা সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। নইলে মূল হাদীছ গ্রন্থ সমূহে دَاعِى امْرَأَةٍ রয়েছে। যার অর্থ 'জনৈকা মহিলার পক্ষে আহ্বানকারী'।[৯]

শোকসভা ও খানাপিনা :

মাইয়েতের বাড়ীতে জমা হয়ে শোকসভা ও খানা-পিনা করাটা জাহেলী প্রথা মাত্র। জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী (রাঃ) বলেন, كُنَّا نَرَى الاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ 'আমরা মাইয়েতের বাড়ীতে জমা হওয়া ও সেখানে খানা-পিনা করাকে শোক পালন হিসাবে গণ্য করতাম' *(ইবনু মাজাহ হা/১৬১২)*। যা নিষিদ্ধ এবং জাহেলী প্রথা মাত্র।[১০] এতে প্রমাণিত হয় যে, কারো মৃত্যুতে শোকসভা করা নিষিদ্ধ।

এর বিপরীতে ইসলামী বিধান হ'ল মাইয়েতের পরিবারের লোকদের (কমপক্ষে) একটি দিন ও রাত পেট ভরে খাওয়ানো। জা'ফর বিন আবু

৮. প্রফেসর নূর মুহাম্মাদ চৌধুরী, 'রুসূমাতে মুসলিম মাইয়েত' (লাহোর : উর্দূ বাযার, ফায়যুল্লাহ একাডেমী, এপ্রিল ২০০৭) ২৫-২৬ পৃ.; মোখতার আহমাদ নাদভী (১৩৪৯-১৪২৮ হি./১৯৩০-২০০৭ খৃ.) 'কুরআনখানী ও ঈছালে ছওয়াব' (প্রকাশক : তাও'ইয়াতুল জালিয়াত, রাবওয়াহ, রিয়াদ, তাবি) ১৯-২১ পৃ.।

৯. আবুদাঊদ হা/৩৩৩২; আহমাদ হা/২২৫৬২; বায়হাক্বী, দালায়েল হা/২৫৬৯, ৭/৫৯ পৃ.।

১০. বুখারী হা/১২৯৭; মুসলিম হা/১০৩; মিশকাত হা/১৭২৫ 'জানায়েয' অধ্যায়।

তালিব (রাঃ) শহীদ হ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার প্রতিবেশীদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১১]

কবরে কুরআন পাঠ ও তার ছওয়াব মাইয়েতকে বখ্শে দেওয়া :

এ বিষয়ে মূলতঃ চারটি যঈফ হাদীছ বলা হয়ে থাকে। (১) হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কবরে গিয়ে ১১ বার সূরা ইখলাছ পড়বে ও তার ছওয়াব মোর্দাদের বখ্শে দিবে, সে ব্যক্তিকে মৃতদের সংখ্যা অনুযায়ী ছওয়াব দেওয়া হবে'। (২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে গিয়ে সূরা ফাতেহা ও তাকাছুর পড়বে। অতঃপর বলবে যে, হে আল্লাহ আমি তোমার যে কালাম পড়লাম তার ছওয়াব এই কবরস্থানের সকল মুমিন-মুসলমানকে বখ্শে দিলাম' তাহ'লে ঐ মাইয়েতগণ সকলে আল্লাহ্র নিকট তার জন্য সুফারিশ করবেন। (৩) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করবে ও সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, আল্লাহ ঐ মোর্দাদের কবরের আযাব হালকা করবেন'। (৪) আনাস (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে আরেকটি বর্ণনায় এসেছে যে, যখন কোন মুমিন আয়াতুল কুরসী পড়ে ও তার ছওয়াব মৃতদের বখ্শে দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের সকল কবরে নূর প্রবেশ করিয়ে দেন। তাদের কবরগুলিকে প্রশস্ত করে দেন। পাঠকারীকে ৬০ জন নবীর ছওয়াব দেন। প্রত্যেক মাইয়েতের বিপরীতে তার মর্যাদার স্তর একটি করে বৃদ্ধি করে দেন এবং প্রত্যেক মাইয়েতের বিপরীতে তার আমলনামায় দশটি করে নেকী লেখা হয়'।

ছাহেবে তোহফা বলেন, উপরোক্ত হাদীছগুলি ঈছালে ছওয়াবের পক্ষে বলা হয়ে থাকে। অথচ এগুলি সবই যঈফ। মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণ যে বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন'।[১২]

আল্লাহ বলেন, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى– وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى– ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى– 'মানুষ তাই পায়, যা সে চেষ্টা করে'। 'আর তার কর্ম

১১. আবুদাঊদ হা/৩১৩২; ইবনু মাজাহ হা/১৬১০; তিরমিযী হা/৯৯৮; মিশকাত হা/১৭৩৯; আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয, মাসআলা ক্রমিক ১১৩, পৃ. ৭৪; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৪৬ পৃ.।

১২. আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (মৃ. ১৩৫৩ হি./১৯৩৪ খৃ.), কিতাবুল জানায়েয (উর্দূ); (এলাহাবাদ, ভারত : ৫ম সংস্করণ ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খৃ.) ৯৬-৯৭ পৃ.।

সত্বর দেখা হবে’। ‘অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে’ *(নাজ্ম ৫৩/৩৯-৪১)*। আল্লাহ্‌র এই স্পষ্ট বক্তব্য থাকার পরেও একজন আমলহীন মাইয়েত কিভাবে অন্যের আমলের ছওয়াব পেতে পারেন? তাহ’লে তো ধনী লোকেরা তাদের সম্পদের বিনিময়ে বিভিন্ন লোককে দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত, ছালাত, ছিয়াম ও হজ্জ-ওমরাহ করিয়ে তাদের পিতা-মাতাদের আমলনামা ভারী করতে পারেন। যা কখনোই সম্ভব নয়। অথবা দ্বীনদার সন্তান প্রতিদিন তার ছালাতের সঙ্গে পিতা-মাতার জন্য অতিরিক্ত ছালাত যোগ করে তাদের আমলনামা ভরে দিতে পারেন। বস্তুতঃ এগুলি সবই কল্পনা মাত্র। যার পিছনে শরী‘আতের কোন দলীল নেই।

দৈহিক ইবাদত :

সন্তানের আর্থিক ইবাদতের ছওয়াব মাইয়েত পাবেন, এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তবে ইবাদতে বদনী তথা দৈহিক ইবাদতের ছওয়াব মাইয়েত পাবেন কি-না, সে বিষয়ে অনেকে মতভেদ করেছেন। জামে‘ তিরমিযীর আরবী ভাষ্য তুহফাতুল আহওয়াযীর জগদ্বিখ্যাত প্রণেতা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, ইবাদতে বদনী, যেমন কুরআন তেলাওয়াত, ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদির ছওয়াব মাইয়েত পাবেন মর্মে কোন ছহীহ ও স্পষ্ট হাদীছ প্রমাণিত হয়নি। দৈহিক ইবাদতের ছওয়াব তারা পাবেন মর্মে যেসব হাদীছ বলা হয়ে থাকে, তা সবই যঈফ। তার মধ্যে উপরোক্ত চারটি বর্ণনাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। (৫) এছাড়াও আরেকটি হাদীছ বলা হয়ে থাকে যে, জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের সাথে নেকীর কাজ করতাম। এখন তাদের মৃত্যুর পর তাদের সাথে কিভাবে নেকীর কাজ করব? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, নেকীর পরে নেকী এই যে, নিজের ছালাতের সাথে তাদের জন্য ছালাত আদায় করবে এবং নিজের ছিয়ামের সাথে তাদের জন্য ছিয়াম রাখবে’। এ হাদীছটিও যঈফ এবং আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়।[১৩] সম্ভবতঃ এর

---

১৩. কিতাবুল জানায়েয ১০০-০১ পৃ.। শাওকানী ও মুবারকপুরী উভয়ে হাদীছটি দারাকুৎনীর বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা সেখানে পাইনি। বরং এটি মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১২২১০। আর এটি যে যঈফ, সে বিষয়ে ছহীহ মুসলিমের ভূমিকায় বিস্তারিত আলোচনা এসেছে *(দ্র: ঐ, মুক্বাদ্দামা ১/১২)*। ছাহেবে মিরক্বাত ও ইমাম শাওকানী উভয়ে উক্ত যঈফ হাদীছের ভিত্তিতে ইবাদতে বদনী তথা ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত ও যিকরের ছওয়াব মাইয়েতকে বখ্‌শে দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন *(মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী আফগানী (মৃ. ১০১৪ হি.), মিরক্বাত শরহ মিশকাত হা/২০৩৫-এর আলোচনা; ইমাম শাওকানী ইয়ামানী*

উপরে ভিত্তি করেই অনেকে ‘উমরী ক্বাযা’ আদায় করেন। যা ঠিক নয়। (৬) এ হাদীছটিও প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, মুমিনদের রূহগুলি প্রত্যেক জুম‘আ, শবেবরাত ও ঈদায়েনের রাতে ছাড়া পায়। তারা প্রথমে স্ব স্ব কবরে আসে। অতঃপর স্ব স্ব বাড়ীতে আসে এবং নরম কণ্ঠে আত্মীয়দের ডেকে বলে, আমাদের জন্য কিছু ছাদাক্বা-খায়রাত কর। অতঃপর যদি সেটা করা হয়, তাহ’লে তারা খুশী হয়ে দো‘আ করে যায়। নইলে নাখোশ হয়ে চলে যায়’। এসব হাদীছ একেবারেই ভিত্তিহীন। যার কোনই মূল্য নেই *(ঐ, ১০২ পৃ.)*।

(৭) রাসূল (ছাঃ) কুরবানী করার সময় বলেছিলেন, هَذَا عَنِّى وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِى ‘এটি আমার ও আমার উম্মতের মধ্যে যারা কুরবানী করতে পারেনি, তাদের পক্ষ হ’তে’।[১৪] এর দ্বারা তারা বুঝাতে চান যে, রাসূল (ছাঃ) উক্ত কুরবানীর মাধ্যমে তার ছওয়াব সকল উম্মতকে বখ্শে দিয়েছেন। অথচ এ ধরনের ক্বিয়াস নিতান্তই ভুল। কেননা যদি এটাই হ’ত, তাহ’লে কোন ছাহাবী আর কুরবানী করতেন না। বরং এটি মালী ছাদাক্বা। যা অন্যের পক্ষ থেকে করা জায়েয। কিন্তু এর দ্বারা একজনের ছওয়াব অন্যকে পৌঁছানো বুঝানো হয়নি। (৮) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বছরার নিকটবর্তী ‘উবুল্লাহ’ শহরবাসীকে বলেন, কে আছ! যে এই কথার অঙ্গীকার করবে যে, সে আমার জন্য মসজিদে ‘আশ্শারে গিয়ে ২ অথবা ৪ রাক‘আত ছালাত পড়বে এবং বলবে যে, এটি আবু হুরায়রার জন্য’।[১৫] ঈছালে ছওয়াবের পক্ষে এই দলীল পেশ করা নিতান্তই ভুল। কারণ প্রথমতঃ হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ। দ্বিতীয়তঃ এখানে ঈছালে ছওয়াব বুঝানো হয়নি, বরং প্রতিনিধিত্ব (নিয়াবত) বুঝানো হয়েছে। যা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হুকুমে ও তাঁর অছিয়ত মোতাবেক ছিল। এর দ্বারা কেবল ছালাত বুঝানো হয়েছে, ছালাতের ছওয়াব বখ্শে দেওয়া বুঝানো হয়নি। (৯) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে আটকে রেখ না। বরং দ্রুত কবরস্থ কর। আর তার

(১১৭৩-১২৫৫ হি.), নায়লুল আওত্বার ৪/১১২-১৩, بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الْقُرَبِ الْمُهْدَاةِ إِلَى الْمَوْتَى)। অথচ পূর্বে বর্ণিত ইবনু ওমর (রাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

১৪. আবুদাঊদ হা/২৮১০; তিরমিযী হা/১৫২১; মিশকাত হা/১৪৬১; ইরওয়া হা/১১৩৮।

১৫. আবুদাঊদ হা/৪৩০৮; মিশকাত হা/৫৪৩৪ ‘ফিৎনা সমূহ’ অধ্যায়, হাদীছ যঈফ।

Contents

মাথার নিকটে সূরা ফাতিহা এবং পায়ের দিকে সূরা বাক্বারাহ্র শেষাংশ পাঠ কর'।[১৬] অথচ বিদ্বানগণের নিকট এগুলি সবই অগ্রহণযোগ্য।

চল্লিশার খানা (کھانا ئے چہلم) :

অনেকে মৃত্যুর পর চল্লিশ দিনে 'খানা' দেন। যাকে এদেশে 'চেহলাম' বা 'চল্লিশার খানা' বলে। অনেকে মৃত্যুর পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার এবং প্রথম ঈদের দিন বহু লোক ডেকে এনে 'কুরআনখানী' করেন। অনেকে প্রচুর বখশিশের বিনিময়ে একাধিক হাফেয জমা করে মৃত পিতা-মাতার নামে কুরআন পড়িয়ে নেন ও তা তাদের রূহের উপর বখ্শে দেন। কুরআন খতম করার পর সবার পক্ষ থেকে একজন হাফেয পরপর ১৪টি তেলাওয়াতের সিজদা দিয়ে দেন। যদিও ১৫টি সিজদা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।[১৭] বহু মাদরাসায় এজন্য এক পারা করে পৃথক পৃথক কুরআন প্রস্তুত করে রাখা হয়। যাতে দাওয়াত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুযূররা তাদের ছাত্রদের নিয়ে দ্রুত সেখানে চলে যেতে পারেন। সেই সঙ্গে থাকে বিলাসী খানা-পিনার ব্যবস্থা। হিন্দুদের 'শ্রাদ্ধ' অনুষ্ঠানের অনুকরণে উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে এই 'খানা'র অনুষ্ঠান চালু হয়েছে।

এভাবে যারা মাইয়েতের 'খানা'র দাওয়াত পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে, তারা মোর্দাখোর শকুনের মত। যারা পচা গরুর দুর্গন্ধ পেলেই আকাশ থেকে দ্রুত নেমে এসে মোর্দার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এইসব লোকদের অন্তরগুলি মরে যায়। এজন্য প্রবাদ বাক্য চালু হয়েছে, طَعَامُ الْمَيِّتِ يُمِيْتُ الْقَلْبَ 'মাইয়েতের খানা হৃদয়কে মেরে ফেলে'।

ইহূদী-নাছারা আলেমদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، 'হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই বহু (ইহূদী-নাছারা) পণ্ডিত ও দরবেশ মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে এবং লোকদের আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখে' *(তওবা ৯/৩৪)*। একই অবস্থা হয়েছে মুসলিম আলেমদের।

---

১৬. বায়হাক্বী, শো'আব হা/৯২৯৪। হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ। এমনকি ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে মওকূফ সূত্রটিও যঈফ *(যঈফাহ হা/৪১৪০)*। আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয, মাসআলা ক্রমিক ৯৩, পৃ. ১০২; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৩৯ পৃ.।

১৭. দারাকুৎনী হা/১৫০৭; আহমাদ হা/১৭৪৪৮; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৫৩ পৃ.।

যারা মোর্দাখানার দাওয়াত পাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকে। অথচ নিজেদের মৃত্যুর ভয় করে না। এদের হৃদয় মরে গেছে। তাই পোষাকী মুসলিমদের উদ্দেশ্যে আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খৃ.) বলেছেন,

وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہنود

یہ مسلماں ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود

'পোষাকে তোমরা নাছারা, আর সভ্যতায় তোমরা হিন্দু। এরা এমন মুসলমান যাদের দেখে লজ্জা পায় ইয়াহূদ' *(ইকবাল, জওয়াবে শিকওয়াহ)*।

ওরস বা বার্ষিকী (عرس یا برسی) :

মৃত পীরের কবরকে কেন্দ্র করে বার্ষিক অনুষ্ঠানকে এদেশে 'ওরস' বলা হয়। সেখানে ফাতেহাখানী করা হয় ও বিভিন্ন গবাদিপশু যবহ করা হয়। অথচ 'ওরস' আরবী শব্দের অর্থ হ'ল বাসর রাত বা ওয়ালীমা খানা। জানি না এর দ্বারা তাঁরা পীরের আত্মার সঙ্গে মুরীদানের আত্মার মিলন ও সে উপলক্ষ্যে খানা-পিনার অর্থ বুঝান কি-না!

অনেকে তাদের পিতা-মাতা বা অন্য নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু বার্ষিকী করেন ও আলেম-ওলামা ডেকে নিয়ে শোকসভা ও ভুরি-ভোজের ব্যবস্থা করেন। এসবই জাহেলী প্রথা মাত্র। উক্ত বিষয়ে প্রখ্যাত হানাফী আলেম আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী বলেন, এগুলি সালাফে ছালেহীনের যামানায় ছিল না। বরং পরবর্তীকালের আবিষ্কার মাত্র। এখানে একটি বর্ণনা চালু আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শহীদগণের কবরে প্রতি বছরের মাথায় আসতেন এবং তাদের উপরে সালাম দিতেন'।[১৮] অথচ এগুলি সম্পূর্ণ বানোয়াট।

অনেকে শামিয়ানা টাঙিয়ে জাঁক-জমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করেন। এর দলীল হিসাবে তারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর একটি কথার অপব্যাখ্যা করেন। আব্দুর রহমান বিন আবুবকর (রাঃ)-এর কবরের উপর একদা তাঁবু খাটানো দেখে ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ওটাকে হটিয়ে ফেল

---

১৮. আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪ হি./১৮৪৮-১৮৮৭ খৃ.), ফাতাওয়া আব্দুল হাই (দেওবন্দ, মাকতাবা থানবী, ১ম প্রকাশ ১৯৮৯ খৃ.) প্রশ্ন ক্রমিক ৬০, পৃ. ৯১।

হে বৎস! কেননা ওটা তার আমলের উপরে ছায়া করছে বা বাধা সৃষ্টি করছে।[১৯] এর সঙ্গে প্রচলিত ওরস ও ফাতেহাখানীর কোন সম্পর্ক নেই।

শাবীনা (شبينه) :

অনেকে নিজেরা বা হাফেয ডেকে এনে রামাযানে বা অন্য সময় সারা রাত্রি কুরআন তেলাওয়াত করেন। অতঃপর খতম শেষে তার ছওয়াব মৃতের নামে বখ্‌শে দেন। কেউ কেউ কবরের উপরে মাইক লাগিয়ে তামাম রাত্রি কুরআন পাঠ করান, যাকে 'শবীনা খতম' বলা হয়। ভাবখানা এই, যেন কবরবাসী কুরআন শুনতে পাচ্ছেন। অথচ মৃত ব্যক্তি কিছুই শুনতে পান না। যেমন আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ– 'নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃত ব্যক্তিকে এবং শুনাতে পারো না কোন বধিরকে, যখন তারা পিঠ ফিরে চলে যায়' *(নমল ২৭/৮০)*। তিনি আরও বলেন, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ 'আর তুমি কোন কবরবাসীকে শুনাতে পারো না' *(ফাত্বির ৩৫/২২)*। ফলে এগুলি সবই অপচয় ও শয়তানী কর্ম মাত্র।

ফাতেহাখানী (فاتحہ خوانى) :

অনেকে যেকোন উপলক্ষ্যে কবরের পাশে গিয়ে 'ফাতেহা' পাঠ করেন। যার কোনই ভিত্তি নেই। আজকাল এগুলি রাজনৈতিক প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে। যা আরও গোনাহের কাজ। এতে এখন অমুসলিমরাও যোগ দিচ্ছেন। এই বিদ'আতী কাজে অংশগ্রহণ না করায় দলনেত্রীর নির্দেশে বাংলাদেশের একজন নামকরা প্রেসিডেন্টের চাকুরী চলে গেছে নিমেষের মধ্যেই।[২০]

একইভাবে রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আত্মা সমূহের উপর ছওয়াব পৌঁছানোর জন্য ফরয ছালাত সমূহের পরে 'ফাতেহা' পাঠ করা এই

---

১৯. বুখারী হা/২১৬; মুসলিম হা/২৯২; মিশকাত হা/৩৩৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৯৯; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৪২ পৃ.।

২০. বিএনপি-জামায়াত জোট মনোনীত প্রেসিডেন্ট ডা. একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী (নভেম্বর ২০০১ হ'তে জুন ২০০২)। বর্তমানে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'বিকল্প ধারা' নামক রাজনৈতিক দলের প্রেসিডেন্ট।

ধারণায় যে, এর বিনিময়ে তার মৃত্যুর পর কবরে সওয়াল-জওয়াবের সময় ঐসকল পবিত্র রূহ সেখানে হাযির হয়ে তাকে সাহায্য করবেন। কোন কোন স্থানে জুম‘আর ছালাতের পর হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর নামে ‘ফাতেহা’ পাঠ করা হয়। কখনো কখনো কবর ও মাযারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে কবরবাসীদের জন্য ‘ফাতেহা’ পাঠ করা হয় ও কবরবাসীর নিকটে সাহায্য কামনা করা হয়। কখনো দাফনের পরে কবরস্থান থেকে বের হওয়ার সময় চল্লিশ কদম গিয়ে ‘ফাতেহা’ পাঠ করা হয়। সেই সাথে সকল মুসলিম মাইয়েতের রূহে ছওয়াব পৌঁছানোর জন্য ‘ফাতেহা’ পাঠ করা হয়। কখনো বাস, ট্রেন, বিমান বা জাহাযে রওয়ানার সময় আউলিয়াদের জন্য ‘ফাতেহা’ পাঠ করা হয়। যাতে তারা সফরের সময় মুসাফিরদের হেফাযত করেন’। এসবই আল্লাহকে ছেড়ে গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদতের শামিল। যা স্পষ্টভাবে ‘শিরকে আকবার’।

এছাড়াও সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব, নাস, সূরা কাফেরূন ও তাকাছুর পড়া এবং মাইয়েতের উদ্দেশ্যে বখ্‌শে দেওয়ার রেওয়াজটিও বাতিল।[২১] কেননা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ কোন আমল প্রমাণিত হয়নি।

বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (হি. পূ. ৩-৬৮ হি.)-কে উপদেশ দিয়ে বলেন, يَا غُلاَمُ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ– ‘হে বৎস! তুমি আল্লাহ্‌র (আদেশ-নিষেধ সমূহের) হেফাযত কর, তিনি তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহ্‌র (বিধান সমূহের) হেফাযত কর, তাকে তুমি সামনে পাবে। যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে চাও। যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর। জেনে রেখ, যদি পুরা দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তারা তোমার কোনই উপকার করতে পারবে না। কেবল অতটুকু ব্যতীত, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য তাক্বদীরে লিপিবদ্ধ রেখেছেন। পক্ষান্তরে যদি সবাই তোমার ক্ষতি করতে চায়, তারা

---

২১. ‘কুরআনখানী ও ঈছালে ছওয়াব’ ৭৪-৭৫ পৃ.।

তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য তাক্বদীরে লিপিবদ্ধ করেছেন, অতটুকু ব্যতীত। কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং লেখা শুকিয়ে গেছে'।[২২]

বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক আল-বেরূনী (৩৬২-৪৪০ হি./৯৭৩-১০৪৮ খৃ.) তাঁর সময়ে হিন্দুস্থানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় রেওয়াজ সমূহের মধ্যে মৃত্যুর পরে ১১, ১৫ ও প্রতি মাসের ৬ তারিখে লোকজন দাওয়াত করে খাওয়ানোকে বড় ধরনের সৎকর্ম বলে মনে করা হ'ত। এছাড়া নবম দিনে তৈরী করা রুটি ও পানির কলসী তারা ঘরের সামনে রেখে দিত। নইলে মৃত ব্যক্তির আত্মা নাখোশ হবে এবং ক্ষুৎ-পিপাসায় বাড়ীর চারপাশে ঘুরবে বলে তারা বিশ্বাস করত। ১০ ও ১১ তারিখে 'খানা' তৈরী করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মানুষকে আপ্যায়ন করা হ'ত। প্রতি মাসের শেষে 'হালুয়া' তৈরী করা হ'ত এবং বছর শেষে মৃতের নামে 'খানা' তৈরী করে লোকদের খাওয়ানো আবশ্যিক রেওয়াজ ছিল। এ সময় আগত ব্রাহ্মণদের জন্য খানা-পিনার পাত্র পৃথক রাখা হ'ত'।[২৩]

হিন্দুদের দেখাদেখি মুসলমানদের মধ্যে এসব বিদ'আতী রেওয়াজ চালু হয়। বিখ্যাত আলেম মাওলানা খলীল আহমাদ স্বীয় 'কিতাবুল বারাহীনিল ক্বাতে'আহ' ১১১ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, হিন্দুস্থানে প্রচলিত 'তীজা' অর্থাৎ তৃতীয় দিনে কুলখানীর রেওয়াজ হিন্দুদের দেখে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে চালু করেছে'। অন্যতম ব্রেলভী আলেম মৌলভী মুহাম্মাদ ছালেহ স্বীয় কিতাব 'তুহফাতুল আহবাব' ১১২ পৃষ্ঠায় বলেন, এই রেওয়াজ হিন্দুস্থান ব্যতীত অন্য কোন ইসলামী দেশে চালু নেই' *(রুসূমাত, ৫ পৃ.)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে কওমের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে'।[২৪]

আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী হানাফী (৯৫৮-১০৫২ হি./১৫৫১-১৬৪২ খৃ.) বলেন, সাধারণভাবে নিকৃষ্ট বিদ'আত সমূহের রেওয়াজ কুফরী যামানা থেকে হিন্দুস্থানে রয়ে গেছে। সেগুলি মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে

---

২২. তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় 'তাওয়াককুল ও ছবর' অনুচ্ছেদ।
২৩. 'রুসূমাতে মুসলিম মাইয়েত' ৪ পৃ.; গৃহীত : আল-বেরূনী 'কিতাবুল হিন্দ' ২৭০ ও ২৮২ পৃ.।
২৪. আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭।

পারস্পরিক প্রতিবেশী হওয়া ও মেলামেশার কারণে এবং তাদের মহিলাদের গৃহকর্মী হিসাবে গ্রহণ করা ও তাদের নারীদের বিবাহ করার কারণে'।[২৫]

ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকার বদরুদ্দীন আয়নী হানাফী (মৃ. ৮৫৫ হি./১৪৫১ খৃ.) বলেন, কুরআন পাঠ করে মজুরী গ্রহণকারী ও মজুরী দাতা উভয়ে পাপী হবে। আমাদের এই যামানায় কুরআনখানীর যে রেওয়াজ চালু হয়েছে, তা আদৌ জায়েয নয়'।[২৬] অনেকে মজুরী চান না। বখশিশ নেন। অথচ দু'টিই হারাম। কেননা বখশিশের আকাংখা ব্যতীত তারা সেখানে যান না। আর اَلْمَعْرُوْفُ كَالْمَشْرُوْطِ 'যা চালু সেটা শর্তের ন্যায়'। অতএব না চাইলেও কেউ বখশিশ না দিলে মন খারাব হয়ে যায়। পুনরায় আর সেখানে দাওয়াত নেন না। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ 'তোমরা আমার আয়াত সমূহকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করো না। তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর' *(বাক্বারাহ ২/৪১)*।

একই অবস্থা আরও অনেকের আছে। অথচ প্রত্যেক নবী-রাসূল বলেছেন, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ– 'আমি তোমাদের নিকট এজন্য কোন প্রতিদান চাইনা। আমার প্রতিদান তো কেবল বিশ্বপালকের নিকটেই রয়েছে' *(শো'আরা ২৬/১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০)*। অন্য আয়াতে এসেছে নূহ (আঃ) বলেন, وَيَا قَوْمِ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ، 'হে আমার সম্প্রদায়! এ দাওয়াতের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন অর্থ-সম্পদ চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে' *(হূদ ১১/২৯)*। বস্তুতঃ কুরআন নাযিল হয়েছিল মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য *(ইবরাহীম ১৪/১)*। কিন্তু দুনিয়াপূজারীরা সেই কুরআনকে দিয়েই মানুষকে অন্ধকারের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

কুরআন নিঃসন্দেহে শিফা : আল্লাহ বলেন, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا– 'আর আমরা কুরআন

---

২৫. আব্দুল হক দেহলভী, মা ছাবাতা বিসসুন্নাহ (দিল্লী মুজতাবায়ী প্রেস : আরবী-উর্দূ ১৩০৯/১৮৯১ খৃ.) ২১৫ পৃ.।

২৬. 'রুসূমাতে মুসলিম মাইয়েত' ৯-১০ পৃ.; গৃহীত : বেনায়াহ শরহ হেদায়াহ ৩/১৫৫ পৃ.।

নাযিল করি, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও রহমত স্বরূপ। কিন্তু পাপীদের জন্য তা কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে' *(ইসরা ১৭/৮২)*। এ আরোগ্য মূলতঃ বিশ্বাসের আরোগ্য, শিরক মুক্তির আরোগ্য। যেখানে আল্লাহ্র উপরেই কেবল ভরসা থাকবে, ঔষধ বা কোন ঝাড়ফুঁকের উপর নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ– 'হে মানব জাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে এসে গেছে উপদেশবাণী (কুরআন) এবং অন্তরের রোগসমূহের নিরাময়কারী। আর বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত' *(ইউনুস ১০/৫৭)*। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ– 'আমার উম্মতের সত্তুর হাযার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যারা (কুফরী) ঝাড়ফুঁক করায় না, অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না এবং তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে'।[২৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ 'যে ব্যক্তি শরীর দাগায় বা ঝাড়ফুঁক করায় সে ব্যক্তি তাওয়াক্কুল থেকে মুক্ত হয়ে যায়'।[২৮] তিনি বলেন, الطِّيَرَةُ شِرْكٌ 'অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা শিরক'। কথাটি তিনি তিনবার বলেন। আর আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার মনে উক্ত ধারণার উদ্রেক না হয়। কিন্তু আল্লাহ্র উপর ভরসা করলে তিনি উক্ত ধারণা দূরীভূত করে দেন।[২৯] এদেশে পায়রা উড়ানোকে শুভ লক্ষণ মনে করা হয় এবং বিভিন্ন দিনকে শুভ-অশুভ হিসাবে গণ্য করা হয়। সবই শিরক। কারণ শুভ-অশুভ এবং ভাল-মন্দ সৃষ্টির মালিক কেবলমাত্র আল্লাহ *(ছাফফাত ৩৭/৯৬; তওবা ৯/৫১)*। যার কোন শরীক নেই।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 'প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে। যখন রোগের যথার্থ ঔষধ পৌঁছে

---

২৭. বুখারী হা/৬৪৭২; মুসলিম হা/২১৮; মিশকাত হা/৫২৯৫ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় 'তাওয়াক্কুল ও ছবর' অনুচ্ছেদ।

২৮. ইবনু মাজাহ হা/৩৪৮৯; তিরমিযী হা/২০৫৫; মিশকাত হা/৪৫৫৫।

২৯. আবুদাঊদ হা/৩৯১০; তিরমিযী হা/১৬১৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৩৮; মিশকাত হা/৪৫৮৪।

যায়, তখন তা সেরে যায় মহান আল্লাহ্র হুকুমে'।[৩০] বেদুঈনরা এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি চিকিৎসা করাব? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ হে আল্লাহ্র বান্দারা! تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ– 'তোমরা চিকিৎসা করাও। কেননা বার্ধক্য ব্যতীত এমন কোন রোগ আল্লাহ সৃষ্টি করেননি, যার ঔষধ তিনি সৃষ্টি করেননি'।[৩১] সেকারণ রাসূল (ছাঃ) অন্যকে মধু খাইয়ে চিকিৎসা দিয়েছেন ও নিজে শিঙ্গা লাগিয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন'।[৩২] এমনকি কুরআন পড়ে ফুঁক দিয়েও চিকিৎসা করা যাবে। যেমন সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে রাসূল (ছাঃ) ফুঁক দিয়েছেন এবং এ দু'টি সূরা নাযিলের পর তিনি বাকী সব দো'আ ছেড়ে দেন।[৩৩] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই ঝাড়ফুঁক, তাবীয ও জাদুটোনা করা শিরক। বরং তোমরা এই দো'আ পড়, *আয্হিবিল বা'স, রব্বান না-স! ওয়াশ্ফি, আনতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আল লা ইউগা-দিরু সাক্বামা* ('কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগকে বাকী রাখে না')।[৩৪] অর্থাৎ রোগ আরোগ্যের জন্য যথাযথ চিকিৎসা সহ আল্লাহ্র নিকট দো'আ করতে হবে এবং স্রেফ আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে, অন্য কোনকিছুর উপর ভরসা করা যাবে না। তাহ'লে সেটা শিরক হবে।

আল্লাহ্র উপর ভরসা করলে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে রোগের ৮০ ভাগ আরোগ্য নির্ভর করে রোগীর জোরালো মানসিক শক্তির উপর। তাই সঠিক চিকিৎসার সাথে সাথে আল্লাহ্র উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও পরিপূর্ণ ভরসা রোগীকে দ্রুত আরোগ্যের পথে নিয়ে যায়।

সূরা ফাতিহা পড়ে জনৈক সাপে কাটা রোগীকে ফুঁক দেওয়ায় রোগী সুস্থ হয়ে যায় এবং বিনিময়ে সেখান থেকে ছাহাবীগণ একপাল ছাগল মজুরী নেন। পরে রাসূল (ছাঃ) তাতে সম্মতি দেন *(বুখারী হা/৫৭৩৬)*। কিন্তু এটাকে

---

৩০. মুসলিম হা/২২০৪; মিশকাত হা/৪৫১৫।

৩১. আবুদাঊদ হা/৩৮৫৫; আহমাদ হা/১৮৪৭৭; তিরমিযী হা/২০৩৮; মিশকাত হা/৪৫৩২।

৩২. বুখারী হা/৫৬৮৪; মুসলিম হা/২২১৭; মিশকাত হা/৪৫২১।

৩৩. তিরমিযী হা/২০৫৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৫১১; মিশকাত হা/৪৫৬৩।

৩৪. বুখারী হা/৫৭৫০; মুসলিম হা/২১৯১; মিশকাত হা/১৫৩০ 'জানায়েয' অধ্যায়-৫; আবুদাঊদ হা/৩৮৮৩; মিশকাত হা/৪৫৫২ 'চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক' অধ্যায়-২৩।

Contents

যুক্তি হিসাবে নিয়ে ছাহাবায়ে কেরামের কেউ ঝাড়ফুঁকের ব্যবসা খোলেননি এবং এটাকেই রূযীর মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেননি। কেননা কুরআন দিয়ে ঝাড়ফুঁক যেকোন আল্লাহভীরু মুমিন নর-নারী করতে পারেন এবং আল্লাহ যেকোন মুমিনের দো'আ কবুল করতে পারেন। ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র উপর দৃঢ় ভরসা রেখে ঝাড়ফুঁক ও চিকিৎসা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের বিরোধী নয়' *(দ্র: মিরক্বাত হা/৪৫১৫-এর ব্যাখ্যা)*।

এক্ষণে যদি কেউ ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা দেন ও তার বিনিময় গ্রহণ করেন, সেটি নিষিদ্ধ নয়। তবে দাতা ও গ্রহীতা উভয়কে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে এবং তিনিই যে আরোগ্যদাতা উভয়কে দৃঢ়ভাবে সে বিশ্বাস রাখতে হবে। আর বিনিময়ের জন্য কোনরূপ চাপ প্রয়োগ করা চলবে না ও চাতুরীর পথ অবলম্বন করা যাবে না। কেননা সেটি তাক্বওয়ার খেলাফ হবে। হাদিয়া-বখশিশের প্রতি লোভ করা যাবে না। তাতে বরকত নষ্ট হয়ে যাবে ও আল্লাহ্র রহমত উঠে যেতে পারে।

উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কুরআন ও আল্লাহ্র সুন্দর নাম সমূহ দিয়ে *(আ'রাফ ৭/১৮০)* দো'আ ও ঝাড়ফুঁক করা যাবে। আর সেটি যেকোন আল্লাহভীরু মুমিন নর-নারী যেকোন সময় করতে পারেন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে। এজন্য পৃথক কোন নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণিত হয়নি। যা বর্তমান যুগে বিভিন্ন ঝাড়ফুঁক ও তাবীযের কিতাবে দেখা যায়।

কুরআন দিয়ে নানাবিধ অন্যায় কর্ম

(১) ভিক্ষা করা : অনেকে মাযারে, রাস্তার পাশে ও মসজিদের পাশে বসে কুরআন পড়ে ভিক্ষা করেন। যা আরেকটি বিদ'আত ও হারাম কর্ম। কেননা কুরআন ভিক্ষা চাওয়ার মাধ্যম নয়। অনেকে মাদরাসার জালসায় একই কুরআন বারবার বিক্রি করে তার টাকা মাদরাসায় দান করেন। এটি অত্যন্ত হীনকর কাজ।

(২) অন্যের ক্ষতি করা অথবা নিজের নেক মকছূদ হাছিল করা : অনেকে অন্যের ক্ষতি করার জন্য ৪০ বার সূরা ইয়াসীন পড়েন। অতঃপর তার বিরুদ্ধে লা'নত করেন। অথবা নিজের নেক মকছূদ হাছিলের জন্য সূরা ইয়াসীন ৪০ বার পড়ে দো'আ করেন। কারণ তাদের ধারণা সূরা ইয়াসীন পড়ে যা চাওয়া

হবে, তাই পূরণ হবে'। অথচ সূরা ইয়াসীনের ফযীলত বর্ণনায় কোন ছহীহ হাদীছ নেই।[৩৫] আর ছাহাবায়ে কেরাম কেউ এরূপ আমল করেননি।

(৩) জুম'আর দিন সূরা কাহফ পাঠ করা : সূরা কাহফের ফযীলত হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহ্ফের প্রথম ১০ আয়াত ও শেষের ১০ আয়াত পাঠ করবে, সে দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে নিরাপদ থাকবে'।[৩৬] 'এটি তার দুই জুম'আর মধ্যবর্তী সময়কে নূর দ্বারা আলোকিত করবে'।[৩৭] কিন্তু এটি পড়ার নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি বর্ণিত হয়নি। বরং একাকী স্রেফ পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। অথচ জুম'আর দিন একজন ক্বারী মুছল্লীদের সামনে এটি পাঠ করেন। আর লোকেরা ভাবেন, এটিই বুঝি সুন্নাত। যেগুলি ভিত্তিহীন রেওয়াজ মাত্র।

(৪) সূরা মুল্ক পাঠ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রাত্রিতে সূরা মুল্ক পাঠ করে, এটি তার কবরের আযাব থেকে বাধা দানকারী হয়' *(হাকেম হা/৩৮৩৯)*। যেভাবে খুশী এটা পড়া যায়। কিন্তু এজন্য বিশেষ অনুষ্ঠান করা বিদ'আত। অথচ সেটাই করে থাকেন সমাজের অনেকে দলবদ্ধভাবে। যেমন এটি একটি বিশেষ দলের (جَمَاعَةُ الْخَلْوَتِيَّةِ) তরীকা হিসাবে পরিগণিত।[৩৮]

(৫) কবরে মানত করা ও পশু যবহ করা : বার্ষিকী ও ওরসের অনুষ্ঠান সমূহে এগুলি করা হয়ে থাকে এই আক্বীদায় যে, কবরবাসী এর মাধ্যমে খুশী হয়ে আমাদের কল্যাণ করবেন ও ক্ষতি থেকে বাঁচাবেন। এগুলি

৩৫. (১) 'তোমরা তোমাদের মৃতদের উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ কর' মিশকাত হা/১৬২২, ২১৭৮; হাদীছ যঈফ, যঈফাহ হা/৫৮৬১ (২) 'কুরআনের ক্বলব হ'ল ইয়াসীন' মিশকাত হা/২১৪৭; হাদীছ মওযূ', যঈফাহ হা/১৬৯ (৩) 'আসমান ও যমীন সৃষ্টির এক হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ সূরা ত্বোয়াহা ও ইয়াসীন পাঠ করেছেন।... অতএব সুসংবাদ ঐসব ব্যক্তির জন্য যারা এ সূরা দু'টি মুখস্ত করে ও পাঠ করে' মিশকাত হা/২১৪৮; হাদীছ মুনকার, যঈফাহ হা/১২৪৮। দারাকুৎনী বলেন, ولا يصح في الباب حديث 'এ বিষয়ে কোন হাদীছ বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়নি' (যঈফাহ হা/৬৮৪৩, ৫৮৬১; ইরওয়া হা/৬৮৮, ৩/১৫১)।

৩৬. আবুদাঊদ হা/৪৩২৩; মুসলিম হা/৮০৯; মিশকাত হা/২১২৬ 'ফাযায়েলে কুরআন' অনুচ্ছেদ।

৩৭. হাকেম হা/৩৩৯২; মিশকাত হা/২১৭৫; ইরওয়া হা/৬২৬।

৩৮. কুরআনখানী ও ঈছালে ছওয়াব ৭৩-৭৪ পৃ.। খালওয়াতিয়াহ, তীজানিয়াহ, কাদেরিয়া প্রভৃতি দলগুলি বিদ'আতী ছূফী তরীকার অন্তর্ভুক্ত। খালওয়াতিয়াহ দলটি খোরাসানের মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-খালওয়াতী (মৃ. ৯৮৬ হি.)-এর অনুসারী। যিনি সোহরাওয়ার্দী তরীকার অনুসারী ছিলেন। পরে নিজেই অত্র তরীকা প্রতিষ্ঠা করেন।

স্পষ্টভাবে শিরক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ، ‘গোনাহের কাজে কোন মানত নেই’।[৩৯] তিনি বলেন, لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، ‘আল্লাহ লা‘নত করেন ঐ ব্যক্তির উপর, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য যবহ করে’।[৪০]

ওরসের অনুষ্ঠান জমজমাট করার জন্য এবং নযর-নেয়াযের পাহাড় জমানোর জন্য মৃত পীরের নামে অলৌকিক সব ভিত্তিহীন গল্প লিখে প্রচার করা হয়। যাতে বলা হয় যে, এই পীরের মুরীদ হ’লে তিনি যাবতীয় বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। যেমন অমুক অমুক সময় অমুক অমুক মুরীদের মৃত সন্তানকে তার অসীলায় আল্লাহ পুনরায় জীবিত করেছিলেন। অথচ এগুলির কোন প্রমাণ নেই। বলা হয় মৃত পীরের নামের তাবার্রুক খেলে সব রোগ সেরে যায়। এমনকি ক্যান্সার ভাল হয়ে যায়। অথচ পীরের গদ্দীনশীন ও তাদের বংশধর কেউই রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ থেকে মুক্ত নয়।

ঢাকার আরামবাগের জনৈক পীর বিবি ফাতেমার সাথে তার আত্মার জগতে বিয়ে হয়েছে বলে দাবী করেন এবং তার মুরীদ হ’লে ফাতেমার মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট থেকে বিপদাপদ হ’তে মুক্ত করে দিবেন ও পরকালে জান্নাত পাইয়ে দিবেন বলে ভাবগম্ভীর ঢংয়ে বক্তৃতা করেন। যার সিডি বাজারে চালু আছে। অথচ ফাতেমার পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্পষ্টভাবেই মেয়ের নাম নিয়ে বলেছেন, يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ أَنْقِذِى نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، سَلِينِى مَا شِئْتِ مِنْ مَالِى، وَاللهِ لاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا- ‘হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! তুমি আমার মাল-সম্পদ থেকে যা খুশী নাও! কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে আল্লাহ্র পাকড়াও হ’তে রক্ষা করতে পারব না’।[৪১]

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ- ‘হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের

৩৯. নাসাঈ হা/৩৮৩৪; মিশকাত হা/৩৪৩৫।
৪০. মুসলিম হা/১৯৭৮; মিশকাত হা/৪০৭০।
৪১. বুখারী হা/২৭৫৩; মুসলিম হা/২০৮; মিশকাত হা/৫৩৭২-৭৩; আহমাদ হা/৮৭১১।

প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন পিতা তার পুত্রের কোন উপকার করতে পারবে না বা পুত্র তার পিতার কোন কাজে আসবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে এবং শয়তান যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে' *(লোক্বমান ৩১/৩৩)*। তিনি আরও বলেন, يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ– 'যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র' *(ইনফিত্বার ৮২/১৯)*।

(৬) কুরআন দিয়ে তাবীয করা : কুরআন দিয়ে যতগুলো অপকর্ম হয়, তার অন্যতম প্রধান হ'ল কুরআনকে তদবীর ও তাবীযের কিতাব বানানো। রোগে-শোকে, বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায় কুরআনের বিভিন্ন আয়াতকে মনগড়া নিয়মে পাঠ করা ও তাবীয বানিয়ে ঝুলিয়ে রাখা এবং তাকেই নিরাময়কারী ভাবা। যা তাকে আল্লাহ্‌র ভরসা করা থেকে বিরত রাখে এবং সে কুরআনের উপরেই ভরসা করে। এটি নিঃসন্দেহে 'শিরকে আকবার'। তওবা করা ব্যতীত যার ক্ষমা নেই।

(ক) কুরআনের কিছু অংশ লিখে তাবীয বানিয়ে বদ নযর থেকে বাঁচার জন্য বাচ্চা অথবা বয়স্কদের গলায় বা কোমরে অথবা বাস-ট্রাক, লঞ্চ বা প্রাইভেট কারের সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। (খ) অনেক সৈনিক ছোট কুরআন গলায় ঝুলিয়ে রাখেন। যাতে বিপদ না হয়। (গ) অনেকে সূরা ইনশিরাহ কাগজে লিখে তাবীয বানিয়ে দোকানে ঝুলিয়ে রাখেন। যাতে ক্রেতা বেশী আসে। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ 'যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলালো, সে শিরক করল'।[৪২] কারণ সে তাবীযের উপর ভরসা করে।

বর্তমানে বিপদমুক্তির জন্য কুরআন দিয়ে বিভিন্ন তদবীর ও তাবীযের কিতাব বাজারে বের হয়েছে। যেমন-

(৭) সর্বরোগনাশক তাবীয : পবিত্র কুরআনের শিফা-এর ৬টি আয়াতাংশ, যেমন সূরা তওবা ১৪, ইউনুস ৫৭, নাহল ৬৯, বনু ইসরাঈল ৮২, শো'আরা ৮০ ও হামীম সাজদাহ ৪৪ আয়াতাংশগুলি একত্রে চীনা মাটির বাসনে লিখে তা ধুয়ে রোগীকে ঐ পানি খাওয়াবে। অথবা তাবীযে লিখে গলায় ঝুলাবে। এতে যত কঠিন রোগই হৌক না কেন তা আরোগ্য হবে।

৪২. আহমাদ হা/১৭৪৫৮; হাকেম হা/৭৫১৩; ছহীহাহ হা/৪৯২।

একে ‘সর্বরোগনাশক তাবীয’ বলা হয়। এছাড়া মাগরিবের ছালাতের পর সূরা ইয়াসীন ৩ বার পড়ে রোগীর শরীরে ফুঁক দিবে। তাতে হয় রোগী সুস্থ হবে, না হয় মৃত্যু বরণ করবে।[৪৩]

(৮) ইলম বৃদ্ধির তদবীর : যে ব্যক্তি ৭দিন পর্যন্ত ওযূর সাথে দৈনিক ৭০ বার সূরা ফাতেহা পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে ঐ পানি খাবে তার স্মরণশক্তি এত বেশী বৃদ্ধি পাবে যে, একবার শুনলে আর ভুলবে না।

(খ) আর-রহমানু, ‘আল্লামাল কুরআন, খালাক্বাল ইনসান, ‘আল্লামাহুল বায়ান এই ৪টি আয়াত ফজর ও মাগরিবের ছালাতের পর ১১ বার করে পড়লে ইলম বৃদ্ধি পায়।

(গ) সূরা ক্বাফ ২২ আয়াতটি প্রত্যেক ছালাতের পর ৩ বার পড়ে দু’হাতে ফুঁক দিয়ে চোখের উপর আঙ্গুল রগড়ালে চোখের জ্যোতি কখনোই হ্রাস পাবে না এবং কোন রোগ থাকলে তা সেরে যাবে।

(ঘ) বিতর ছালাতের ১ম রাক‘আতে সূরা ফাতেহার পর সূরা তীন, ২য় রাক‘আতে সূরা তাকাছুর এবং ৩য় রাক‘আতে সূরা ইখলাছ পড়লে কখনোই তার দাঁত পড়বে না (ইহা বহু পরীক্ষিত)।[৪৪]

(ঙ) জুম‘আর দিন আছরের ছালাতের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ইয়া আল্লাহু, ইয়া রহমানু, ইয়া রহীমু ২১ দিন পড়লে দুরারোগ্য ব্যাধি সেরে যাবে।

(চ) সূরা বনু ইসরাঈল ১০৫ আয়াত ৩ বার পড়ে বেদনার স্থানে হাত দিয়ে ফুঁক দিলে ব্যাথা-বেদনা আরোগ্য হবে *(নেয়ামুল কোর্‌আন ১১৬ পৃ.)*।

(ছ) হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি‘মাল ওয়াকীল (আলে ইমরান ১৭৩) দৈনিক একটি নির্দিষ্ট সময় ৫০০ বার পড়লে আল্লাহ রূযী-রোযগার বৃদ্ধি করে দেন। আর যেকোন বিপদাপদে ফজর ও মাগরিবের ছালাতের পর উক্ত আয়াতটি ১০০০ বার পড়লে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে। এছাড়া ফাল্লাহু খায়রুন হাফেযান ওয়াহুয়া আরহামুর রাহেমীন (ইউসুফ ৬৪) আয়াতটি দৈনিক অনেকবার পাঠ করলে বিপদ দূর হয়ে যাবে *ইনশাআল্লাহ (ঐ, ১১৯ পৃ.)*।

(৯) জেল থেকে বাঁচার তদবীর : জেল থেকে বাঁচার জন্য ৪০ দিন যাবৎ ‘সূরা ইউসুফ’ পাঠ করবে। এছাড়া দৈনিক ১১০০ বার করে ১২ দিন নিম্নের

---

৪৩. মৌলবী মোহাম্মদ শামছুল হুদা বি.এ.বি.এল, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, নেয়ামুল-কোর্‌আন (ঢাকা : রহমানিয়া লাইব্রেরী, সপ্তবিংশ সংস্করণ, জুলাই ২০১১) ১১৫ পৃ.।

৪৪. নেয়ামুল কোর্‌আন ১১০-১৩ পৃ.।

দো‘আটি পড়লে মোকাদ্দমায় জয়লাভ করা যায়। ইয়া বাদী‘আল ‘আজাইবে বিল খায়রে, ইয়া বাদী‘উ। খতমে ইউনুস ও দরূদে তুনাজ্জিনাও বিশেষ ফলপ্রদ’ *(নেয়ামুল কোর্‌আন ২০৪-০৫ পৃ.)*।

(১০) দো‘আ ইউনুস দিয়ে তদবীর : (ক) কোন কঠিন বিপদে দো‘আ ইউনুস সোয়া লক্ষ বার পড়বে। প্রতি ১০০ বার পাঠ শেষে শরীর ও মুখে পানি দিবে। সেটি পাক অবস্থায় পাক বিছানায় অন্ধকারে বসে ক্বিবলামুখী হয়ে পাঠ করবে। ৩, ৭ কিংবা ৪০ দিনে শেষ করবে এবং খতম শেষে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করবে।-

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ– ‘অতঃপর আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হ’তে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি’ *(আম্বিয়া ২১/৮৮; ঐ, ১২০ পৃ.)*।

(খ) পীড়িত ব্যক্তি দো‘আ ইউনুস পড়লে তার গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। যদি মৃত্যুবরণ করে তবে সে শাহাদাতের দরজা লাভ করবে। (গ) কোন বিপদ উপস্থিত হ’লে মধ্যরাতে উঠে দুই রাক‘আত ছালাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে সিজদায় গিয়ে ৪০ বার পড়লে সে বিপদ মুক্ত হবে। (ঘ) কেউ দৈনিক ১০০০ বার দো‘আ ইউনুস পড়লে তার মর্যাদা ও রিযিক বৃদ্ধি পাবে, দুঃখ-কষ্ট দূর হবে এবং শয়তান ও অত্যাচারীরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তার জন্য আল্লাহ্‌র রহমতের দরজা খোলা থাকবে। (ঙ) এক ব্যক্তি স্বপ্নে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে তার মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার উপায় জানতে চাইলে তিনি বলেন, তুমি সিজদায় গিয়ে ৪০ বার দো‘আ ইউনুস পড়বে ও প্রত্যেক বার আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে’ *(ঐ, ১২৩ পৃ.)*। বস্তুতঃ এসবই দলীল বিহীন ও কল্পনা মাত্র।

১৩৫৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ হ’তে উপরোক্ত ‘নেয়ামুল কোর্‌আন’ বইটি এভাবেই মানুষকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। জেলখানায় বন্দীদের নিকট এ বইটিই সবচেয়ে প্রিয়। বইটির একাদশ সংস্করণের ভূমিকায় মৌলবী কিতাব আলী মোল্লা লিখেছেন, ‘আমল দ্বারা ফায়েদা লাভের প্রধান শর্ত এই যে, আমলটির উপর আমলকারীর দৃঢ় বিশ্বাস (আকিদা) থাকিতে হইবে, এই বিশ্বাসই আমলকারীর রূহানী শক্তিকে বৃদ্ধি করিয়া ফায়েদা লাভে সাহায্য করে। এই বিশ্বাস না থাকিলে আমল করিয়া বিশেষ ফায়েদা লাভ হয় না’। এর দ্বারা ইসলামের বিশুদ্ধ তাওহীদী আক্বীদাকে শিরকী আক্বীদায় পরিবর্তিত করা হয়েছে। যা মুমিনের আপোষহীন ঈমানী

চেতনাকে ধ্বংস করে। আল্লাহ্র উপর ভরসা ছেড়ে তাকে তদবীরের উপর ভরসাকারী বানায়। যা থেকে তওবা করা অপরিহার্য। কারণ একজন মুসলিম তার সকল কাজে কেবলমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা করে ও তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহ ব্যতীত সে অন্য কোন দো'আ বা তদবীরে বিশ্বাসী হ'তে পারে না।

উল্লেখ্য যে, অনেক সময় এইসব তদবীরে ফল লাভ হয়। এমনি এক প্রশ্নের উত্তরে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেছিলেন, إِنَّمَا ذَاكِ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخَسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رُقِيَ كَفَّ عَنْهَا، 'এগুলি শয়তানের কাজ। সে নিজের হাত দ্বারা এতে আঘাত করে। কিন্তু যখন তার উপর ফুঁক দেওয়া হয়, তখন সে বিরত হয়। বরং তুমি নিম্নের দো'আটি পাঠ কর।- 'আযহিবিল বা'স...'।[৪৫]

অভিজ্ঞতা : বগুড়া জেলখানায় থাকাকালীন (অক্টোবর ২০০৫ হ'তে আগষ্ট ২০০৮ পর্যন্ত) মাদরাসা পড়ুয়া জনৈক তরুণ ফাঁসির আসামী উপরোক্ত আমল সমূহ একাধিক বার করে হতাশ হয়ে অবশেষে 'কাফের' হয়ে যায় এবং আল্লাহ, রাসূল, কুরআন, পরকাল সবকিছুকেই সে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে। একই সেলে পাশের কক্ষে সম্পাদক নিজে অবস্থান করার সুবাদে বিষয়টি জানতে পারেন। অতঃপর কয়েকদিন তার সাথে আলোচনার পর তার প্রশ্ন সমূহের যথাযথ জবাব পেয়ে সে তওবা করে পুনরায় 'ইসলাম' কবুল করে। আমরা তাকে আবার জেল আপিল করতে বলি। ফলে আল্লাহ্র রহমতে সে বেকসুর খালাস পেয়ে বেরিয়ে আসে। বলা বাহুল্য যে, সে তার জীবনের এই মন্দ পরিণতির জন্য 'নেয়ামুল কোর্আন' বইটিকে দায়ী করে এবং বইটি আমাদের দিয়ে দেয়। আমরা সেটি কারা কর্তৃপক্ষকে দেই। সেই সাথে কেউ যেন এ বই না পড়ে, সেজন্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কারাগারে সবার মধ্যে জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করি।

(১১) রোগ মুক্তির দো'আ : ফজরের সুন্নাত ছালাত শেষে ৩ বার দরূদ শরীফ পড়বেন। অতঃপর ১৪ বার বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতেহা পড়বেন। পুনরায় ৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ শেষে ফজরের ছালাত আদায় করবেন। সূরা ফাতেহা পড়ার সময় 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীমিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন' পড়বেন। অর্থাৎ বিসমিল্লাহ-কে প্রথম আয়াত ধরে

৪৫. আবুদাঊদ হা/৩৮৮৩; মিশকাত হা/৪৫৫২ 'চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক' অধ্যায়।।

আলহামদু-র সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে। অতঃপর সেই পানিতে ফুঁ দিয়ে রোগীকে পান করাবেন ও রোগীর শরীরেও ফুঁ দিবেন। একাদিক্রমে ৭, ১৪ বা ২১ দিন পর্যন্ত এরূপ করবেন। আল্লাহ চাহেতো রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করবেন।[৪৬]

(১২) গৃহ নিরাপদ রাখার উপায় : যদি কোন গৃহে ভূত-প্রেত ইত্যাদি আছে বলে মনে করা হয় বা তাদের গৃহে ইট-পাথর নিক্ষেপ করে বিরক্ত করে, তাহ'লে ৪টি লোহার পেরেক-এর প্রত্যেকটিতে ২০ বার করে নিম্নের ৩টি আয়াত পড়তে হবে। অতঃপর গৃহের চারকোণে ঐ ৪টি পেরেক পুঁতে দিতে হবে। তাহ'লে সর্বপ্রকার উপদ্রব দূরীভূত হবে *ইনশাআল্লাহ*। আয়াত তিনটি হ'ল, إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا– وَأَكِيدُ كَيْدًا– فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا– 'নিশ্চয় তারা দারুণভাবে চক্রান্ত করে'। 'আর আমিও যথাযথ কৌশল করি'। 'অতএব অবিশ্বাসীদের সুযোগ দাও, ওদের অবকাশ দাও কিছু দিনের জন্য' *(ত্বারেক ৮৬/১৫-১৭)*।[৪৭]

(১৩) গর্ভ রক্ষার দো'আ : যে সকল গর্ভবতীর অকালে গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়, তাঁরা নিম্নের আয়াত দু'টি সাদা কাগজে লিখে গর্ভবতীর ডান পাশে বেঁধে রাখবেন। ইনশাআল্লাহ গর্ভ নষ্ট হবে না। আয়াত দু'টি হ'ল, فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (يوسف 64)– اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (رعد 8)– 'অতএব আল্লাহ উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু' *(ইউসুফ ১২/৬৪)*। 'আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং তার গর্ভাশয়ে যা

---

৪৬. মুহাঃ আবদুল্লাহ ইবনুল ফজল (মৃ. ১৯শে এপ্রিল ১৯৮৪ খৃ.), সহীহ নামায ও দোওয়া শিক্ষা (বগুড়া : হক প্রিন্টিং প্রেস, ১ম সংস্করণ, সাওয়াল ১৩৯৬ হি.) ৩/১১৬ পৃ. (সাধু হ'তে চলিত ভাষায় পরিবর্তন); হুবহু একই কথা লিখেছেন প্রফেসর ড. আফতাব আহমদ রহমানী (মৃ. ২১শে এপ্রিল ১৯৮৪ খৃ.; আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) স্বীয় 'মাসায়েল ও নামায শিক্ষা' বইয়ে। যদিও ভূমিকায় লেখক দাবী করেছেন যে, বইটির 'প্রত্যেকটি মসআলা সহীহ হাদীসের বরাত সহ উদ্ধৃত করে লিখিত'। অথচ লিখেছেন প্রমাণহীনভাবে। প্রকাশিকা : সবীহা খাতুন, শিবরামপুর, পাবনা (৩য় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৪) পৃ. ৮৬।

৪৭. ঐ, ৩/১১৭ পৃ.; মাসায়েল ও নামায শিক্ষা ৮৭ পৃ.। মাননীয় লেখকদ্বয় ১৬ আয়াতের অনুবাদ করেছেন, 'আর আমি আর এক দুরভিসন্ধি করিতেছি'। 'দুরভিসন্ধি' শব্দটি আল্লাহ্র উচ্চ মর্যাদার খেলাফ। এই অনুবাদ ভুল। বরং তিনি 'কৌশল' করে থাকেন।

সংকুচিত হয় ও বর্ধিত হয়। বস্তুতঃ তাঁর নিকটে প্রত্যেক বস্তুরই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে' *(রা'দ ১৩/৮)*।[৪৮]

(১৪) গর্ভ রক্ষার আরেকটি দো'আ : গর্ভবতীর মাথা হ'তে পা পর্যন্ত লম্বা একটি সাদা সূতা মাপ দিয়ে তা কুসুম রঙ্গের পানিতে ভিজিয়ে শুকিয়ে নিবে। অতঃপর নীচের দু'টি আয়াত ও ১ বার সূরা কাফেরূন পড়ে ফুঁ দিয়ে ৯ বারে ৯টি গিরা দিবে। তারপর সেটি গর্ভবতীর কোমরে বেঁধে দিবে। ইনশাআল্লাহ গর্ভ নষ্ট হবে না। আয়াত দু'টি হ'ল, وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ- إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ- 'তুমি ধৈর্যধারণ কর। আর তোমার ধৈর্য ধারণ হবে কেবল আল্লাহ্র সাহায্যে। তাদের উপর দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না'। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন যারা আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল' *(নাহল ১৬/১২৭-২৮)*।[৪৯]

(১৫) পরীক্ষিত দু'টি তদবীর : (ক) বন্ধ্যা নারীর সন্তান লাভের তদবীর : ৪০টি লবঙ্গের উপর ৭ বার নিম্নের আয়াতটি পড়ে ফুঁ দিবেন। অতঃপর ১টি করে লবঙ্গ প্রতি রাতে শোয়ার সময় খাবেন। খাওয়ার পর আর পানি খাবেন না। ঋতু হ'তে পাক হওয়ার পরদিন থেকে স্বামী সঙ্গ ও লবঙ্গ খাওয়া আরম্ভ করবেন। ইনশাআল্লাহ বন্ধ্যাত্ব দূর হবে। আয়াতটি নিম্নরূপ : أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ- 'অথবা (তাদের কর্মসমূহ) গভীর সমুদ্রের ঘন অন্ধকারের ন্যায়। ঢেউয়ের উপর ঢেউ যাকে আচ্ছন্ন করে এবং যার ঊর্ধ্বে থাকে কালো মেঘের ঘনঘটা। একটির উপর একটি অন্ধকার। যখন সে তার

---

৪৮. ঐ, ৩/১১৭-১৮ পৃ.; মাসায়েল ও নামায শিক্ষা ৮৮ পৃ.। মাননীয় লেখকদ্বয় 'ডান পাশে' বলতে সম্ভবতঃ 'ডান উরুতে' বুঝিয়েছেন। কারণ তাঁদের লিখিত পরবর্তী তদবীর 'সুখ প্রসব' শিরোনামে উভয় লেখক 'গর্ভিণীর বাম উরুতে বাঁধিয়া দিবেন' লিখেছেন *(ঐ, ৩/১২১ ও ৯২ পৃ.)*। যা নিতান্তই অমর্যাদাকর।

৪৯. ঐ, ৩/১১৮-১৯ পৃ.; মাসায়েল ও নামায শিক্ষা ৮৯ পৃ.; নেয়ামুল কোর্আন ১৮২ পৃ.; লেখক আরও বলেছেন, সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত সূতাটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে থাকবে। প্রসবের পর ইহা নদীতে ফেলিয়া দিবে' (ইহা বিশেষ পরীক্ষিত)'। যাদের কাছাকাছি কোন নদী নেই, তারা কি করবে?

হাত বের করে, তখন শত চেষ্টায়ও সে তা দেখতে পায় না। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে আলো দেন না। তার কোন আলো থাকে না’ *(নূর ২৪/৪০)*।[৫০]

(খ) অধিক কন্যা সন্তানে বিব্রত পিতার জন্য পুত্র-সন্তান লাভের তদবীর : এখানে তদবীর বর্ণনা না করে মাননীয় লেখক তদবীর প্রদানকারী হিসাবে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য বাড়ীর ঠিকানা দিয়েছেন *(সহীহ নামায ও দোওয়া শিক্ষা ৩/১২০ পৃ.)*।

বর্ণিত দুইজন নেতৃস্থানীয় ‘আহলেহাদীছ’ আলেম প্রধানতঃ ‘নেয়ামুল কোর্‌আন’ বইয়ের অনুকরণে এগুলি লিখেছেন সম্পূর্ণ প্রমাণহীনভাবে। যা আহলেহাদীছের নীতি নয়। তবে তাঁরা এক স্থানে বলেছেন, অনেকে মাজার-দরগা ইত্যাদিতে গিয়ে নজর মানত করে, কেহবা মৃত বুজুর্গের কাছে সন্তান ভিক্ষা করে। এইভাবে কত ঈমানদার যে তাহাদের আখেরাতের একমাত্র সম্বল ঈমান নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা এই সমস্ত হতভাগ্য ঈমানদারের জন্য একটি তদবীর বলিয়া দিতেছি এবং তাহাদের নিকট অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা মাজার-দরগা ইত্যাদিতে না যাইয়া আমাদের তদবীরটি আমল করিলে ইনশাআল্লাহ নিশ্চয় ফল পাইবেন। তাঁহাদের মনের মকছুদ পুরা হইবে’।[৫১]

এভাবে তাঁরা মাযার-দরগা ও মৃত বুযর্গ থেকে লোকদের ফিরিয়ে এনে নিজেদের মনগড়া তদবীরের অনুগামী বানিয়েছেন। যা এক ভুল থেকে বাঁচাতে গিয়ে আরেক ভুলের মধ্যে নিক্ষেপ করা ব্যতীত কিছুই নয়। মাননীয় লেখকদ্বয় দীন সম্পাদকের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের উক্ত বই হাতে পাওয়ার পরই তাঁদেরকে উক্ত ভুলগুলি ধরিয়ে দিলে তাঁরা তাঁদের জীবদ্দশায় উক্ত বই আর ছাপবেন না বলে ওয়াদা করেন। জানিনা তারা এ বিষয়ে অছিয়ত করে গিয়েছিলেন কি-না।

(১৬) সুখ প্রসব : প্রসব বেদনা উপস্থিত হ’লে সূরা ইনশিক্বাক্ব-এর প্রথম ৪টি আয়াত কাগজে লিখে গর্ভিণীর বাম উরুতে বেঁধে দিলে সুখ প্রসব হবে। প্রসব হওয়া মাত্র তাবীযটি খুলে ফেলবে। নইলে নাড়ী-ভুঁড়ি সব বেরিয়ে যেতে পারে’।[৫২]

---

৫০. মাসায়েল ও নামায শিক্ষা ৯০-৯১ পৃ.।

৫১. সহীহ নামায ও দোওয়া শিক্ষা ৩/১২০; মাসায়েল ও নামায শিক্ষা ৯০ পৃ.।

৫২. নেয়ামুল কোর্‌আন ১৭৯ পৃ.; এখানে ৪টি আয়াত বলা হয়েছে। তবে তার আগে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী লিখিত ও মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী অনূদিত ‘বেহেশতী

এভাবে দিনকে দিন নানা নামে ও নানা পদ্ধতিতে নানাবিধ শিরক ও বিদ‘আত সমাজে চালু হচ্ছে এবং সেগুলিই ধর্ম হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। অথচ এগুলি আদৌ কোন ধর্ম নয়। বরং ধর্মের বেসাতি মাত্র। ইহূদী-নাছারারা এ কারণেই অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট বলে পবিত্র কুরআনে অভিহিত হয়েছে। অতএব মুসলমানরা সাবধান!

****

মুসলমান মারা গেলে তার জন্য জানাযাই একমাত্র দো‘আর অনুষ্ঠান। কিন্তু উপমহাদেশে মুসলিম সমাজে মাইয়েতের কল্যাণের নামে নানাবিধ বিদ‘আতী অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। প্রচলিত কুরআন ও কলেমাখানী সেগুলিরই অন্যতম। এগুলির পিছনে শরী‘আতের কোন দলীল নেই। দুনিয়াদার আলেমদের মাধ্যমে এগুলি সৃষ্টি হয়েছে এবং সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিবেশী হিন্দুরা তাদের মৃতদের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নির্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত ডেকে এনে ‘শ্রাদ্ধ’ অনুষ্ঠান সহ ধর্মের নামে নানাবিধ অনুষ্ঠান করে থাকে। তাদের দেখাদেখি মুসলিম সমাজে তৃতীয় দিনে ‘তীজা’, দশম দিনে ‘দাস্ওয়াঁ’ ও চল্লিশ দিনে ‘চেহলাম’ অনুষ্ঠান চালু হয়েছে। কুরআন ও কলেমাখানী, মীলাদ-ক্বিয়াম ও ‘খানা’-র অনুষ্ঠান যার অপরিহার্য অনুসঙ্গ।[৫৩] এছাড়াও রয়েছে জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী পালন। অথচ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণ যুগে এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না।

জেওর’ বইয়ে ৫টি আয়াত লেখা হয়েছে (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১০ম মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৯০, ৩/১১৪ পৃ.)। সেখানে শুরুতে বিসমিল্লাহ ও শেষে সংক্ষিপ্ত দরূদ লেখা আছে। এতদ্ব্যতীত সেখানে গর্ভবতী ও প্রসূতী সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত, দো‘আ, আসমাউল হুসনা, জিবরীল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও আযরাইল এবং আবজাদী হরফ সমূহ দিয়ে বহু তদবীর লিখিত হয়েছে। যা সম্পূর্ণ দলীল বিহীন *(বেহেশতী জেওর ৩/১১২-১১৫ পৃ.)*।

মাওলানা আবদুল্লাহ ইবনুল ফজল ও ড. আফতাব আহমদ রহমানী স্ব স্ব বইয়ে ৫টি আয়াত লিখেছেন এবং আরও বলেছেন, নিম্নলিখিত আয়াতটি সাদা কাগজে লিখিয়া পাক কাপড়ের টুকরায় বাঁধিয়া গর্ভিণীর বাম উরুতে বাঁধিয়া দিবেন। ইনশাআল্লাহ দেখিতে দেখিতে বিনা কষ্টে প্রসব হইয়া যাইবে’ *(সহীহ নামায ও দোওয়া শিক্ষা ৩/১২২-২৩ পৃ.; মাসায়েল ও নামায শিক্ষা ৯২-৯৩ পৃ.)*। সবই দলীল বিহীন। কুরআনের আয়াত সমূহ গর্ভিণীর বাম উরুতে বেঁধে দেওয়ার তদবীর কতই না লজ্জাকর ও কতই না অমর্যাদাকর! আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন!

৫৩. ‘তীজা’ (تیجا হি.) ‘দাস্ওয়াঁ’ (دسواں হি.) ‘চেহলাম’ (چہلم ফা.) ‘কলেমাখানী’ (کلمہ خوانی আ.ফা.) ‘খানা’ (کھانا হি.) প্রভৃতি শব্দগুলি হিন্দী ও ফারসী থেকে উৎপন্ন। এতেই বুঝা যায় যে, এগুলি উপমহাদেশীয় বিদ‘আত। যা হিন্দুদের দেখাদেখি আবিষ্কৃত।

স্বার্থান্ধ আলেমদের ও তাদের অন্ধ অনুসারী জনসাধারণের বিরুদ্ধে গিয়ে 'হক' কথা বলা ও লেখনী ধারণ করা শতবর্ষকাল পূর্বে ছিল রীতিমত দুঃসাহসিক ব্যাপার। এরপরেও তখন বাংলাভাষায় লেখনীর ছিল নিদারুণ অভাব। সেই সময়কার প্রতিকূল পরিবেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে মাননীয় লেখক আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতা ও শিক্ষাগুরু মাওলানা আহমাদ আলী (১২৯০-১৩৮৩ বাং/১৮৮৩-১৯৭৬ খৃ.) সমাজ সংস্কারে যে জিহাদী ভূমিকা রেখেছিলেন এবং অমূল্য খিদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন, তার শুকরিয়া আদায়ের ভাষা আমাদের নেই।[৫৪]

মাননীয় লেখকের মৃত্যুর দীর্ঘ ৪০ বছর পর তাঁর রেখে যাওয়া ইলমী উত্তরাধিকার সমূহের অন্যতম মূল্যবান সম্পদ 'কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা ও সমাধান' বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। ২০১০ সালে তাঁর অনেকগুলি বইয়ের কম্পিউটার কম্পোজ শেষ হ'লেও ব্যস্ততার চাপে আমরা সেগুলি ছেপে প্রকাশ করতে সক্ষম হইনি। অথচ আলোচ্য বইটি বাজারে থাকলে এতদিন বহু পথহারা মানুষ পথের সন্ধান পেত। বিদ'আত থেকে তওবা করে সুন্নাহ্র পথে ফিরে আসত। বিনিময়ে মরহূম লেখক পেতেন ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ্র ক্রমবর্ধমান নেকী। সন্তান হয়েও তাঁকে সেই নেকী থেকে বঞ্চিত করায় তাই আজ আমরা তীব্র অপরাধ বোধে ভুগছি।

উল্লেখ্য যে, তাঁর আমলে বাংলাভাষায় তিনি ছিলেন 'হক' প্রকাশে অগ্রণী সৈনিক। যেজন্য পরবর্তীকালে ড. মঈনুদ্দীন আহমাদ খান (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (সম্পাদক, মাসিক মদীনা, ঢাকা) প্রমুখ স্বনামধন্য হানাফী বিদ্বানগণ অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর অমূল্য খিদমতের স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন তাঁদের স্ব স্ব বইয়ে।[৫৫]

---

৫৪. বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন শেখ আখতার হোসেন লিখিত ও হা.ফা.বা. প্রকাশিত তাঁর জীবনী 'সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী' (২য় সংস্করণ ২০১১ খৃ.)।

৫৫. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ঢাকা-এর প্রাক্তন মহাপরিচালক এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড. মঈনুদ্দীন আহমদ খান-এর পি.এইচ-ডি থিসিস : History of the Faraidi Movement (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ১৯৮৪) পৃ. ৪১; মাওলানা মুহিউদ্দীন খান-এর আত্মজীবনী 'জীবনের খেলা ঘরে' (ঢাকা : ৫ম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪) পৃ. ৬৫, ২৫৬-২৬২।

তাঁর লিখিত ও প্রকাশিত ১২টি বইয়ের প্রতিটিই সে যুগে সমাজ সংস্কারে আপোষহীন ভূমিকা পালন করেছে। ইতিমধ্যে তাঁর 'আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ' বইটি হা.ফা.বা. কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। অতঃপর অত্র বইটি হা.ফা.বা. কর্তৃক প্রকাশিত হ'তে যাচ্ছে। তাঁর মুখের ভাষা ছিল যেমন মধুর, লেখনীও ছিল তেমনি মধুর। আজীবন শিক্ষাব্রতী এই মহান যুগসংস্কারক তাঁর স্বভাব সুলভ নম্রভঙ্গীতে দু'জন বিপরীত আক্বীদার ছাত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে বিষয়বস্তুটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। যা পাঠকের মনে দ্রুত রেখাপাত করে এবং পাঠের প্রতি আর্কষণ বৃদ্ধি করে।

বইটিতে তাঁর যুগের প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের প্রতিফলন রয়েছে। এতে জানা যাবে শতাব্দীকাল পূর্বে বাংলা ভাষার বানানরীতি, আরবী-ফার্সী শব্দাবলীর ধারণ নীতি, বঙ্গের মুসলিম সমাজের কথ্যরীতি এবং তাদের ধর্মীয় জীবনে হিন্দু সংস্কৃতির মিশ্রণ রীতি। সেকারণ বইটির সম্পাদনায় আমরা মুদ্রণ প্রমাদ ব্যতীত কদাচিৎ সংশোধন করেছি। যাতে কালের সাক্ষী হিসাবে এটি গবেষকদের জন্য অমূল্য সম্পদ হিসাবে রক্ষিত থাকে। সেই সাথে বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি বিষয়ে সাহিত্য সচেতন পাঠকগণ অধিকতর জ্ঞান লাভ করতে পারেন।

মাননীয় লেখক 'কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা ও সমাধান' বইটি লিখে উক্ত বিদ'আতের বিরুদ্ধে স্বীয় যুগের মুসলিম সমাজকে সাবধান করে গেছেন। সেই সাথে আল্লাহ প্রদত্ত বাগ্মিতার মাধ্যমে সমাজকে হক-এর পথে আমৃত্যু দাওয়াত দিয়ে গেছেন। তাতে বহু লোক শিরক ও বিদ'আত থেকে মুক্তি পেয়েছে। বইটি কিঞ্চিত সংশোধনী সহ প্রকাশ করা হ'ল। আল্লাহ তাঁকে এর উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

আল্লাহ সহায় থাকলে মাননীয় লেখকের বাকী বইগুলি যত দ্রুত সম্ভব পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার এরাদা রইল। 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন'-এর গবেষণা বিভাগ ও প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন!

পরিশেষে আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা। অতঃপর তাঁর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের প্রতি রইল অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী **সম্পাদক/পরিচালক**

১০ই নভেম্বর ২০১৬ বৃহস্পতিবার **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**

بسم الله الرحمن الرحيم

অবতরণিকা (مقدمة المؤلف)

ভাই ছুন্নত দরদী মুসলমান! সালাম মছনুনান্তে বিনীত আরয, কোরআন ও হাদীছ হইতেছে আমাদের বাস্তব জীবনের চলার পথের দিক-দিশারী অভ্রান্ত স্বর্গীয় অবদান। উহাই একমাত্র অভ্রান্ত জ্ঞানে সশ্রদ্ধ অনুসরণেই আমরা পাইব প্রলয় কালাবধি মুক্তির সরল ও সঠিক পথ। মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পনার স্থান সেখানে নাই। সেই অভ্রান্ত জীবন ব্যবস্থার মধ্যে এমন দুইটি বস্তুর অনুপ্রবেশ পরিদৃষ্ট হয়, যাহা আমাদের জন্য নেহায়াত মারাত্মক। যাহা শরীয়াতের ভাষায় শেরক ও বেদআৎ নামে অভিহিত। মুশরেকের পাপ অমার্জনীয়, উহার পরিণাম জাহান্নামই নির্দ্ধারিত *(আল-কোরআন)*। বেদআতীর পাপ ক্ষমার যোগ্য হইলেও উহার নামায, রোযা, হজ, যাকাত, ছাদকা, খায়রাত ইত্যাদি একটিও আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত নহে (আল হাদীছ)। সে কারণ প্রিয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) উহা হইতে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন। যেহেতু শরীয়াতের নির্দ্ধারিত সরল পথ হইতে বিভ্রান্ত করাই হইতেছে উহার প্রকৃত স্বরূপ। ইহা আমরা বিলক্ষণ জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সমাজের বুকে পুণ্যের নামে এমন কতকগুলি অপকর্ম্ম গজিয়ে উঠে স্থায়ী আসন পাইতে বসিয়াছে, যাহা অপসারণ করা আর সহজ সাধ্য নাই। আবার সে সম্বন্ধে কথা তোলাও শরীয়াত অনভিজ্ঞ জন সমাজ অপরাধ বলিয়া মনে করে। মোর্দার নাজাতার্থে কোরআন ও কলেমাখানী উহাদের মধ্যে অন্যতম। মোর্দার নাজাতের জন্য প্রিয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দ্ধারিত ছাদকায়ে জারীয়া, দান খায়রাত ইত্যাদি ছুন্নতি তরীকার উপর পরিতুষ্ট থাকিতে না পারিয়া এবং উহাতেই অধিক পুণ্য মনে করিয়া, আমার অনভিজ্ঞ জন সমাজ উহাকেই দৃঢ়তার সহিত ধারণ করতঃ বিবিধ প্রকারে অর্থ ও শ্রমের অপব্যবহার করিতেছে। তাই আমি উহার বৈধাবৈধ বা অসারতা সম্বন্ধে নিজের সকল অযোগ্যতা সত্ত্বেও সমাজের নিষ্কাম ওলামা ও মুফতী মহোদয়গণ, অশেষ শ্রম স্বীকার ও অর্থ ব্যয়ে লিখিতভাবে যে সমস্ত সতর্কবাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কেতাবের বরাতসহ উক্তিগুলি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া 'কোরআন ও কলেমাখানী' নামে নামকরণ করতঃ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি সমাজের সুধী মণ্ডলীর হস্তে সাদরে উপহার প্রদান করিতেছি।

এখন ইহা পাঠে আমার সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ নিজেদের মযহাবের মনিষীগণের প্রচারিত গবেষণাপূর্ণ ফৎওয়া ও সুচিন্তিত অভিমতগুলির মর্য্যাদা

রক্ষা করিয়া নিজেদের গন্তব্য পথ নিজেরাই নির্দ্ধারণ করতঃ সঠিক পথ অবলম্বন করিয়া লইলে, আমার সকল শ্রম ও অর্থ ব্যয় সফল হইল মনে করিব। মানুষ স্বভাবগত ভ্রান্তির দাস। কাজেই আমার ভ্রান্তি হওয়াও স্বাভাবিক। সুতরাং অনিচ্ছাকৃত যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি ইহাতে স্থান লাভ করিয়া থাকে, বন্ধু হিসাবে আমাকে জানাইলে, উহা সাদরে গৃহীত তো হইবেই, উপরন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে উহার বিহীত ব্যবস্থা অবশ্যই করা হইবে। রহমানুর রহীম খোদা! নগণ্যের এই সামান্য খেদমতটুকু সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার ও তদীয় স্বর্গীয় পিতা-মাতার নাজাতের পথ সুগম করুন। আমীন!

দীনাতিদীন লেখক-

আহকর আহমাদ আলী

হেড মোদার্রেছ,

কাকডাঙ্গা আহমাদীয়া সিনিয়র মাদরাসা

পোঃ কেঁড়াগাছি, খুলনা (বর্তমানে সাতক্ষীরা)

সাং বুলারাটী, পোঃ আলীপুর, খুলনা (ঐ)।

১ম সংস্করণের প্রথম ও শেষ কভার পৃষ্ঠার ছবি

কোরআন ও কলেমাখানী
সমস্যা সমাধান

আহকর আহমাদ আলী (হেড মোদার্রেছ)
কাকডাঙ্গা আহমাদীয়া সিনিয়ার মাদ্রাছা
পোঃ কৈঁড়াগাছী, খুলনা।
অথবা
সাং বুলারাটী, পোঃ আলীপুর, খুলনা।
কর্ত্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত।
প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত।
মূল্য পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।
ইং ১৯৬৮ বাং ১৩৭৫ সাল।

"গ্রন্থকারের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী"

নাম	মূল্য	
১। "নিয়াত ও দরূদ সমস্যা সমাধান" "বিতর্ক ও বিচার"।	'৩৭	পয়সা
২। "আকীদায়ে মোহাম্মদী বা মাযহাবে আহলে হাদীছ"	'৩১	"
৩। "ফাতেহা পাঠের সমস্যা সমাধান"	'৫০	"
৪। "সশব্দে আমীন সমস্যা সমাধান"	'৫০	"
৫। "ছলাতুন্নবী বা মক্তব মাদ্রাছার আদর্শ নামায শিক্ষা"	১'২৫	"
৬। "তারাবীহ সমস্যা সমাধান"	'৫০	"
৭। "জুম্'আ' উভয় ঈদ ও বিবাহের বঙ্গানুবাদ খুৎবা" প্রথম খণ্ড"	২'২৫	"
৮। "রাফ্'উল্ য়্যাদায়েন ও বুকের উপর হাত বাঁধা সমস্যা সমাধান"	১'০০	"
৯। "সংসার পথে"	'৬২	"
১০। 'তাহারৎ বা পবিত্রতা'	'৫০	"
১১। "জানাযার নামাযান্তে কুল ও দোয়া, বিতর্ক ও বিচার"	'৩৭	"
১২। "পারিশ্রমিক গ্রহণে কোরআন ও কলেমাখানী, বিতর্ক ও বিচার"	'৫০	"
১৩। "কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান"	'৫০	"
১৪। "জানাযার নামাযান্তে কুল্ ও দোয়া সমস্যা সমাধান"	'৩৭	"

মোঃ মুস্তাফুর রহমান কর্ত্তৃক রুবি প্রেস, যশর হইতে মুদ্রিত।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رســـوله الكريم

'পারিশ্রমিক গ্রহণে কোরআন ও কলেমাখানী'

উস্তাদ শিষ্যে আলাপন

আফছারুদ্দীন (হানাফী) : জনাব মাওলানা ছাহেব! আছছালামো আলায়কুম। আজ আবার একটা গুরু সমস্যা নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। খুব বিশ্বাস আপনার অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হবো না।

শিক্ষক : আবার কি সমস্যার সম্মুখীন হ'লে আফছার মিয়া?

আফছারুদ্দীন : আমরা ফাতেহা দোআয্দহম, শবেবরাত ইত্যাদি পর্ব্ব উপলক্ষে মোর্দার নাজাতের জন্য, হাফেজ, মুন্সী ও মৌলভী ছাহেব দিগকে কিছু কিছু দিয়ে, কেননা কে কার বেগার দেয়, কোরআন পড়িয়ে নিয়ে থাকি। উহা না করলে মোর্দারের জন্য যেন কিছুই করা হলো না, এমনও মনে করে থাকি। ইহা সমাজে এমন ব্যাপক ভাবে চালু হয়ে গেছে যে, আমরা একে অপরের কলেমাখানিতে যোগদান না করে পারি না। বলতে কি ইহা এক প্রকার সামাজিকতায় পরিণত হয়ে পড়েছে। যাক, এরূপ কোরআন ও কলেমাখানির ছওয়াব মোর্দা ব্যক্তি পাবেন কি না?

শিক্ষক মহোদয়ের অভিযোগ

শিক্ষক : দেখো বাবা! এ মছআলাটা আমাকে জিজ্ঞাসা না করাই ভাল। কেননা এতে আমাদের এই ওলামা সমাজের বহু স্বার্থ বিজড়িত। আর স্বার্থে আঘাত লাগলে মানুষ চোখ থাকতে অন্ধ, কান থাকতে বধির ও জ্ঞান থাকতে অজ্ঞান সেজে বসে। তাই আমার মনে হয়, এর যথাযথ উত্তর আমার পক্ষে মোটেই নিরাপদ হবে না। আমাদের ন্যায় স্বার্থ সর্ব্বস্ব ওলামা আমার উপর বিরূপ হতে পারেন। তাছাড়া এর জওয়াবটাও আমার মুখে ঠিক শোভাও পাবে না। যেহেতু আমি যে তাঁদেরই একজন। কাজেই আমাকে আর বিপদের দিকে এগুয়ে না দিয়ে, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করাই ভাল। তোমাদের এই হানাফী জমাতের সর্বজন মান্য, ওলামা বরেণ্য হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ছাহেবের বেহেস্তী জেওরের ষষ্ঠ খণ্ডের ৭৮ পৃষ্ঠায় তোমার এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর রয়েছে। সুযোগ মত একদিন পড়ে দেখো।

সবিনয় অনুরোধ

আফছারুদ্দীন : তাহলে কি হুযুর! এই বৃদ্ধ বয়েসে, জীবন সন্ধ্যায় মানুষের ভয়ে, সত্য প্রচারে বিমুখ থাকা উচিৎ হবে? তিনি যখন উহার বৈধাবৈধ সম্বন্ধে উর্দুতে প্রচার করেই গেছেন, তখন আর দোষের কথা কি হতে পারে? আপনি আমাদের ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধিহীন অবোধ ছাত্রের জন্য সরল বাংলায় একটু রূপ দেবেন মাত্র। আমরা যে আপনার মুখের কথা শুনবার ও হাতের লেখা পড়বার জন্য পাগল। আমাদিগকে মাহরুম করবেন কেন? সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

শিক্ষক মহোদয়ের আক্ষেপ ও উত্তরের স্বীকৃতি

শিক্ষক : তুমি যা বলছো, সব ঠিক। কিন্তু তোমার অজ্ঞ জনসমাজ তোমার ঐ যুক্তিপূর্ণ কথার কিছু দাম দেবে কি? তারা যা বুঝে রেখেছে, তার বিরুদ্ধে কথা বল্লে, তা ফেরেস্তা হলেও, তারা তা মানতে রাজী হবে, এ বিশ্বাস আমি হারিয়ে ফেলেছি। 'নিয়াত ও দরূদ সমস্যা সমাধান' বইটি প্রচার করে তার বিলক্ষণ পরিচয়ও আমি পেয়েছি। উক্ত থানবী ছাহেবের অনেকানেক নামধারী গুণগ্রাহী ও অন্ধ অনুসারী মুখে নিয়াত পাঠের অসারতা সম্বন্ধে, তিনি যা লিখিত ভাবে প্রচার করেছেন, আমি মাত্র তার বাংলায় রূপ দেওয়ায় উহা তাদের অনুকূলে না হওয়ায়, তাঁর গবেষণাপূর্ণ শরীয়ত সঙ্গত সঠিক অভিমতগুলি তারা স্বীকার করে নিতে পেরেছে কি? না, তারা তা পারে নাই। বরং তা'দিগকে বিরক্ত হতে দেখা গিয়েছে। আর আমি হয়ে গেলাম তাদের কাছে চিরদিনের জন্য বিরাগ ভাজন। তাই বলছিলাম, আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, জনমতের বিরুদ্ধে কথা বলে, (চরম সত্য হলেও) অযথা দোষী হতে যাবো কেন? তবে যদি তোমরা একান্তই শুনতে চাও, তাঁর প্রকাশিত ও প্রচারিত লিখিত উত্তরটা অবিকল উদ্ধৃত করে ও তার অর্থ করে তোমাদিগকে শুনাচ্ছি।

পারিশ্রমিক গ্রহণকারীর ছওয়াব রেছানীর অসারতা সম্বন্ধে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ছাহেবের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত

ঐ দেখো, মৃত ব্যক্তির ছওয়াব রেছানীর নামে আমরা যে সমস্ত মনগড়া শরীয়ত বিগর্হিত পন্থা সমূহ অবলম্বন করে থাকি, উহা প্রতিরোধ কল্পে তিনি যে অধ্যায় লিখেছেন, তার সপ্তম দফায়, উক্ত বেহেস্তী জেওরের ষষ্ঠ খণ্ডের ৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

بعض عورتیں ایک یا دو حافظوں کو کچھ دیکر قران پڑھواتی ہیں کہ مردے کو ثواب بخشا جائے- بعضے جگہ تیسرے دن چنّدن پر کلمہ اور سیپارہ و نمیں قران پڑھوایا جاتا ہے- چونکہ ایسے لوگ روپیہ پیسہ یا چنے اور کہانے کے لالچ سے قران پڑہتے ہیں اسلئے انکو خود کچھ ثواب نہیں ملتا- جب ان ہی کو کچھ نہیں ملا تو مردے کو کیا بخشینگے وہ سب پڑہا پڑہایا اور دیا دلایا بیکار اور اکارت جاتا ہے- بعضے آدمی لالچ سے نہیں پڑہتے لیکن لحاظ اور بدلہ اتار نیکو پڑہتے ہیں- یہ بہی دنیا کی نیت ہوئی- اسکا ثواب بہی نہیں ملتا-

ভাবার্থ : কোন কোন রমণী, মোর্দার ছওয়াব রেছানীর জন্য দুই একজন হাফেজ ছাহেবকে কিছু কিছু দিয়ে কোরআন পড়ায়ে নিয়ে থাকেন। আবার কোন কোন স্থানে তৃতীয় দিবসে ছোলা দ্বারা কলেমা শরীফ এবং খণ্ড খণ্ড কোরআন দ্বারা কোরআন শরীফ পড়ান হয়ে থাকে। যেহেতু এই সমস্ত লোক দু'পয়সা রোজগারার্থে অথবা লোভের বশীভূত হয়ে, অথবা পেট পূজার জন্যই কোরআন ও কলেমাখানী করে থাকেন, সুতরাং তাঁদের ভাগ্যে কিছুই ছওয়াব নাই। আর এত পরিশ্রম করে, তাঁরা যখন কোন ছওয়াব পেলেন না, তখন মোর্দাকে তাঁরা আর কি বখ্‌শে দেবেন? এত পড়া ও পড়ান, দেওয়া ও দেওয়ান, সমস্তই বেকার ও বৃথা বিড়ম্বনায় পর্য্যবসিত হয়ে থাকে। কোন কোন লোক, লোভের বশীভূত হয়ে না পড়লেও, চক্ষু লজ্জার খাতিরে অথবা বিনিময় দিবার জন্য পড়ে থাকেন, এটাও সামাজিকতা রক্ষা ও দুন্‌য়া অর্জনের নিয়তেই করা হয়ে থাকে। সুতরাং এতেও কোন ছওয়াব মিলে না'।[৫৬]

---

৫৬. আশরাফ আলী থানভী (১২৮০-১৩৬২ হি./১৮৬৪-১৯৪৩ খৃ.) ছিলেন একজন খ্যাতনামা দেওবন্দী আলেম, সমাজ সংস্কারক, ইসলামী গবেষক এবং পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের মুযাফফরপুর যেলার থানাভবন শহরের অধিবাসী হওয়ার কারণে তাঁর নামের শেষে 'থানভী' যোগ করা হয়। তিনি হানাফী মাযহাবপন্থী ও চিশতিয়া তরীকার অনুসারী ছিলেন। তিনি 'হাকীমুল উম্মত' (উম্মতের আধ্যাত্মিক চিকিৎসক) উপাধিতে পরিচিত। 'দাওয়াতুল হক' নামক ইসলামী সংগঠন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছোট-বড় প্রায় সাড়ে তিনশো গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে ফিক্বহ বিষয়ক বৃহদায়তন গ্রন্থ 'বেহেশতী জেওর' (জান্নাতী অলংকার) ভারত উপমহাদেশের সাধারণ মুসলমানদের মাঝে বহুল পঠিত। ঢাকা লালবাগের জামে'আ কুরআনিয়ার সাবেক মুহতামিম মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (১৮৯৬-১৯৬৯ খৃ.)

মাননীয় শিক্ষক ছাহেব কর্ত্তৃক আলোচনা

শিক্ষক : দেখলে বৎসগণ! মোর্দার নাজাতের জন্য ছওয়াব রেছানীর দোহাই দিয়ে, আমাদের শরীয়ত অনভিজ্ঞ জনসাধারণকে মাতায়ে, আমাদের নামধারী জনাব মুন্সী মৌলভী ছাহেবান, পেটপূজা ও পয়সা অর্জন হেতু যে মনোমুগ্ধকর পন্থা আবিষ্কার করে নিয়েছেন, সর্বজন মান্য শ্রদ্ধেয় মাওলানা আশরাফ আলী থানবী হানাফী ছাহেব অল্প কথায় কিভাবে তার প্রতিবাদ লিখিতভাবে প্রচার করেছেন? এবং তোমার প্রশ্নেরও মনে হয় তিনি বর্ণে বর্ণে উত্তরও দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট কথায় বলে দিলেন যে, পড়া ও পড়ান সব বৃথা, সব বেকার। কিন্তু এই কথাটা আমার মুখ থেকে ব্যক্ত হ'লে, আমার সম শ্রেণীর লোক ও জনাব মুন্সী মোল্লা ছাহেবান বিশ্বাস তো করতেনই না, উপরন্তু আমাকেও তাঁরা ভাল চক্ষে দেখতেন না কোনদিন। যেহেতু এই উপলক্ষে তাঁরা চোখ বুঁজে বেশ দু'পয়সা অর্জন করে থাকেন। এবং সশ্রদ্ধ দাওতপত্রও পেয়ে থাকেন। আর বলতে কি, যে সমস্ত বন্ধু বান্ধব আমার, শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও এই কোরআন ও কলেমাখানী করাকে জীবন যাপনের একটা অবলম্বন স্থির করে নিয়েছেন, যাঁরা কোন কোন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তির মৃত্যু কামনা করতেও দ্বিধাবোধ করেন না, তাঁরা কি আমাকে অল্পে ছাড়তেন? তাই বলছিলাম, এই মছআলাটার যথাযথ উত্তর যেমন আমার মুখে শোভা পাবে না, তেমনি আমার পক্ষে নিরাপদও হবে না। তবে সত্যসেবী ও সুধী মণ্ডলীর নিকটে এই সত্য যেমন হয়ে আসছে সমাদৃত, তেমনি ভবিষ্যতেও হয়ে থাকবে চিরদিন স্মরণীয় ও সশ্রদ্ধ বরণীয়।

১৩৮৬ হি. মোতাবেক ১৯৬৬ সালে গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁর প্রণীত পবিত্র কুরআনের উর্দূ অনুবাদ 'বয়ানুল কুরআন' (কুরআনের ব্যাখ্যা) সুপরিচিত।

তাঁর জন্ম বৃত্তান্তে বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর পিতার কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকত না। এতে বিচলিত হয়ে তাঁর নানী হাফেয গোলাম মুর্তযা পানিপতীর নিকট বিষয়টি পেশ করলে তিনি বলেন, 'ওমর ও আলীর টানাটানিতেই পুত্র সন্তানগুলি মারা যাচ্ছে। এবার পুত্র সন্তান জন্মিলে তাকে হযরত আলীর সোপর্দ করে দিয়ো। ইনশাআল্লাহ জীবিত থাকবে'। নানী বিষয়টি বুঝতে পেরে বললেন, ছেলেদের পিতৃকুল ফারূকী। আর আমি হযরত আলীর বংশধর। এযাবৎ পুত্র সন্তানদের নাম রাখা হচ্ছিল পিতার নামের অনুসরণে। অর্থাৎ 'হক' শব্দ যোগ করে (কারণ ওমর ছিলেন 'ফারূক' তথা হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী লকবে ভূষিত)। তার এ ব্যাখ্যা শুনে হাফেয ছাহেব খুশী হয়ে বললেন, আমার উদ্দেশ্য ছিল এটাই। এর গর্ভে দু'টি পুত্র সন্তান হবে। ইনশাআল্লাহ উভয়ে বেঁচে থাকবে। একজনের নাম রাখবে 'আশরাফ আলী'। অপরজনের নাম রাখবে 'আকবর আলী'। একজন হবে ভাগ্যবান। আর অপরজন হবে দুনিয়াদার। বস্তুতঃ সেটাই হয়েছিল' *(বেহেশতী জেওর ১/৩-৪ পৃ.)* । 'আশরাফ আলী থানবী' ছিলেন সেই ভাগ্যবান পুরুষ।

ছওয়াব রেছানী সম্বন্ধে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ছাহেবের বজ্র কঠোর মন্তব্য

যাক, তিনি এই মছআলাটা উক্ত কেতাবের পঞ্চম খণ্ডের ৫৯ পৃষ্ঠায় আরও খোলাছা করে লিখেছেন। যথা-

کسی حافظ کو نوکر رکھا کہ اتنے دن تک فلانے کی قبر پر پڑہا کرو اور ثواب بخشا کرو- یہ صحیح نہیں ہے- باطل ہے- نہ پڑہنیوالیکو ثواب نہ مردہ کو- اور کچھ تنخواہ پانیکا مستحق نہیں ہے-

ভাবার্থ : যদি কোন হাফেজ ছাহেবকে বেতন দিয়ে চাকর রেখে এই (ছওয়াব রেছানীর) কাজে নিয়োজিত করা হয় যে, আপনি এতদিন এই কবরের উপর কোরআন পাঠ করতঃ ওর ছওয়াব মোর্দাকে বখ্‌শে দিন। হযরত থানবী ছাহেব বলেন, উহা ছহী হবে না। উহা বাতেল। উহার ছওয়াব না হাফেজ ছাহেব পাবেন, আর না উক্ত মোর্দা। এমন কি উক্ত হাফেজ ছাহেব বেতন পাবারও হকদার নহেন'।

এর দাঁতভাঙ্গা দলীলও তিনি প্রসিদ্ধ ফেকাহ গ্রন্থ 'শামী' হ'তে উদ্ধৃত করেছেন। যথা-

إِنَّ الْقَارِئَ إِذَا قَرَأَ لِأَجْلِ الْمَالِ فَلاَ ثَوَابَ لَهُ فَأَيُّ شَيْءٍ يُهْدِيهِ إِلَى الْمَيِّتِ؟ وَإِنَّمَا يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ الْعَمَلُ الصَّالِحِ-

ভাবার্থ : পাঠক যখন পয়সা উপার্জন হেতু কোরআন পাঠ করেন, তখন তার জন্য কোন ছওয়াব নেই। অতঃপর কোন্ বস্তু তিনি মোর্দাকে বখ্‌শে দেবেন? তবে নেক আমলের ছওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে থাকে' *(পঞ্চম খণ্ড ৩৫ পৃষ্ঠা)*।[৫৭]

শিক্ষক মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ মন্তব্য

শিক্ষক : দেখো বাবা সকল! তোমাদের সত্য-সাধক ওলামা ও মুফতী মহোদয়গণের ফৎওয়া কিরূপ, আর মুন্সী-মৌলভী ছাহেবরা স্বার্থান্ধ হয়ে,

---

৫৭. মুহাম্মাদ আমীন ইবনু 'আবেদীন দামেশক্বী (১১৯৮-১২৫২ হি.), রাদ্দুল মুহতার 'আলাদ দুর্রিল মুখতার (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ ১৪১২ হি./১৯৯২ খৃ.) ৬/৫৭ পৃ.।

এই সমস্ত ফৎওয়া-ফারাযের দিকে দৃষ্টিপাত না করে, দু'পয়সা পাবার আশায় তোমাদিগকে বুঝাচ্ছেন বা কি? আর তোমরা বিনা বিচারে চোখ বন্ধ করে, খোদার দেওয়া জ্ঞান বিবেক বিসর্জন দিয়ে, করে যাচ্ছো বা কি? এখন বাড়ী যেয়ে নিজেই চিন্তা কর। আমি উপস্থিত ক্ষণেকের জন্য তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

ছাত্রদ্বয়ের কথোপকথন

মহীউদ্দীন : দেখলে ভাই আফছারউদ্দীন! আমরা অযথা টাকা নষ্ট ক'রে কোরআন পড়ায়ে নেইনা কেন? আর তোমাদের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ কোথায়? নিজের ঘরের খবর নেওয়াটাও তোমরা উচিৎ মনে কর না। দেখ ভাই! সেদিনকার মত যেন হঠাৎ রাগ করে বসো না। তুমিই বুকে হাত দিয়ে বলতো ভাই! মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ছাহেবের ন্যায় ভারত বিখ্যাত আলেমের ফৎওয়া-ফারাযের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, তাঁর নাম শ্রবণে, কতকগুলি প্রশংসামূলক কথা আওড়ায়ে অলক্ষে দুই হস্তে চুম্বন দিয়ে, মুখে মলে দিলেই কি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করা হ'লো? শুধু তাঁর শুষ্ক ও নীরস প্রশংসার কি স্বার্থকতা থাকতে পারে? অনুরূপ, তোমাদের যে ওলামা ও মুফতী মহোদয়গণ অশেষ শ্রম স্বীকার ও অকাতরে অজস্র অর্থ ব্যয় করে, বড় বড় গ্রন্থরাজী লিখে গেছেন, তোমরা তাঁদের অনুসারী হিসাবে প্রথমতঃ তোমাদের জন্যই। কিন্তু আফছোছ! তাঁদের সারা জীবনের সাধনার মধুময় স্বর্গীয় মেওয়া ও অমূল্য সম্পদ লুটে খাচ্ছি তোমাদের চির বিরাগ ভাজন আমরা। আর তোমরা? সত্য কথা বলতে কি, কোরআন-হাদিছ, ফৎওয়া-ফারায অনভিজ্ঞ নামধারী আলেম ও মিলাদখাঁ ও কলেমাখানী করে বেড়ানো মুন্সী-মোল্লাদের কল্পিত ও রচিত মছআলা, যা তাঁরা শরীয়ত অনভিজ্ঞ জন সমাজে প্রচার করে করে নিজেদের আয়ের পথ বের করার ও জঠোর জ্বালা নিবারণের বিহিত ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। শরীয়াতে মোহাম্মদীয়ার সঙ্গে যার একটুও সংশ্রব নাই, এবং যা জন সমাজে ধীরে ধীরে চালু হ'তে হ'তে সঙ্গে সঙ্গে উক্ত মহোদয়গণের প্রাণপণ প্রচারণার ফলে শরীয়ত অনভিজ্ঞ ধনী মহাজনদিগকে ভিড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন, সেই সমস্ত অন্তঃসার শুন্য, অথচ জাঁক-জমকপূর্ণ মছলা-মাছায়েলগুলো সাগ্রহে পালন করতে তোমরা খুবই উস্তাদ। এইখান থেকেই আমাদের উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যটা ভাল করে বুঝে রেখো। এবং সজাগ

দৃষ্টিতে একবার দেখো যে, তোমরা কাদের অনুসারী, আর আমরা কাদের। তাই পূর্ব্বাহ্নেই তোমাকে বলেছিলাম যে, ভাই! বিচার করলে, কোনদিন তুমি কোন মছআলায় আমাকে ঠকাতে পারবে না।

আফছারুদ্দীন : বাস্তবিক আমরা বড় একটা যাচাই বাছাই করতে যাই না। পাড়ার মুন্সী, মক্তবের মৌলভী ছাহেব যা বলেন, বিনা বাক্য বায়ে তাই করে যাই। আর আমাদের মেয়েরা? বলতে কি, তারা আরো তারে বড়! তারা এঁদের নামে পাগল। তাদের কাছে এঁদের কথাগুলো বেদবাক্য তুল্য। তাদের কাছে আল্লাহ ও আল্লার রাছুলের হুকুম টল্‌বে, কিন্তু এঁদের হুকুম টল্‌বে না। তা ভাই! মোর্দার জন্য কোরআন ও কলেমাখানী করা সম্বন্ধে হুযুরের কাছে এসে যে সত্যের সন্ধান পেলাম, তাও তাঁর মুখের কথা নয়, বাপরে বাপ! আমাদের এই হানাফী জমাতের আলেমগণের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র তুল্য, সর্বজন বরেণ্য, এই বিংশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ছাহেবের বিখ্যাত 'বেহেস্তী জেওর' থেকে উদ্ধৃত। তাতে দেখলাম, আমাদের এত করা ধরা, এত অর্থ ব্যয়, সব পণ্ড, সব বৃথা। ইহা আমাদের রক্ত শোষণ করার সু-প্রশস্ত চমকপ্রদ পন্থা ব্যতীত কিছুই নহে।

শিক্ষক : কি গো! তোমরা এখনও যে বসে আছ!

আফছার মিয়ার আক্ষেপপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ এবং এ সম্বন্ধে আরো কিছু জানবার প্রবল আকাংখা

আফছারুদ্দীন : জি হ্যাঁ, আমাদের এখনও যে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে। তাই আপনার শুভাগমনের অপেক্ষা করছি। তা জনাব। আমাদের মযহাবের অন্য কোন বিশিষ্ট আলেম বা মুফতী ছাহেব এই মছআলাটি সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন কি? আমাদের হানাফী জমাতে, জনাব থানবী ছাহেবের ফৎওয়া পাবার পর, আর কারো ফৎওয়ার আবশ্যকতা না থাকলেও আমাদের এখন শিখবার বা জানবার সময়, তাই এ বিনীত আরজ। যদি কেহ কিছু লিখে থাকেন, সেটাও এই সঙ্গে জান্‌য়ে দিলে আমরা যারপরনাই উপকৃত তো হবই, উপরন্তু আবশ্যক হলে আপনার ছাত্র হিসাবে বুক ঠুকে বলতেও পারবো, ইনশা-আল্লাহ। আশা করি বিমুখ হবোনা।

শিক্ষক : লিখেছেন বৈকি? কিন্তু বাবা! আমার তেমন অবসর কোথায়?

ছওয়াব রেছানীর অসারতা সম্বন্ধে আরও কিছু সদলীল জানবার প্রবল আকাংখা এবং উহার কারণ দৃষ্টান্ত সহ পরিচয়

মহীউদ্দীন : জনাব মাওলানা ছাহেব! তা বল্লে আমরা বড্ড ব্যথা পাবো। এ মছআলাটা সম্বন্ধে আরো দুই চারিটি বিশিষ্ট আলেমের মতামত বা মুফতী ছাহেবের ফৎওয়া অন্ততঃ আমাকে জেনে রাখতে হবেই। কেননা আফছার মিয়াদের ঐ সমস্ত আড়ম্বর পূর্ণ চিত্তাকর্ষক ও মনোরম কার্য্যকলাপ দেখে, আমাদের মহাম্মদী জমাতের অনেকের মতীগতী দিন দিন খারাপ হতে চলেছে। পিতা-মাতার নাজাতের জন্য, এমন পুণ্যের কাজ আমরা কেন করি না বলে অনেকেই আমাকে বিরক্ত করেন। কাজেই তা'দিগকে এই অর্থ ব্যয়ের অসারতা ভালভাবে বুঝ্য়ে না দিলে, হয়তো তারা কে কবে মুন্সী মোল্লা ডেকে নিয়ে ঐ কর্ম করে বস্‌বে। বলতে কি, আমার শ্রদ্ধেয়া দাদী ছাহেবা, মরহুম দাদার নামে অন্ততঃ এক খতম কোরআন ও লাখ খানিক কলেমা পড়য়ে নেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। কেবল বাড়ী থেকে বেরুতে পারেন না বলেই কিছু করতে পাচ্ছেন না। অন্যথায় এতদিন বোধ হয় করেই বসতেন। তিনি নাকি তাঁর বোনের বাড়ীতে মহাড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ কোরআন ও কলেমাখানীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উহা নাকি বহু মীলাদ খাঁ, মুন্সী-মৌলবী ছাহেবান ও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যহারে আনন্দ-কোলাহলের মধ্য দিয়ে সুসম্পাদিত হয়েছিল। আহূত ব্যক্তিগণের খাওয়ায়-নাওয়ায়, মুন্সী-মৌলবী ছাহেবদের বিদায়ে-আদায়ে ও দান-দক্ষিণায় গ্রাম্য মাতব্বরগণের বিবিধ প্রকারের গুরু চাপে কর্ত্তৃপক্ষ হাজার খানিক টাকার মত ঋণগ্রস্ত হলেও, কাজটা নাকি বেশ সন্তোষজনক ও প্রশংসনীয় হয়েছিল। চোখে দেখা এই আড়ম্বরপূর্ণ মনোমুগ্ধকর কার্য্যকলাপগুলি বুড়ীর মনে বেশ একটা রেখাপাত করে আছে। তাঁর কাছে কিছু টাকা আছে, তার কিছুটা তিনি তাঁর নামে এই ধরণের কিছু একটা করতে চান। তা আমি তাঁকে ছাদকায়ে জারীয়ার অফুরন্ত নেকীর কথা বলেছি, কিন্তু বুড়ীর ঐ এক কথা। 'কোরআন ও কলেমাখানী করায় নাকি অনেক ছওয়াব'। তাই আপনাকে একটু বিশেষ করে সাক্ষাত করতে বলেছেন। এইরূপ ধারণা অনেকের মনে ধীরে ধীরে আসন পেতে বসছে। কালে শিকড় গেড়ে বসতে পারে। কাজেই শরীয়াতের এই সত্যটা যাতে জনসমাজে জোর গলায় ব্যক্ত করতে পারি, তার জন্য আপনাকে একটু শ্রম স্বীকার করতে হবেই। এর জাযায়ে খায়ের রাহমানুর রহীম খোদা আপনাকে উভয় লোকে স্বহস্তে প্রদান করবেন।

পারিশ্রমিক গ্রহণে কোরআন ও কলেমাখানীর অসারতা সম্বন্ধে আল্লামা রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী ছাহেবের গবেষণাপূর্ণ ফৎওয়া

শিক্ষক : তোমরা আল্লামা রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী ছাহেবের কথা শুনেছ কি? অতীত যুগে যে সমস্ত ওলামা আমাদের এই দ্বীনে মোহাম্মাদীকে দুন্য়ার বুকে অক্ষত দেহে রাখার জন্য নিষ্কাম সাধনা করে গেছেন, ইনি তাঁদেরই অন্যতম। সর্ব্বজন সমাদৃত বিরাট আদর্শ পুরুষ। আমাদের সু-পরিচিত মাওলানা থানবী ছাহেবেরও অনেক উপরের লোক। তার সুপ্রসিদ্ধ 'ফাতাওয়া রশীদিয়া'র দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫৩ পৃষ্ঠায় এই কোরআন ও কলেমাখানী সম্বন্ধে, তাঁর কাছে ছওয়াল করায় তিনি লিখিতভাবে যে উত্তর দিয়েছেন, তোমাদের অবগতির জন্য ছওয়াল ও জওয়াব উভয়টি অবিকল উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। মন সংযোগে পাঠ কর।-

سوال : قران کے حافظوں کو قبر پر قران پڑہوانا یا مکان پر یا کسی جگہ پر واسطے ثواب میت کے کیساہے؟ اور اگر مقررہ اجرت کے کچھ حافظوں کو دیا جائے تو کیساہے؟ اور چنے یا الاپچی دانے کہانے کہ جس پر کلمہ طیبہ میت کے واسطے پڑہاہے کیساہے؟ اور تیجے دسویں جانا کیساہے؟

ছওয়ালের ভাবার্থ : মোর্দার ছওয়াব রেছানীর জন্য হাফেজদিগকে কিছু পারিশ্রমিক ধার্য্য করতঃ কবরের উপর অথবা কোন গৃহে বা কোন স্থানে বসাইয়া কোরআন পড়ায়ে নেওয়া, কেমন হবে? পারিশ্রমিক ধার্য্য না ক'রে যদি এমনই হাফেজদিগকে কিছু দেওয়া যায়, তাও বা কেমন হবে? আর যে সমস্ত ছোলা ও এলাচের দানা দ্বারা কলেমা তাইয়েবা পাঠ করতঃ মোর্দার নামে ছওয়াব রেছানী করা হয়, উহা খাওয়াও বা কেমন হবে? এবং তীজা ও দছ্ওাঁ করা, অর্থাৎ (ছওয়াব রেছানীর জন্য তৃতীয় ও দশম দিবস ধার্য্য করা)ও বা কেমন হবে? উপরোক্ত কার্য্যগুলি করা শরীয়াত সম্মত হবে কি- না?

الجواب : قبر پر قران پڑہوانا درست ہے اگر لوجہ اللہ تعالی ہو- اجرت کاخیال دونوں کو نہ ہو- اور حسب قاعدہ وعرف دیا جاتاہے وہ بھی بحکم اجرت

ہے ایسے پڑھنے کا ثواب نہیں ہوتا- نہ قاری کو نہ میت کو فقط اور رسوم تیجاو دسواں وغیرہ میں جانا بھی منع ہے فقط- رشید احمد-

জওয়াবের ভাবার্থ : নিষ্কামভাবে নিছক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সাধনার্থে কবরের উপর অথবা কোন গৃহে বা যে কোন স্থানে বসাইয়া কোরআন পাঠ করান জায়েয বটে, যদি দাতা ও গ্রহিতা উভয়ের মনে পারিশ্রমিক দিবার ও পাবার খেয়াল পর্য্যন্ত স্থান না পায়। আর পারিশ্রমিক ধার্য্য না থাকিলেও কোরআন পাঠকারীকে রছম ও রেওয়াজ অনুসারে যা কিছু দেওয়া হয়, প্রকারান্তরে তা পারিশ্রমিক স্বরূপই দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং এরূপ কোরআন পাঠে কিছুই ছওয়াব নাই। না কোরআন পাঠক কিছু ছওয়াব প্রাপ্ত হন, আর না মৃত ব্যক্তি। তৃতীয় ও দশম দিবসে জনগণ একত্রিত হয়ে মহফেলাদী করে, ছোলা ইত্যাদি দ্বারা কলেমা তাইয়েবা পাঠ করতঃ মোর্দার নামে ছওয়াব রেছানী করার যে রছম পড়ে গেছে, ওরূপভাবে কলেমাদি পাঠ করা তো দূরের কথা ওরূপ মহফেলাদিতে যাওয়াও নিষেধ।[৫৮]

মাননীয় শিক্ষক মহোদয়ের সাধু মতামত

শিক্ষক : দেখো বাবা আফছার মিয়া! তোমরা মৃত ব্যক্তির নাজাতের জন্য অন্ততঃ এক খতম কোরআন ও লাখ খানিক কলেমা পড়াইয়া নেওয়া, যা তোমরা নেহায়েত জরুরী ও মহা ছওয়াবের কাজ বলিয়া মনে করে থাকো, এমনকি উহা যারা করেনা, তা'দিগকে বেদিন ধর্ম্মদ্রোহী লা-মযহাবী ইত্যাদি বলতে তোমাদের রসনা একটুও কুণ্ঠাবোধ করে না, সেই কোরআন ও

---

৫৮. রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী (১২৪৪-১৩২৩ হি./১৮২৯-১৯০৫ খৃ.) ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর যেলার 'গাঙ্গোহ' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইলমে হাদীছ, তাফসীর ও ফিক্বহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। বৃটিশের বিরুদ্ধে 'সিপাহী বিদ্রোহে' যোগ দেওয়ায় তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন *(ইন্টারনেট)*। তাঁর ছোট ছোট কিছু লেখনী ছিল। তন্মধ্যে তাঁর শিষ্য খলীল আহমাদ সাহারানপুরী কর্তৃক সংকলিত 'আল-বারাহীনুল ক্বাতে'আহ' নামক বইটি অধিক প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত তাছফিয়াতুল কুলূব, ইমদাদুস সুলূক, যুবদাতুল মানাসেক, সাবীলুর রাশাদ অন্যতম। তাঁর ফৎওয়া সমূহ ৩ খণ্ডে এবং তিরমিযীর দরস সমূহ 'আল-কাওকাবুদ দুর্রী' নামে ও ছহীহ বুখারীর দরসগুলি 'লামে'উদ দুরারী' নামে প্রকাশিত হয়েছে। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে যান। তাঁর সময়ে তিনিই ছিলেন ভারতে হানাফী মাযহাবের শীর্ষ বিদ্বান (আব্দুল হাই আত্ত্বালেবী (মৃ. ১৩৪১ হি.), নুযহাতুল খাওয়াত্বের (বৈরূত : ১ম সংস্করণ ১৪২০ হি./১৯৯৯ খৃ.) ৮/১২৩০-৩১।

কলেমাখানী করা সম্বন্ধে নিষ্কাম সাধক, স্বনামখ্যাত মুফতী হযরত গাঙ্গোহী ছাহেব কি বলছেন! শুনলে তো? বলছেন, ওরূপভাবে কোরআন পাঠে কোন ছওয়াব নাই। আর কলেমাখানী? বলছেন সে মহফেলে যাওয়াও নিষেধ।

ইতিপূর্বে তোমরা সর্বজন পরিচিত আমাদের অতি আপনার জন মাওলানা থানবী ছাহেবের সাধু মতামতও সবিস্তার পড়ে এসেছ। তিনিও স্পষ্ট কথায় দুন্য়ার মোছলমানকে, বিশেষ করে তাঁরই অনুসারী হানাফী জমাতকে লিখিতভাবে অনাগত কালের জন্য জানয়ে দিয়েছেন যে, ওরূপভাবে কোরআন ও কলেমাখানী করা, সব বেকার, সব বৃথা। ওর ছওয়াব না পাঠক পাইয়া থাকেন, আর না মৃত ব্যক্তিরা'।

পারিশ্রমিক গ্রহণে কোরআন ও কলেমাখানীর অবৈধতা সম্বন্ধে দেউবন্দের ফৎওয়া

বৎসগণ! এইবার তোমাদিগকে বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম দেউবন্দের ফৎওয়াটাও শুনাচ্ছি। স্থির হয়ে শোন! দেখো! উর্দুতেই ছওয়াল হচ্ছে।-

سوال : ختم قران شریف پڑھکر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟

ছওয়ালের ভাবার্থ : খতম পড়ে দিয়ে ওর পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয কি-না?

الجواب : قرأة قران پر اجرت لینا جائز نہیں ہے- اوراجرت لیکر قران شریف پڑھنے سے نہ قاری کو ثواب ہوتاہے نہ میت کو ثواب پہونچتاہے- قَالَ تَاجُ الشَّرِيعَةِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ: إِنَّ الْقُرْآنَ بِالْأُجْرَةِ لاَ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ لاَ لِلْمَيِّتِ وَلاَ لِلْقَارِئِ. وَقَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ: وَيُمْنَعُ الْقَارِئُ لِلدُّنْيَا، وَالْآخِذُ وَالْمُعْطِي آثِمَانِ. فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا شَاعَ فِي زَمَانِنَا مِنْ قِرَاءَةِ الْأَجْزَاءِ بِالْأُجْرَةِ لاَ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ فِيهِ الْأَمْرَ بِالْقِرَاءَةِ وَإِعْطَاءَ الثَّوَابِ لِلْآمِرِ وَالْقِرَاءَةَ لِأَجْلِ الْمَالِ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَارِئِ ثَوَابٌ لِعَدَمِ النِّيَّةِ الصَّحِيحَةِ فَأَيْنَ يَصِلُ الثَّوَابُ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْلاَ الْأُجْرَةُ مَا قَرَأَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ فِي هَذَا الزَّمَانِ بَلْ جَعَلُوا الْقُرْآنَ

الْعَظِيمَ مَكْسَبًا وَوَسِيلَةً إِلَى جَمْعِ الدُّنْيَا– إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ– كما قال الشامى فى باب الاستيجار على الطاعات– عزيز الفتاوى–

জওয়াবের ভাবার্থ : কোরআন পাঠ করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নহে। আর পারিশ্রমিক নিয়ে কোরআন পাঠ করলে না পাঠক কিছু ছওয়াব পান, না মৃত ব্যক্তি। যেমন তাজুশ্ শরীয়ত (রহঃ) 'হেদায়ার' শরাহতে (ভাষ্যে) লিখেছেন 'পারিশ্রমিক গ্রহণে কোরআন পাঠে কিছুই ছওয়াব বর্ত্তায় না। না মৃত ব্যক্তির, না পাঠকের'। এবং আল্লামা আয়নী (রহঃ) হেদায়ার শরাহতে (ভাষ্যে) লিখেছেন, পয়সা উপার্জন করার জন্য যিনি কোরআন পড়েন, তাঁকে নিষেধ করে দেওয়া উচিৎ। আর পারিশ্রমিক দাতা ও গ্রহিতা উভয়ে সমান অপরাধী। অতএব কোরআন পাঠক স্বীয় দুষ্ট নিয়াত হেতু যখন নিজেই কিছু ছওয়াবের অধিকারী হন না, তখন যার জন্য তিনি পড়ছেন, তার কাছে ওর ছওয়াব পৌছাবেন কোথা হতে? ফলকথা, যদি পারিশ্রমিক পাবার লোভ না থাকত, তবে কোন কোরআন পাঠক এই যামানায় কারো জন্য কোরআন পড়তেন না। বরং তারা মহান কোরআনকে অর্থ উপার্জনের ও দুনিয়া জমা করার অবলম্বন হিসাবে স্থির করে নিয়েছেন। ইন্না লিল্লাহে অ ইন্না এলায়হে রাজেঊন।[৫৯] যেমনটি বলেছেন শামী স্বীয় কিতাবের 'সৎকর্ম সমূহের পারিশ্রমিক গ্রহণ অনুচ্ছেদে' *(আযীযুল ফাতাওয়া)*।

শিক্ষক মহোদয়ের আক্ষেপপূর্ণ মনোভাব পরিবেশন

শিক্ষক : শুনলে বৎসগণ! অধুনা প্রচলিত কোরআনখানী সম্বন্ধে চিন্তাশীল হানাফী মুফতী মহোদয়গণের অনুশাসন মূলক কিরূপ কঠোরোক্তি? বলছেন, পারিশ্রমিক দিয়ে কোরআন পড়ায়ে নেওয়াও মহাপাপ এবং মজুরী গ্রহিতাও মহাপাপী। তৎপর তিনি কোরআন পাঠকের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ আশ্চার্য্যান্বিত হয়ে বলছেন, তাঁরা কি মহান কোরআনকে পয়সা উপার্জন করার একটা অবলম্বন স্থির করে নিয়েছেন? অতঃপর শত আক্ষেপের সহিত বলছেন, ইন্না লিল্লাহে অ ইন্না এলায়হে রাজেঊন! তারপর তিনি কোন দ্বিধা না করে সত্যের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে একটা চরম সত্যের সন্ধান দিলেন যে, পারিশ্রমিক পাবার লোভ আছে বলেই, এই কোরআনখানী অবৈধ বা

৫৯. রাদ্দুল মুহতার 'আলাদ দুর্রিল মুখতার ৬/৫৬।

শরীয়ত বিগর্হিত হলেও, তা পড়া ও পড়ান বৃথা ও নিষ্ফল হলেও, পারিশ্রমিক দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে গোনাহগার হলেও, বিষয়টা এত প্রসার লাভ করেছে। পয়সাই এখানে সকল অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যথায় এমন করে এই দুর্দিনে কেহ কারো জন্য কোরআন পড়ে বেড়াতেন না। তিনি এই কোরআনখানীর অবৈধতা সম্বন্ধে উক্ত কেতাবের ১৬৫ পৃষ্ঠায় ২৬২নং ছওয়ালের জওয়াবে আরো খোলাসা করে লিখেছেন, সুযোগ মত পড়ে দেখো। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে মাত্র সন্ধান দিয়েই ক্ষান্ত হলাম।

দেউবন্দের দ্বিতীয় ফৎওয়ার কেতাব 'এমদাদুল মুফতীন'-এর ফৎওয়া

এখন আমি তোমাদিগকে ঐ দেউবন্দ দারুল উলূমের সুপ্রসিদ্ধ মুফতী মাওলানা শফী ছাহেব কর্ত্তৃক লিখিত এবং যাহা 'এম্‌দাদুল মুফতীন' নামে পরিচিত সেই বিখ্যাত ফৎওয়া গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ৩১১ পৃষ্ঠায় ৪৪৭ নং প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা লিখেছেন, সেই উত্তরটা শুধু বর্ণে বর্ণে উদ্ধৃত করছি।-

الجواب : قرأة قران پر اجرت لینا جائز نہیں ہے اور اجرت لیکر قران شریف پڑھنے سے نہ قاری کو ثواب ہوتا ہے اور نہ میت کو ثواب پہونچتا ہے- قال التاج الشریعت الخ-

জওয়াবের ভাবার্থ : পারিশ্রমিক গ্রহণে কোরআন পাঠ করা জায়েয নহে। আর পারিশ্রমিক নিয়ে কোরআন পাঠ করলে, না পাঠক কিছু ছওয়াব পান, আর না মৃতব্যক্তি'। তাজুশ শারীয়াত বলেন, ...।

যা তোমরা ইতিপূর্ব্বে প্রথম মুফতী আযীযুর রহমান ছাহেবের ফতওয়ার বরাতে অবগত হয়ে এসেছ। এখানে পুনরুক্তি করে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করতে গেলাম না।

পারিশ্রমিক গ্রহণে কোরআনখানীর অবৈধতা সম্বন্ধে অপ্রতিদ্বন্দি মুফতী মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবী ছাহেবের ফৎওয়া

এইবার তোমাদিগকে ভারত বিখ্যাত সর্ব্বজন পরিচিত, ওলামা সমাদৃত আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী হানাফী ছাহেবের বিখ্যাত 'মজমুআ ফাতাওয়া' হতে তাঁর লিখিত ও প্রচারিত ফৎওয়াটা ছওয়াল ও জওয়াব সহ অবিকল উদ্ধৃত করে দিয়ে, আমি বিদায় গ্রহণ করবো স্থির করেছি। উক্ত কেতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৯ পৃষ্ঠায় উর্দুতে ছওয়াল হচ্ছে,

سوال : جو کہ ختم انبیاء اور ختم یونس اور ختم قران وغیرہ مجتمع ہو کر پڑھتے ہیں اور اجرت ختم کی لیتے ہیں اسي طرح کا پڑھنا اور اجرت لینا درست ہے یانہیں؟

ছওয়ালের ভাবার্থ : (মোর্দার ছওয়াব রেছানীর জন্য) জনগণ সমবেত হয়ে ছুরায়ে আম্বিয়া, ছুরায়ে ইউনুছ, এমনকি গোটা কোরআন খতম করেন এবং তার পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন, এরূপভাবে কোরআন পাঠ করা ও তার পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয হবে কি-না?

الجواب : متأخرین کے نزدیک تعلیم قران پراجرت لینادرست ہے اور قدماکے نزدیک نہیں- باقی نفس تلاوت قران اور ختم قران کہ جسمیں صرف طلب ثواب مقصود ہرتاہے اسکی اجرت دینا اور لینا نہیں درست ہے اتفاقًا-

জওয়াবের ভাবার্থ : ওলামায়ে মোতাআখখেরীন অর্থাৎ পরবর্ত্তি যুগের আলেমগণ (বিশেষ জরুরী বিধায়) কোরআন শিক্ষার পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দোরস্ত বা জায়েয বলেছেন। কিন্তু ওলামায়ে মোতাকাদ্দেমীন অর্থাৎ পূর্ববর্ত্তী ওলামা মহোদয়গণ এটি নাজায়েয বলেছেন। বাকী শুধু কোরআন তেলাঅৎ করা বা কোরআন খতম করা, যাতে নিছক ছওয়াব লাভ করাই উদ্দেশ্য, তার পারিশ্রমিক দেওয়া ও নেওয়া কোনটাই সর্বসম্মতভাবে দোরস্ত নয়'।

মাননীয় শিক্ষক মহোদয়ের ফয়ছালা

শিক্ষক : দেখো বৎসগণ! ভারত বিখ্যাত সর্ব্বজনমান্য আল্লামা আব্দুল হাই (রহঃ) ছাহেব কোরআনখানী সম্বন্ধে কি বলছেন? পারিশ্রমিক দিয়ে কোরআন পড়ায়ে নেওয়াও যেমন দোরস্ত নহে, পারিশ্রমিক নিয়ে পড়ে দেওয়াও তেমনি দোরস্ত নহে। পারিশ্রমিক দেওয়া ও নেওয়া কোনটাই দোরস্ত নহে। উভয়টিই গোনাহের কাজ। এর অকাট্ট দলিলও তিনি বড় বড় কেতাব থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এমনকি তিনি লিখেছেন, যদি কেহ স্বীয় অর্থ দিয়ে কাউকে অছিয়াত করে যান যে, আমার অন্তে আমার কবরের উপর এই অর্থ দিয়ে কোরআন পড়ায়ে নেবে। তা তিনি বলেন, فالوصية باطلة উক্ত অছিয়াত বাতেল হবে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির অছিয়াত, যা শরীয়াতে অবশ্য পালনীয়, কিন্তু কোরআন পড়ায়ে নেওয়া সম্বন্ধে হলে, উহা

হবে বর্জ্জনীয়। তাঁর সেই প্রদত্ত অর্থ ব্যয় করে কোরআন পড়ায়ে নেওয়া যাবে না। তাহ'লে দেখো! এখানেও আমরা, তোমাদের ঐ মহৎ কার্য্যের মোটেই সমর্থন পেলাম না। এবং ইতিপূর্বে যে কয়জন নিষ্কাম সাধক ও সর্বজন বরেণ্য ওলামা ও মুফতী মহোদয়গণের ফৎওয়া উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা কেহই উহা সমর্থন করেন নাই। বরং সবাই উহা শরীয়ত বিগর্হিত বলেই লিখিতভাবে প্রচার করেছেন। উহা তাঁদের মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পিত কল্পনাও নহে, শরীয়াতের অকাট্ট দলীল ও যুক্তি-তর্ক দ্বারা প্রমাণ করেছেন। এখন তোমাদের মযহাবের ঐ সমস্ত নিষ্কাম ওলামা ও চিন্তাশীল মুফতী মহোদয়গণ, যাঁরা সারা জীবন শরীয়ত নিয়েই পড়ে আছেন, শরীয়তের প্রত্যেক মছআলা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্বাবধান করতঃ সত্য ও সঠিক বস্তুটাই শরীয়ত অনভিজ্ঞ জনগণের সামনে তুলে ধরবার নিমিত্তে, সারা জীবন নিষ্কাম সাধনা করে গেছেন, তাঁদের প্রাণবাণী, সারা জীবনের গবেষণাপূর্ণ লিখিত ও প্রচারিত ফৎওয়াগুলি উপেক্ষা করে, যাঁরা দুনিয়া নিয়েই পড়ে আছেন, স্বার্থ সর্বস্ব, শরীয়ত অনভিজ্ঞ মুন্সী-মোল্লার বেদলীল ও অযৌক্তিক কল্পনা মতে, অর্থ ব্যয়ে মহা ধুমধামে, শরীয়ত বিগর্হিত অপকর্ম, ছওয়াবের নামে করতে যাওয়া এবং শরীয়ত অনভিজ্ঞ জনসাধারণকে সেই অপকর্মে উৎসাহ প্রদান করা, তোমার মত জ্ঞানী ও শিক্ষিত ছেলের পক্ষে কেমন হবে, তুমি নিজেই তার বিচার করতে পারো।

আচ্ছা, এখন আমি আসি, বিশেষ একটা কাজ আছে। তবে আফছার মিয়া! আমি বর্ত্তমানে নানা অশান্তি ও অসুস্থতার মধ্যে থেকেও তোমার আবদার রক্ষা করতে অবহেলা করি নাই। সংক্ষেপে তোমাদের হানাফী জমাতের নিষ্কাম আলেম ও মুফতী মহোদয়গণের লিখিত ও প্রচারিত ফৎওয়া ও অভিমতগুলি, তাঁদের কেতাবের বরাতসহ অবিকল উদ্ধৃত করে আমি তোমাকে দেখয়েছি, তাতে মনে হয় আলোচ্য মছআলাটী সম্বন্ধে শরীয়াতের ও বিশেষ করে তোমাদের মযহাবের সঠিক মতামত তুমি সন্দেহাতীত ভাবে বুঝতে পেরে অবশ্যই পরিতুষ্ট হয়েছ।

আফছার মিয়ার পরিতুষ্টি ও নিষ্কাম মনোভাবের পরিচয়

আফছারুদ্দীন : পরিতুষ্ট তো হয়েছিই, উপরন্তু উপকৃতও হয়েছি যথেষ্ট। এক্ষণে আলোচ্য মছআলাটী আমাদের সমাজে প্রচলিত মছআলার অনুকূলে না হওয়ায়, অথবা কারো স্বার্থে আঘাত হানায়, যদি কোন বন্ধু আমার

অসন্তুষ্ট হন, তবে বাস্তবিক আপনার উপর ভয়ানক অবিচার করা হবে। যেহেতু আমাদের মযহাবের প্রাতঃস্মরণীয় নিষ্কাম ওলামা ও মুফতী মহোদয়গণ বহু শ্রম স্বীকার ও প্রচুর অর্থ ব্যয়ে শরীয়াতের যে মহা সত্য লিখিতভাবে প্রকাশ ও প্রচার করে গেছেন, আপনি সংকলক হিসাবে অবিকল তাই আমার ছামনে উদ্ধৃত করে, বাংলায় তার রূপ দিয়েছেন মাত্র। সুতরাং আমাদের উপরোক্ত মনিষীগণের ন্যায়, তাঁদের লিখিত প্রাণবাণী বাংলায় অনুবাদ করে জনসাধারণের ও বিশেষ করে আমাদের সহজ বোধ্য করে দেওয়ায়, ন্যায় ও সত্যের বিচারে আপনিও ঠিক তাঁদের ন্যায় সমাজের নিকটে ও বিশেষ করে আমাদের নিকটে, সমাদর পাবার অধিকতর যোগ্য হবেন বলেই আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। আর এই জটিল মছআলাটির সরল ও সঠিক রূপ সরল বাংলায় প্রদর্শন করে আপনি যে উপকার সাধন করলেন, তা আমরা কোনদিন ভুলতে পারবো না। আর আমাদের সমাজেও আপনি থাকবেন আশা করি চিরদিন স্মরণীয় ও নেহায়াত বরণীয় হয়ে। তা জনাব! ক্ষমা করবেন, আমিও কিছুক্ষণের জন্য একটু চলে যাচ্ছি, আছ্ছালামো আলায়কুম।

ছাত্রদ্বয়ের নিষ্কাম মনোভাবের পরিচয়

মহীউদ্দীন : শোন ভাই আফছার মিয়া! জনাব মাওলানা ছাহেব যে সমস্ত নিষ্কাম আলেম ও স্বনামখ্যাত মুফতী মহোদয়গণের কথা উল্লেখ করলেন, (তুমি কি মনে কর জানিনা) আমরা যে তাঁদিগকে শুধু শ্রদ্ধা করি, তা নয়, তাঁদের শরীয়ত সঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ ফৎওয়াগুলোও সশ্রদ্ধ পালন করি বলেই, দেখো আমরা তোমাদের ন্যায় মৃত ব্যক্তির নাজাতের জন্য অমন করে আত্মীয়-স্বজন ও মৌলভী-মুন্সী নিয়ে মহফেলাদী করে কোরআন ও কলেমাখানীর মাধ্যমে অযথা অর্থ ব্যয় করতে যাই না। বরং সুপুত্রের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বিধায়, তাঁদের নাজাতের জন্য ছাদ্‌কায়ে জারীয়া যা সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে মৃত ব্যক্তি অবশ্যই পাবেন, যথাসাধ্য করবার জন্য যথা সম্ভব যত্নবান হই।

আফছারুদ্দীন : এমন একটা নাজায়েয মছআলা সমাজে ব্যাপক ভাবে চালু হলো কেমন করে? তা হবেই বা না কেন, শ্রদ্ধেয় মুফতী মহোদয়গণ যা বলেছেন, তা খুবই সত্য যে, এখানে স্বার্থের ও অর্থের ব্যাপার রয়েছে। সমাজ যাঁদের হাতে, যাঁদের কথায় সমাজ উঠে বসে, সেই মুন্সী-মৌলবীর

স্বার্থ এখানে বড্ডো বেশী। বাড়ী বসেই, বিনা পুঁজীর লোকসানহীন ব্যবসা। তাই প্রচারে মোটেই অবহেলা হয় না। কাজেই উপরোক্ত ওলামা ও মুফতী মহোদয়গণের মতে শরীয়ত বিগর্হিত ও নাজায়েয কাজ হলেও, মছআলাটী এমন ব্যাপকভাবে চালু হয়ে পড়েছে। দেখা যাক, এর কোন প্রতিকার করা যায় কি-না। তা করা যাবেই বা কেমন করে? আমরা ইংরাজী পড়া মানুষ। আমরা জ্ঞানপূর্ণ ও সত্য কথা বল্লেও নেবে কে? যাঁদের কথায় সমাজ ফিরবে, তাঁরা যে সব নীরব। কথায় বলে, 'জো আপছে আতা হ্যায়, হালাল হ্যায়' (আপনা আপনি যা আসে তা হালাল)। তাই সত্যিকার শরিয়াত সঙ্গত সঠিক ফৎওয়াগুলো অনভিজ্ঞ সমাজের সামনে রইল চিরদিন ধামাচাপা দেওয়া। দেখো ভাই মহীউদ্দিন! এই যে ফৎওয়াটী যা আমরা শুনলাম, ইহা সমাজের জনসাধারণ বাদ দিলেও অন্ততঃ শিক্ষিত লোকেরা ইহার সংবাদ রাখেন, এ বিশ্বাস আমার নাই। পারিশ্রমিক দিয়ে কোরআন পড়ায়ে নেওয়াও যে শরীয়াতের চোখে মস্ত অপরাধ, ইহা সমাজ জানতে পারলে, রক্ত পানি করা সোপার্জিত অর্থ এমনভাবে ব্যয় করে অযথা গোনাহগার হতে যাবে কেন? বলতে কি আমিও তো জানতাম না। বরং খুব ছওয়াবের কাজই মনে করতাম। পিতামাতার নাজাতের জন্য কোরআন ও কলেমাখানীতে যত টাকাই ব্যয় হোক না কেন, সুপুত্র তাতে কোন দিন দ্বিধা বোধ করতে পারে না, এমনই মনে করতাম। তা সাধারণের কথা আর কি বলবো।

মহীউদ্দীন : আলোচ্য মছআলাটী এত দ্রুত প্রসার লাভ করার কারণ হচ্ছে ভাই এইখানে। অবস্থাপন্ন মৃত ব্যক্তির পুত্রের কাছে মনে কর আমাদের সমাজের কোন কোরআন ও কলেমাখাঁ হাফেয বা মুন্সী ছাহেব এসে দরদী বন্ধুর ন্যায় শোকাতুর বেশে, কোমল ও করুণ কণ্ঠে যদি বলেন যে, দেখুন বড় মিয়া! আপনার পিতা মরহুম সব কিছু রেখে গেছেন, কিছুই সঙ্গে নিয়ে যান নাই। আর আপনার মত সুযোগ্য ও সুপুত্র দুন্‌য়ায় মৌজুদ থাকতে, তাঁর নাজাতার্থে অদ্যাবধি কিছুই করা হয় নাই, এ কেমন কথা? লোকে শুনলেও বা আপনাকে কি বলবে? জানিনা তিনি কবরে কত আযাবই না ভোগ কচ্ছেন। কিছুই না হোক, অন্ততঃ লাখ খানিক কলেমা ও এক খতম কোরআন পড়ায়ে নেওয়া খুবই উচিত ছিল ইত্যাদি। বলতো ভাই আফছারুদ্দীন! তখন কি আর উক্ত বড় মিয়া নীরব থাকতে পারবেন? উক্ত মুন্সী বা হাফেয ছাহেব কি তখনিই অনুরুদ্ধ হবেন না? বায়নাসহ দাওত কি পাবেন না? নিশ্চয়ই পাবেন।

তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে, মুখেও হাসি ফুটে উঠবে। কিন্তু মনে রেখো ভাই! তাঁরা কোনদিন এমনি করে গায়ে পড়ে কারো সঙ্গে একথা বলতে যাবে না যে, বড় মিয়া ছাহেব! আপনার সম্পত্তির অভাব নাই, আপনার মরহুম পিতা-মাতার জন্য দু'বিঘা জমি মছজেদে, আর পাঁচ বিঘা জমি যে কোন ওল্ডস্কীম মাদ্রাছায় লিল্লাহ দান করুন! টাকার অভাব নাই, হাজার খানিক টাকা, দ্বীনী এল্ম শিখাবার জন্য মাদ্রাছায় ও বিশেষ করে কোরআন শিখাবার জন্য মাদ্রাছা ফুরকানীয়াতে দান করুন! পয়সার অভাব নাই, গরীব তোলাবাদের জন্য দশ বিশ খানা কোরআন হাদিয়া করে, মক্তব-মাদ্রাছায় দান করুন! বস্ত্রহীন উলঙ্গদিগের বস্ত্রের ও ক্ষুধার্তদিগের ক্ষুধা নিবারণের সুব্যবস্থা করুন! দুস্থ ও অভাবগ্রস্তদিগের অভাব মোচনের ও ঋণগ্রস্তদিগের ঋণ পরিশোধের ও রোগগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করে, এদের মুখে হাসি ফুটায়ে তুলে, খোদার করুণ দৃষ্টি লাভ করুন! অন্যদিকে এদের চির আশীর্ব্বাদ ভাজন হয়ে থাকুন ইত্যাদি।

আফছোছ! আজ আমাদের শ্রদ্ধেয় মুন্সী-মৌলবী মহোদয়গণ আলোচ্য কোরআন ও কলেমাখানীর উপদেশ না দিয়ে, যদি সমাজের প্রধান পক্ষ ও অবস্থাপন্ন লোকদের কানে সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে উপরোক্ত পুণ্যময় কার্য্যগুলির কথা ঐরূপে পৌছাবার চেষ্টা করতেন এবং ছাদকায়ে জারীয়ার অফুরন্ত ও চিরবর্দ্ধমান পুণ্যের কথা সবাইকে বুঝাবার জন্য যত্নবান হতেন, তাহলে সমাজের যেমন বহুবিধ অভাব পূরণ হতো, তেমনি প্রভূত কল্যাণ সাধিত তো হ'তই, উপরন্তু এঁরা ও ওঁরা উভয়ই অশেষ পুণ্যের অধিকারী হতেন অবশ্যই।

আফছারুদ্দীন : বাস্তবিক তোমার এই কথাগুলো যুক্তিপূর্ণই বটে। কিন্তু তাঁদের চলবে কেমন করে? তা যাক, বৃথা এ আলোচনায় সময় নষ্ট করা উচিৎ নয়। কথায় বলে, 'ছের ছের আক্কেল গোর গোর হেছাব'। তা ভাই! জনাব মাওলানা ছাহেবের কাছে এসে, তাঁর সৌজন্যে ও নিষ্কাম প্রচেষ্টায় যে সত্যের সন্ধান পেলাম, যা একটাও তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনা নহে, সমস্তই আমাদের মযহাবের স্বনামখ্যাত ওলামা ও মুফতী মহোদয়গণের লিখিত গ্রন্থাবলী হতে উদ্ধৃত। যা তাঁরা শরীয়াতের অকাট্ট প্রমাণপুঞ্জী দ্বারা সপ্রমাণ করতঃ পরবর্ত্তি যুগের আমাদের ন্যায় শরীয়ত অনভিজ্ঞ জনগণের জন্য লিপিবদ্ধ করতঃ অমরপুরে মহাপ্রয়াণ করেছেন, তাঁদের সেই গবেষণাপূর্ণ প্রাণবাণীই আমাদিগকে দেখিয়েছেন। কাজেই আমি স্বীয় অজ্ঞতা বশতঃ

এতদিন যা করেছি, তা করেছি, (খোদা মাফ করবেন) এখন থেকে পয়সা খরচ করে, স্বেচ্ছায় এমন অপকর্ম করতে যাবো না কোনদিন। কথায় বলে, 'কড়ি করলাম ব্যয় বউ সুন্দর নয়' ইহাও কি তাই নয়? মা বাপের নাজাতের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করলাম, তা পূর্ব বর্ণিত ওলামা ও মুফতী মহোদয়গণের মতে নাজাত তো দূরের কথা, তাঁরা নাকি একটুও ছওয়াবের ভাগী হবেন না। আর আমরা হবো গোনাহগার। তা সুপুত্র হিসাবে, পিতা-মাতার নাজাতের জন্য যখন কিছু করতেই হবে, তখন তুমি যে সমস্ত সৎকার্য্যের কথা ও বিশেষ করে ছাদকায়ে জারীয়ার কথা বলেছ, যা বেশ মনেও খেটেছে, আর তাতে মনে হয় দ্বিমতও কারো নাই, তাই করবো। আর তোমার এই শরীয়ত সঙ্গত ও জ্ঞানোচিত উপদেশটা অন্ততঃ আমার অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের কানে পৌছাবার জন্য বিশেষভাবে যত্নবান হবো ইনশা-আল্লাহ। দোয়া করো, যেন আমি আমার এই মহান ব্রতে ও প্রতিশ্রুতি পালনে কৃতকার্য্য হতে পারি। তবে এখন আসি, আছছালামো আলায়কুম।

আফছার মিয়ার বিদায় ও নিষ্কাম কোরআনখানী সম্বন্ধে আলোচনা

মহীউদ্দীন : ভাই আফছার মিয়া! তুমি তো বিদায় নিয়ে যাচ্ছো, তা যাও, যত সত্তর পারো আবার এসে সাক্ষাৎ করো। আমার কিন্তু আরো একটা কথা বিশেষ করে জানবার আছে। সুযোগ মত সেটাও আলোচনা করতে হবে। তাও কিন্তু কম জরুরী নয়।

আফছারুদ্দীন : যদি সত্যিই তাই হয়, তবে কবে আসবো না আসবো, তার অপেক্ষা না করে, এখুনিই সেটা করা ভাল।

মহীউদ্দীন : যদি ব্যস্ত না থাকো, তবে সুস্থিরভাবে বসো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনা করা যায় না।

আফছারুদ্দীন : তাতো বটেই, আচ্ছা বসছি। বলতো ভাই বিষয়টা কি?

মহীউদ্দীন কর্ত্তৃক কোরআনখানী সম্বন্ধে একটা সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা

মহীউদ্দীন : আমরা এতক্ষণ ধরে জনাব মাওলানা ছাহেবের অনুগ্রহে শুনে ও বুঝে আসলাম যে, পারিশ্রমিক গ্রহণে কোরআন পাঠে কিছুই ছওয়াব নাই। আর পাঠক যখন কিছুই ছওয়াব পান না, তখন তিনি মোর্দাকে আর কি বখ্‌শে দেবেন? এতে আমরা স্পষ্টই বুঝলাম, অর্থের শ্রাদ্ধ করে মোর্দার

Contents

নাজাতের জন্য কোরআন পড়িয়ে নেওয়ায় কোন ফল নাই। এখন একটা সূক্ষ্ম কথা এখানে রয়ে যাচ্ছে এই যে, 'কোন নিষ্কাম পাঠক কোরআন পড়ে তার নেকী বখ্‌শে দিলে, মোর্দা সেটা পাবেন কি-না?' যদি বলো পাবেন, তবে আমি বলবো, দেখো! কোরআন পাঠ একটা মস্ত শারীরিক এবাদত। ইহা যদি অন্যকে দেওয়া যায়, তবে অন্যান্য শারীরিক এবাদতও অনুরূপ অন্যকে বখ্‌শে দেওয়া যাবে। শুধু কোরআন বখ্‌শে দেওয়া পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? হাজার হাজার রাকআত নামায পড়ে মোর্দাকে বখ্‌শে দিয়ে, তার নাজাতের পথ মুক্ত করা যাবে। বলতে কি, মোর্দা স্বীয় জীবনে নামায-রোযা না করলেও, ধনী লোকে পয়সা ব্যয় করে স্বীয় নাজাতের পথ সহজেই মুক্ত করতে পারবেন অবশ্যই। এহলোকে ব্যক্তিগত এবাদতের আর কোন বালাই থাকবে না।

আফছারুদ্দীন : তাইতো, ইহাও তো একটা মস্ত জ্ঞানের কথা বলেছ মহীউদ্দীন। ধনী লোকেরা আর শ্রম স্বীকার করে, নামায-রোযা করতে যাবেন বা কেন? মৃত্যুর পর তাদের ধনী পুত্রেরা কোরআন পড়ায়ে নেওয়ার ন্যায়, বহু মুন্সী-মৌলবী জড়ো করে, নামায-রোযা করায়ে নিয়ে বখ্‌শে দিয়ে, বে-নামাযী ও বে-রোযাদার পিতামাতার নাজাতের পথ সহজেই মুক্ত করে নিতে পারবেন। কিন্তু কই, কোন মুন্সি-মৌলবী ছাহেবদের মুখে তো এমন কথা শুনতে পাওয়া যায় না।

মহীউদ্দীন : এইতো হচ্ছে মজার কথা। এ কথা প্রচার করে তাঁদের লাভ কি? এতে তো আর তাঁদের জঠোর জ্বালা নিবারণ হবে না? তাঁদের যাতে স্বার্থ আছে, তা তাঁরা প্রচার করতে অবহেলা করেন না। কোরআন পড়ায়ে নেওয়াতে তাঁদের প্রচুর স্বার্থ জড়িত, যা আমরা বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়ে এসেছি। পুত্র-কন্যা ও আত্মীয়-স্বজন তো আর বড় একটা কোরআন পড়তে পারে না। কোরআন বখ্‌শে দিতে গেলে তাঁদের কাছে যেতেই হবে। তাঁদিগকে কিছু টাকা, কিছু উপঢৌকন ও ভুরী ভোজন দিয়ে তাঁদের সন্তুষ্টি সাধন করতে না পারলে, মৃত পিতামাতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত অথবা নাজাতের পথ মুক্ত হবে কেমন করে? এই ধারণা আমাদের জনসাধারণের মনে আসন পেতে বসে আছে। অথচ <u>আমাদের বাড়ীর অদূরে নিম্ন শ্রেণীর অন্যান্য পল্লীবাসীরা তাদের পিতামাতা তিথি নক্ষত্র অনুপাতে মৃত্যুমুখে পতিত হলে নাকি দোষ পায়। উহা এক পোয়া হোক বা আধা সের,</u>

নির্দ্ধারিত দিনে সেই দোষ অনুপাতে টাকা-পয়সা ও নানাবিধ উপঢৌকনাদি দিয়ে, তাদের আহুত বা অনাহুত ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত কর্তৃক উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাতে দেখে, আমাদের মধ্যে উহা লইয়া বিবিধ প্রকারের সমালোচনা হতে দেখা যায়। ফলে ধর্ম্মের নামে উহা একটা কুসংস্কার বলে আমরা উপহাস বা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকি। আমার মনে হয়, অন্য সমাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও কার্য্যকলাপের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, তলার ভাত নুন দিয়ে খাওয়া আমাদের উচিত ছিল।

আফছোছ! আমাদের মোর্দার নাজাতের জন্য, তীজা, দছ্ওঁয়া অর্থাৎ তৃতীয় ও দশম দিবস ধার্য্য করতঃ মুন্সী-মৌলবী লইয়া যে ধুমধাম করা হয়ে থাকে, তৎপর বহু অর্থ ব্যয়ে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, মুন্সী-মোল্লা ও ফকির-ফাকরা জড়ো করে ফাতেহাখানী ও খানার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, ইহা কি তাদের শ্রাদ্ধ ও দরিদ্র ভোজনের নামান্তর নহে? ইহা কি তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আচার-অনুষ্ঠান হইতে গৃহীত নহে? ইহা শ্রবণে অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত না হয়ে, স্থির মস্তিষ্ক নিয়ে একবার চিন্তা করলে আমার মনে হয়, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মানসপটে এই মহা সত্য দিবাকরের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

আফছারুদ্দীন : ভাই মহীউদ্দীন! সত্য কথা বলতে কি, এ দেশের মুছলেম সমাজ অধিকাংশই হিন্দু থেকে উদ্ভব হয়েছে, ইহা যেমন নিঃসন্দেহে বলা যায়, তেমনি যে তারা আজ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-পুরুষগণের আচার-ব্যবহার ও সংস্কার মুক্ত হতে পারে নাই, ইহাও বোধ হয় দ্বিধাহীনচিত্তে জোর গলায় প্রচার করা যায়। মোর্দাদের জন্য আমাদের ফাতেহাখানী, কোরআন ও কলেমাখানী, তীজা, দছ্ওয়াঁ, চেহলাম, মৃত্যু বার্ষিকী, খানা ও মোল্লা-মুন্সী বিদায় ইত্যাদি অন্তিম অনুষ্ঠানগুলিই তার বাস্তব নিদর্শন। তারা মৃত ব্যক্তিদের জন্য শ্রাদ্ধ ও দরিদ্র ভোজন ও সেই উপলক্ষে মহা সমারোহে ব্রাহ্মণ ভোজন ও বিদায় পর্ব সমাধা করে। আর আমরা মৃত ব্যক্তিদের নাজাতের জন্য ফাতেহাখানী, কোরআন ও কলেমাখানী এবং সেই উপলক্ষে খানা ও বিশেষ করে মুন্সী-মৌলবীদের ভুরী ভোজন ও দান-দক্ষিণা দিয়ে বিদায় পর্ব সমাধা করি। দেখো! শুধু নামের পার্থক্য বৈ কিছুই নহে। প্রত্যেক জ্ঞানী ও সুধী মণ্ডলী ইহা দ্বিধাহীনচিত্তে অবশ্যই স্বীকার করবেন।

শারীরিক এবাদত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও মহীউদ্দীন কর্তৃক উত্তর

আফছারুদ্দীন : ভাই মহীউদ্দীন! ঐ যে তুমি শারীরিক এবাদত সম্বন্ধে কি বলছিলে, সেটা কিন্তু আমি ভাল বুঝতে পারি নাই। একটু খোলাছা করে বুঝ্যে দিলে সুখী হবো।

মহীউদ্দীন : আমিও যে বড্ডো জানি তা নয়, তবে উস্তাদজীর মুখে মোটামুটি যা শুনেছি, তাই শুনাচ্ছি। শোনো! এবাদত দুই প্রকার। শারীরিক, যা শরীর দ্বারা সম্পন্ন করতে হয়। যথা নামায-রোযা, তেলাঅতে কোরআন ইত্যাদি। আর্থিক, যা অর্থ দ্বারা সম্পাদিত হয়। যথা যাকাত-ফেৎরা, ছাদকা-খায়রাত ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট কথায় জানায়ে দিয়েছেন- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ 'যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করলো, সে তার নিজের জন্যই তা করলো'। অর্থাৎ তার সুফল সেই-ই ভোগ করবে। وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا 'আর যে ব্যক্তি কোন অসৎ কাজ করলো, তার পাপভার তার উপরেই বর্তাবে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৬)*। অর্থাৎ তার কুফল সেই-ই ভোগ করবে। পবিত্র কোরআন পাঠে এই মর্মের বহু আয়াতে করীমা দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলি আমার মুখে না শুনে, সেদিন জনৈক স্বনাম খ্যাত মাওলানা ছাহেব বিরাট ধর্মসভায় দাঁড়িয়ে বর্ণিত আয়াতটি এবং একই মর্মের আরো কয়েকটি আয়াতে করীমা উল্লেখ করে সমাগত জনমণ্ডলীকে যেভাবে বুঝালেন, তা বাস্তবিক শুনবার মতো ও প্রশংসার যোগ্য।

তাঁর বক্তৃতার খোলাছা মতলব হলো এই যে, শারীরিক এবাদত অন্যকে বখ্‌শে দেওয়া যায় না। না জীবিত অবস্থায়, আর না মৃত্যুর পরে। যেমন কোরআন তেলাঅত। যে তেলাঅত করবে, তার নেকী সেই-ই পাবে। সে অন্যকে দিতে পারবে না। জীবিত অবস্থায় যেমন দিতে পারে না, মৃত্যুর পরেও পারবে না। কাজেই কোরআন তেলাঅত করে, জীবিত হোক বা মৃত, কাউকে বখ্‌শে দেওয়া যায় না। ওর নেকী তার দেহের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অনুরূপ যে ব্যক্তি কোন শরীয়াত বিগর্হিত অপকর্ম করবে, তার বিষময় ফল তাকেই ভোগ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'একের পাপভার অন্যে বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। যার পাপভার তাকেই বহন করতে হবে। এটিই হচ্ছে আল্লাহ্‌র স্পষ্ট নির্দেশ। এর বিরুদ্ধাচরণ করে স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দেওয়া কোনদিন মুছলেম শোভন হবে না।

তবে কোরআন পাঠে একটা বরকতও আছে। যেখানে কোরআন পড়া হয়, যেকের-আয্‌কার করা হয়, সেখানে রহমতের ফেরেস্তাগণ সমাগত হন। খোদার রহমত ও শান্তিধারা তথায় বর্ষিত হয় ইত্যাদি, ইহা হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা। অপ্রাসঙ্গিক বিধায় এখানে তা উল্লেখ করা উচিত হবে না।

মোর্দার জন্য দোয়া বখ্‌শে দেওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা যেহেতু উহাও শারীরিক এবাদত

আফছারুদ্দীন : তাহ'লে মোর্দার জন্য দোয়া বখ্‌শে দেয়া সম্বন্ধে তুমি কি বলতে চাও? উহাও তো শারীরিক এবাদত?

মহীউদ্দীন : আমি আর কি বলবো! আমি তো আর মৌলবী-মাওলানা নই যে, তোমার এরূপ অবান্তর কুট তর্কের উত্তর দেবো। আজ তোমার মুখে শুনলাম দোয়া বখ্‌শে দিতে হয়। আমরা তো চিরদিন জীবিত ও মোর্দার জন্য দোয়া করে থাকি। দোয়া বখ্‌শে দিতে হয় কেমন করে তাতো জানি না। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা ও প্রার্থনা করা, ইহা হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা। ইহাও একটা মস্ত এবাদত। প্রিয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ 'দো'আ হ'ল এবাদত'।[৬০] আর দোয়া কিভাবে করতে হয়, তা যেমন খোদাঅন্দ করীম নিজ ভাষায় স্বীয় বান্দাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, তেমনি আমাদের এহকালের পরম গুরু ও পরকালের একমাত্র কাণ্ডারী প্রিয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় রসনা নিসৃত পবিত্র ভাষায়, স্বীয় ভক্তকুলকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন; আর ইহা হচ্ছে তাঁর অতি পবিত্র প্রিয়তম একটী স্বতন্ত্র ছুন্নত। তবেই তো আমরা দৈনন্দিন নামাযান্তে আমাদের মৃত ও জীবিত, ছোট ও বড় সকলের জন্য আল্লাহ ও তদীয় রাছুলের শিখান দোয়াগুলি সবিনয়ে, কত করুণ কণ্ঠে আল্লাহ্‌র দরবারে সশ্রদ্ধ নিবেদন করে থাকি। প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা খোদার দরবারে গৃহীত হলে, জীবিত ব্যক্তিদের সুফল ও মৃতদের নাজাত না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। আর আলোচ্য

৬০. তিরমিযী হা/২৯৬৯ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২২৩০। মাননীয় লেখক এখানে সে যুগের বহুল প্রচারিত যঈফ হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ দোয়া হচ্ছে সকল এবাদতের মগজ স্বরূপ *(হিছনে হাছিন)*। *তিরমিযী হা/৩৩৭১; মিশকাত হা/২২৩১, সনদ যঈফ*। আমরা এখানে উক্ত মর্মের ছহীহ হাদীছটি উল্লেখ করে দিলাম।

মছআলাটী হচ্ছে, প্রত্যেকের সৎ ও অসৎ কার্য্যকলাপের কথা। যার কাজ সেই করলে, যার হাটা সেই হাটলে, সে ক্লান্ত হয়। যার খাওয়া সেই খেলে, সে পরিতৃপ্ত হয়। এহলোকে বাপের চলা যেমন সন্তান চলে দিতে পারে না, পারলৌকিক জীবনের পথেও সন্তান চলে দিতে পারবে না। এহলোকে বাপ না খেলে, ক্ষুধার জ্বালা যেমন বাপকেই ভোগ করতে হয়, পরিতৃপ্ত ছেলে যেমন তাঁর ক্ষুধার জ্বালার কিছুই লাঘব করতে পারে না, পারলৌকিক জীবনেও বাপ শারীরিক অপকর্ম করলে, তার পুত্র স্বীয় শারীরিক সৎকর্ম দিয়ে বাপের সেই পাপের কষ্টের একটুও লাঘব করতে পারবে না। ফলকথা এহলোকে বাপ সুপথে চল্লে আরামে চলতে পারেন, কুপথে চল্লে কষ্ট ভোগ করতেই হয়। কোন সু-পুত্র যেমন বাপের চলা চলে দিতে পারে না, পরকালেও তেমনি পারবে না। শরীয়াতের নির্দ্ধারিত সুপথে চল্লে, বাপ পুরস্কৃত হবেন, বিপথে চল্লে বাপকেই তিরস্কৃত হতে হবে। সন্তান শরীর ক্ষয় করে যেমন এহলোকে বাপের কষ্ট লাঘব করতে পারলো না, পরকালেও পারবে না।

তবে আর্থিক এবাদতের কথা স্বতন্ত্র। অর্থ যেমন স্থানান্তরিত হয়, ওর নেকীও তেমনি স্থানান্তরিত হবে। অর্থ কোন সৎকার্য্যের মাধ্যম ব্যতীত কিছু নহে। অর্থের দ্বারা মানুষ সৎকার্য্য সাধন করে। মনে কর! বাপ ঋণ দায়ে কাতর ও ব্যথিত। সন্তান স্বীয় অর্জিত অর্থ দিয়ে বাপকে ঋণমুক্ত করে, বাপের ব্যথা নাশ করতঃ বাপের মুখে হাসি ফুট্য়ে তুল্লো। অথবা ঋণগ্রস্ত পিতা, ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। এখন সন্তান স্বীয় অর্থ দিয়ে তাঁর ঋণ পরিশোধ করে দিলে, বাপ যেমন ঋণমুক্ত হলেন, ঐ ঋণের আযাব থেকেও আল্লাহ্‌র কাছে রেহাই পেয়ে গেলেন। অথবা মনে কর, বাপ পুত্রকে বল্লেন, বৎস! আমার যাকাতটা আদায় করে দাও, আমার ফেৎরাটা দিয়ে দাও, পুত্র স্বীয় অর্থ দিয়ে আদায় করে দিল, বাছ আদায় হয়ে গেল।

এখন বাপ যদি বলেন, বৎস! আমার নামাযটা আজকার মত পড়ে দাও, আমার রোযাটা আজকার মত রেখে দাও, তা সন্তান পারবে কি? আর সন্তান নামায পড়ে দিলেও, রোযা রেখে দিলেও, নামাযী পিতা, রোযাদার পিতা সুস্থির বা তৃপ্ত হতে পারবেন তো? উহা আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হবে তো? না, কদাচ না। শারীরিক ও আর্থিক এবাদতের মধ্যে ইহাই পার্থক্য।

ওস্তাদ যেমন ছাত্রকে বুঝান, অমনি করে উক্ত শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব সমাগত জনগণকে এই বিষয়টা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বুঝাবার চেষ্টা করলেন। যাতে করে তারা ভবিষ্যতে কায়িক পরিশ্রমের পয়সা ব্যয় করে, মৃত পিতামাতার নাজাতার্থে মুন্সী-মোল্লা দিয়ে কোরআন পড়িয়ে বখ্‌শে দিতে যেয়ে, পবিত্র কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ করতঃ স্বেচ্ছায় গোনাহগার না হয়ে বসে। ইহা ব্যতীত তিনি সবল কণ্ঠে ইহাও বর্ণনা করলেন যে, হানাফী জমাতের শরীয়াত অনভিজ্ঞ বহুজন তাঁদের মুন্সী-মোল্লার কথা মতে মোর্দার নাজাতার্থে কোরআন ও কলেমাখানী করেন বটে, কিন্তু তাঁদের মযহাবের নিষ্কাম মুফতী ও ওলামা মহোদয়গণ উহা কোনদিন সমর্থন করেন নাই। বরং ওর বিরুদ্ধে তাঁরা, উহা নাজায়েয ও শরীয়াত বিগর্হিত অপকর্ম বলেই, লিখিতভাবে অনাদিকালের জন্য ফৎওয়া প্রদান করে গেছেন। কেননা তিনি বলেন, এই কার্যের পিছনে যেমন কোন শরয়ী প্রমাণ নাই, তেমনি কোন সংগত যুক্তিও নাই। যেহেতু প্রিয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেই স্বর্ণযুগে, তাঁর প্রত্যেক আদেশ ও নিষেধ ও আচরণের কদম বা কদম অনুসরণ করে গেছেন খোলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবায়ে কেরাম। এবং তাঁরাই ছিলেন সত্য ও সঠিক পথের নিখুঁত অনুসারী ও আমাদের জন্য সর্ব্বোত্তম আদর্শ পুরুষ। তাঁদের অনুসরণেই আমরা পাবো অভ্রান্ত পথের সঠিক সন্ধান। তাই প্রিয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলে গেছেন, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ 'তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে'।[৬১] সেখানে আমরা দেখছি তাঁদের পিতামাতা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে এন্তেকাল কচ্ছেন, রাছুলুল্লাহ স্বয়ং তাঁদের জানাযায় কাফন-দফনে যোগদান কচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ঐ জানাযার নামায ভিন্ন, এমন কোন নির্দ্দেশ দিচ্ছেন না যে, তোমরা এই মোর্দার জন্য সবাই মিলে এক খতম কোরআন ও অন্ততঃ লাখ খানেক

---

৬১. ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫। মাননীয় লেখক এখানে বহুল প্রচারিত নিম্নোক্ত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, যা মওযূ‘ বা জাল; اَصْحَابِى كَالنَّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ 'আমার সহচরবৃন্দ সমুজ্জ্বল নক্ষত্র তুল্য। তাঁদের মধ্যে যাঁকে তোমরা অনুসরণ করবে, সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে' *(রাযীন, মিশকাত হা/৬০০৯; যঈফাহ হা/৫৮)*। আমরা এখানে উক্ত মর্মের ছহীহ হাদীছটি উল্লেখ করে দিলাম।

কলেমা পড়ে বখ্‌শে দাও। অথবা তাঁর সামনে কোন ছাহাবী তাঁর মা-বাপের নাজাতার্থে লোকজন জড়ো করে কোরআন ও কলেমাখানী করেছেন, আর তিনি তা শ্রবণে বা দর্শনে সমর্থন করেছেন অথবা নীরবতা অবলম্বন করেছেন, এমন কোন প্রমাণ কুত্রাপিও নাই।

সুতরাং বুঝা গেল যে, সেই স্বর্ণযুগে এর নাম গন্ধও ছিল না। শ্রদ্ধেয় তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণের যুগেও এর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। বলতে কি মহামান্য অনুসরণীয় এমাম চতুষ্টয়ের যুগেও নহে। যেহেতু তাঁদের মৃত পিতামাতার নাজাতের জন্য তাঁদের লক্ষ লক্ষ মুরীদান ও ভক্ত অনুরক্তের দল সম্মুখে মৌজুদ থাকতে, ফাতেহাখানী বা কোরআন ও কলেমাখানীর নির্দ্দেশ প্রদান করেছেন, ছহী বা যয়ীফ ছনদেও এমন প্রমাণ কুত্রাপিও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যদি ইহা মোর্দার গোছল, কাফন-দাফনের ও জানাযার ন্যায় জরুরী ও পুণ্যের কার্য্য হতো, তবে তার নির্দ্দেশ না দিয়া তাঁরা নীরবতা অবলম্বন করলেন কেমন করে? এতেই প্রমাণিত হলো যে, ইহা কদাচ পুণ্যের কার্য্য নহে। পরবর্ত্তীযুগের অর্থসর্বস্ব শরীয়ত অনভিজ্ঞ মীলাদখাঁ, মুন্সী-মৌলবী ছাহেবরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই মনোমুগ্ধকর নবাবিস্কৃত কার্য্যগুলি সমাজের মৃত ধনী ও অর্থশালী ব্যক্তিগণের শরীয়ত অনভিজ্ঞ পুত্র-কন্যাদের কানে এই কোরআন ও কলেমাখানীর মহা পুণ্যের কথা বার বার তুলে ধরায়, এঁদিগকে ভিড়িয়ে নিয়ে এঁদেরই মধ্যবর্তিতায় সমাজে ধীরে ধীরে চালু করতে সক্ষম হয়েছেন। অথচ শরীয়াতে মোহাম্মদীয়ার সঙ্গে এর একটুও সংশ্রব নাই। যা আমরা ইতিপূর্ব্বে আমাদের মযহাবের বহু নিষ্কাম ওলামা ও মুফতী মহোদয়গণের গবেষণাপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও ফৎওয়াগুলি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ ও শ্রবণ করে এসেছি।

আফছার মিয়ার নিষ্কাম স্বীকারোক্তি

আফছারুদ্দীন : ভাই মহীউদ্দীন! তোমার এই দীর্ঘ আলোচনায় বেশ বুঝতে পেরেছি যে, শারীরিক এবাদত, তার শরীরের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন আল্লাহ স্বীয় পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন আয়াতে করীমার মাধ্যমে বিশ্ব মুছলেম সমাজকে স্পষ্ট কথায় জান্‌য়ে দিয়েছেন। ইহা অন্যকে বখ্‌শে দেওয়া যায় না। সেই জন্যই তো কাউকে বখ্‌শে দিতে দেখাও যায় না। যেমন মনে কর, মরহুম হাজী মোহাম্মাদ মুহছেন ছাহেব, তিনি শারীরিক

এবাদত যা কিছু করেছিলেন, তাম-তোবড়া বেঁধে সঙ্গে নিয়ে অমরপুরে রওনা হয়েছেন। কিন্তু তাঁর আর্থিক এবাদত এবং তাঁর ছাদকায়ে জারীয়ার অফুরন্ত মধুময় রসাল ফল এহলোকে উপভোগ করছি আমরা। আর বলতে কি, বিশ্ব মুছলেম সমাজ অনাদিকাল পর্য্যন্ত উপভোগ করতে থাকবে। আর পরকালে? যা হাদিছ-কোরআন অনুপাতে জানা যায়, তাঁর ছাদকায়ে জারীয়ার চির বর্দ্ধমান পুণ্য, বর্দ্ধিত হ'তে হ'তে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ও উচ্চতায় হাশরের ময়দানে হিমালয়ের ন্যায় হিমাদ্রিকেও নতশির হ'তে হবে। শুনেছি তাঁর বিশাল ধনৈশ্বর্য্য সমস্তই নাকি সমাজ কল্যাণকর কাজের জন্য ও বিশেষ করে দ্বীনী এলম শিখাবার জন্য উৎসর্গীত। এই ছাদকায়ে জারীয়া তাকে যেমন এহলোকে অমর করে রেখেছে, পরলোকে সেই অমরপুরেও তাঁকে চরম সৌভাগ্যশালী ও চিরশান্ত করে রাখবে।

ভাই মহীউদ্দীন এতো অনেক পুরাতন ইতিহাস, সেদিন ঝাউডাঙ্গার সভায় আমি স্বচক্ষে দেখলাম ও স্বকর্ণে শুনলাম, যখন জনাব মাওলানা বুলবুলী[৬২] ছাহেব মাদ্রাছার উন্নতি ও সাহায্যকল্পে টাকা চাইলেন। আল্লাহো আকবর হাজার হাজার লোকে মা-বাপের নাজাতের জন্য অকাতরে শত শত টাকা, জমাজমি, সেমেন্টের বস্তা, অগণিত কোরআন হাদিয়া করে সানন্দে দান করলেন। বলতে কি, সতীসাধ্বী রমণীদের কেহ তো স্বীয় হাতের চুরী, কেহ তো কানের বালাও অকাতরে খুলে দিতে লাগলেন। এগুলিতো সমস্তই আর্থিক এবাদত, ছাদকায়ে জারীয়া। ইহা তো মৃত ব্যক্তিরা সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে অবশ্যই পাবেন, এই বিশ্বাসেই তো সবাই অকাতরে দান করলেন। হাদিছ-কোরআন মতে ইহার নেকী তো অমর ও অক্ষয়, বরং চির বর্দ্ধমান। কিন্তু 'কিছুটা নামায, কয়েক দিনের রোযা, স্বীয় মৃত পিতা-মাতার নাজাতের জন্য বখ্‌শে দিলাম' এমন কথা কাউকে তো বলতে শুনলাম না! এতেই তোমার বর্ণিত আলোচ্য মছআলাটির চরম সত্যতা দিবাকরের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে উঠছে। কেননা শারীরিক এবাদত বখ্‌শে দেবার মত হলে, কেউ না কেউ, কিছুনা কিছু অবশ্যই বখ্‌শে দিতেন। তা যখন কেউ দিলেন না, তখন বুঝা গেল যে, উহা বখ্‌শে দেওয়া যায় না। উহা যে করে, তার শারীরিক ও মানসিক হিতের জন্যই সে করে। মাত্র সেই-ই শারীরিক ও

৬২. বরিশালের মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব (হানাফী), অত্যন্ত সুরেলা কণ্ঠের বক্তা ছিলেন। এজন্য তাঁকে তাঁর ভক্তরা 'বুলবুলে পাকিস্তান' লকব দেয়।

মানসিক উপকৃত হয়। ইহা আমি বেশ বুঝেছি। এর জন্য আর জনাব মাওলানা ছাহেবকে তকলিফ দেওয়ার দরকার হবে না।

মহীউদ্দীন : যাক, ভাই আফছার মিয়া! আমার ন্যায় নগণ্যের মুখ থেকে শুনে, আর মরহুম হাজী মুহছেন ছাহেবের অমর দানের কথা চিন্তা করে এবং ঝাউডাঙ্গার মহফেলে খোদা ভক্ত মুছলেম জনগণের দান-খয়রাত স্বচক্ষে দেখে ও স্বকর্ণে শুনে, নিজের জ্ঞান ও বিবেক মতে আলোচ্য মছআলাটী তাহকীক করে, শরীয়াতের সঠিক নির্দেশটা উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছ, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ ও যারপর নাই পরিতুষ্ট। আর জানাই তোমাকে ধন্যবাদ।

তবে শারীরিক এবাদত যে অন্যকে দেওয়া যায় না, অর্থাৎ ওর নেকী অন্যের কাছে ঈছাল বা এরছাল করা যায় না, অর্থাৎ ছওয়াব রেছানী করা যায় না, আর এবাদতে মালী বা আর্থিক এবাদত এরছাল করা যায়, এর আরো একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বা নিদর্শন তুমি পেতে পারো, আমাদের দেশের ঈছালে ছওয়াবের মহফেলে। যেমন হামিদপুর, আগরদাড়ী ইত্যাদি মহফেলের শেষ দিন নাকি ঈছালে ছওয়াব করা হয়।[৬৩] অর্থাৎ যিনি যার নামে ছাদকা-খয়রাত করেন, তার নেকী তাঁদের নামে ঈছাল করা হয়, মানে তাঁর কাছে পৌছান হয়। যেমন আমরা মানিঅর্ডার যোগে টাকা-কড়ি যেথায় সেথায় এরছাল করে থাকি বা পাঠিয়ে থাকি। এখানেও দেখো, সমস্তই ঐ আর্থিক এবাদত। আর উহা এরছাল বা ঈছাল করা যায় বলেই উহার নাম ঈছালে ছওয়াব রাখা হয়েছে। শারীরিক এবাদতের নাম-গন্ধও সেখানে খুঁজে পাওয়া

---

৬৩. হামীদপুর হ'ল বর্তমান সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া উপযেলাধীন একটি গ্রামের নাম। যেখানে মৃত পীর মাওলানা ময়েজজুদ্দীন হামীদী ছাহেবের প্রতিষ্ঠিত একটি ফাযিল মাদরাসা রয়েছে। যেখানে প্রতি বছর ২, ৩ ও ৪ঠা চৈত্র ঈছালে ছওয়াবের বার্ষিক মাহফিল হয়ে থাকে। পীর ছাহেবের জীবদ্দশায় এখানে একবার পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর আব্দুল মোনেম খান (১৮৯৯-১৯৭১ খৃ.) এসেছিলেন এবং উক্ত মাহফিলে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা বক্তৃতা করেছিলেন। আমরা সেখানে উপস্থিত থেকে তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলাম। প্রচুর আরবী-ফারসী কোটেশনে এই দীর্ঘ সময় তিনি শ্রোতাদের মোহিত করে রেখেছিলেন। এই সময় তিনি কলারোয়া থানা শহর হ'তে হামীদপুর পর্যন্ত টেলিগ্রাফের লাইন অনুমোদন দিয়ে যান। যা ছিল সে যুগে একটি বিরল ঘটনা। আগরদাঁড়ি হ'ল সাতক্ষীরা সদর উপযেলাধীন একটি গ্রামের নাম। যেখানে বর্তমানে একটি কামিল মাদরাসা রয়েছে। বহু পূর্ব থেকেই এখানে নিয়মিতভাবে ১৩ ও ১৪ই ফাল্গুন বার্ষিক ঈছালে ছওয়াব মাহফিল হয়ে থাকে।

Contents

যাবে না। উভয় এবাদতের মধ্যে ইহাই পার্থক্য। আর এই পার্থক্য দিবাকরের ন্যায় সকল চক্ষুষ্মানের চোখের সামনে ভেসে আছে। শুধু একটু চোখ মেলে দেখার দরকার। ভাই আফছারুদ্দীন! ঈছালে ছওয়াবের মহফেলের কথা উল্লেখ করলাম বলে মনে করো না যে, উহা আমরা সমর্থন করি। ঐ ভাবে ঈছালে ছওয়াব বলো আমরা সমর্থন করি না। তা থাক এখন সেকথা এখন ঈছালে ছওয়াব যে ভাবেই করা হোক না কেন, শারীরিক এবাদতের গন্ধও সেখানে নাই। সমস্তই আর্থিক এবাদত।

আফছারুদ্দীন : ভাই মহীউদ্দীন! তোমার নিষ্কাম প্রচেষ্টায় আলোচ্য মছআলাটা খোদার ফজলে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ, আর তোমাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এখন তুমি দোয়া করো যাতে আমি প্রথমতঃ নিজেই এর উপর ভবিষ্যতে সশ্রদ্ধ আমল করতে পারি। দ্বিতীয়তঃ আমাদের মযহাবের নিষ্কাম ওলামা ও চিন্তাশীল মুফতী মহোদয়গণের লিখিত ও প্রচারিত প্রাণবাণী ও গবেষণাপূর্ণ ফৎওয়াগুলি আমার অনভিজ্ঞ জনসমাজে যেমন সবল কণ্ঠে প্রচার করতে পারি, তেমনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন ও কলেমাখানীর অবৈধতা ও অসারতা হতে রক্ষা করতঃ আমাদের মৃত পিতা-মাতার নাজাতের জন্য ছাদকায়ে জারীয়ার অমর ও চিরবর্দ্ধমান পুণ্যের প্রতি তা'দিগকে আকৃষ্ট করতে আমরণ মনে-প্রাণে যত্নবান থাকতে পারি। খোদাঅন্দ করীম যেন আমাকে নিজগুণে সেই তওফীক এনায়েত করেন। আমীন!

উপসংহার

শিক্ষক : বৎসগণ! পারিশ্রমিক গ্রহণে কোরআন পাঠের অবৈধতা ও অসারতা সম্বন্ধে সত্যান্বেষী ওলামা ও চিন্তাশীল মুফতী মহোদয়গণের গবেষণাপূর্ণ অভিমত ও ফৎওয়া পাঠে তোমরা বিশেষভাবে অবগত হইয়া আসিয়াছ। এবং বুঝিয়াছ যে, পারিশ্রমিক দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই সমান অপরাধী। এক্ষণে নিষ্কাম কোরআন পাঠক মোর্দার জন্য কোরআন পড়ে বখ্‌শে দিলে, মোর্দা তাহা পাবেন কি-না, ইহা লইয়া তোমরা দীর্ঘ আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছ যে, উহা শারীরিক এবাদত বিধায় উহার নেকী মোর্দাকে বখ্‌শে দেওয়া যায় না এবং মোর্দাও উহা প্রাপ্ত হন না। এখন শুনো! ইহা শুধু তোমাদের তর্কের বিষয় নহে, বা কল্পিত কল্পনাও

নহে। ইহার পশ্চাতে যেমন সঙ্গত ও বলিষ্ঠ প্রমাণ আছে, যেমন (তোমরা তোমাদের পরিচিত সুযোগ্য মাওলানা ছাহেবের নছীহতে সবিস্তার শ্রবণ করিয়া আসিয়াছ), তেমনি উহা সর্বতোভাবে জ্ঞানোচিতও বটে। কেননা ইহার পশ্চাতে সর্বজনমান্য বলিষ্ঠ সমর্থক আছেন শ্রদ্ধেয় জমহুর ওলামা। আরো বিশেষ করিয়া বিশ্ববরেণ্য মহামান্য এমাম শাফেয়ী ও এমাম আহমাদ বেন হাম্বল মহাত্মাদ্বয় (রহঃ)।[৬৪] অতএব ইহাই হইতেছে শরীয়াতে মোহাম্মাদীয়ার অনুসরণীয় পন্থা ও শ্রদ্ধেয় ছাহাবীগণ কর্তৃক সশ্রদ্ধ বরণীয় ও পালনীয় ছুন্নতি তরীকা। তবে যাঁহারা বলেন, ছওয়াব পৌছান হিসাবে শারীরিক এবাদতের ছওয়াবও মোর্দার কাছে পৌছান যায়, তাঁহাদের এই দাবীর পশ্চাতে যদি কোন বলিষ্ঠ প্রমাণ অথবা সমর্থক থাকেন এবং তাহারাও যদি দৃঢ়তার সহিত উহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের মোর্দারা উহা অবশ্যই পাইবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের বলিবার কিছুই নাই। তবে তাঁহাদের অন্ধ অনুকরণ করা তোমাদের পক্ষে উপস্থিত আদৌ সঙ্গত ও কদাচ জ্ঞানোচিত হইবে না। বরং তোমরা দীর্ঘ আলোচনার পর দৃঢ়তার সহিত যাহা বুঝিয়া আসিয়াছ, মোর্দার নাজাতার্থে ছাদকা-খয়রাত ও বিশেষ করিয়া ছাদকায়ে জারীয়া, যাহা অমর বরং চিরবর্দ্ধমান, উহাই হইতেছে সর্বোত্তম ও ছুন্নতি তরীকা। উহার উপর অটল ও অবিচল থাকার তওফীক তোমাদিগকে খোদা নিজ গুণে এনায়াত করুন, আমীন!

*****

---

৬৪. এ বিষয়ে ইবনু আবিল 'ইয হানাফী (মৃ. ৭৯২ হি.) বলেন, وَاخْتَلَفَ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ، كَالصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيْفَةَ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ السَّلَفِ إِلَى وُصُوْلِهَا، وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ عَدْمُ وُصُوْلِهَا– 'দৈহিক ইবাদত সমূহের ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। যেমন ছওম, ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত ও যিকরের ছওয়াব। আবু হানীফা, আহমাদ ও জমহূর সালাফের মাযহাব হ'ল মাইয়েতগণ এর ছওয়াব পাবেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ ও মালেক-এর প্রসিদ্ধ মাযহাব হ'ল এই যে, তারা পাবেন না'। -*শরহ আক্বীদা ত্বাহাবিয়াহ, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (১৩০৯-১৩৭৭ হি.; রিয়াদ : ধর্ম মন্ত্রণালয়, ১ম সংস্করণ ১৪১৮ হি.) ৪৫৮ পৃ.; মুবারকপুরী, কিতাবুল জানায়েয ১০১ পৃ.)*।

সম্পাদকের স্মরণীয় ঘটনা সমূহ

(১) ১৯৬৮ সালের শেষ দিকে কামিল ১ম বর্ষে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রথমে সাতক্ষীরার কলারোয়া থানার অন্তর্গত হামীদপুর আলিয়া মাদরাসা (যারা আমাদের দিয়ে প্রথম কামিল শ্রেণী খুলেছিলেন। কিন্তু আমরা চলে আসায় তা বন্ধ হয়ে যায়), অতঃপর খুলনা আলিয়া মাদরাসা, অতঃপর ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তির জন্য গিয়ে শিক্ষকদের আক্বীদা ও আমলের সাথে মিল না হওয়ায় সবশেষে তৎকালীন ময়মনসিংহ যেলার জামালপুর মহকুমার সরিষাবাড়ী থানাধীন আরামনগর আলিয়া মাদরাসায় ভর্তির জন্য গমন করি। শেষেরটি ছিল আহলেহাদীছ জামা'আতের একটি সুপ্রাচীন মাদরাসা। বুখারী ও মুসলিমের মুহাদ্দিছ দু'জনেই ছিলেন দিল্লীর রহমানিয়া আহলেহাদীছ মাদরাসা থেকে ফারেগ। ফলে বেশ আনন্দচিত্তেই সেখানে থাকতে মনস্থ করি। তাছাড়া ভর্তির মৌসুম শেষের দিকে। তাই ভর্তি হয়ে গেলাম।

আগের দিন বিকালে দীর্ঘ মাদরাসা বিল্ডিংয়ের টানা বারান্দার মধ্যবর্তী ছাদ যুক্ত বাড়তি স্থানে (পোর্চ) দেখলাম একজন প্রবীণ শিক্ষক ও সাথে তিন জন ছাত্র বসে গভীর মনোযোগে বিড় বিড় করে কি যেন পড়ছেন, আর একে একে ছোলা হটিয়ে একপাশে রাখছেন। পাশে আছে একটি রসগোল্লার গামলা। মাঝে-মধ্যে বিরতি দিয়ে তারা সেখান থেকে খাচ্ছেন। দৃশ্যটি আমার কাছে একেবারেই নূতন। অন্যদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, ইনি হ'লেন মুসলিম শরীফের মুহাদ্দিছ। লাখ কালেমা পড়ে মোর্দাকে বখ্শে দিচ্ছেন। তাছাড়া তিনি প্রতি ১লা বৈশাখে ও শবেবরাতে সরিষাবাড়ী বাযারের বড় বড় দোকানগুলিতে ছাত্রদের নিয়ে 'কুরআনখানী' করেন এবং বিভিন্ন কবরস্থানে গিয়ে যিয়ারত করেন। বিনিময়ে তিনি বেশ মোটা অংকের বখশিশ পান। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। তাহ'লে কি 'টকের ভয়ে তেঁতুল তলায়' এলাম?

পরদিন ক্লাসে গেলাম। আমাকে দিয়ে ২৬ জন ছাত্র। ১৬ জন আহলেহাদীছ ও ১০ জন হানাফী। ক্লাসে এলেন আগের দিন দেখা সেই মুহাদ্দিছ ছাহেব। চেকের বড় রুমালে মুখ-মাথা ঢাকা এবং প্রায় টাখনু পর্যন্ত ঝুলানো লম্বা ও রঙিন ঢিলা পাঞ্জাবী। কথা কম বলেন। শ্রদ্ধা আকর্ষণে যথার্থ অবয়ব।

যথারীতি ক্লাস শুরু করলেন। কিন্তু আমার ভিতরে আছে খচ-খচানি। কারণ এ বছরেই আমি আব্বার লিখিত 'কোরআন ও কলেমাখানী' বইটি পড়েছি এবং এর বিরুদ্ধে যুক্তিগুলি জানি। তাছাড়া আমাদের খুলনা-যশোর অঞ্চলে আহলেহাদীছ জামা'আতের মধ্যে এসবের কোন অস্তিত্ব নেই। অথচ এঁরাও আহলেহাদীছ শুধু নন, বিখ্যাত আহলেহাদীছ মাদরাসার সর্বোচ্চ মুহাদ্দিছ হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে এগুলি করছেন? এ প্রশ্নটিই আমার অন্তর জগতকে জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্তর্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ ঘটল।

আমি বলেই ফেললাম, ওস্তাদজী! গতকাল বিকালে আপনি কিছু ছাত্র নিয়ে মাদরাসার বারান্দায় কি পড়ছিলেন? আমার প্রশ্নে উনি হতচকিত হয়ে মাথা উঁচু করলেন। অতঃপর বললেন, 'কুলখানী' করছিলাম। বললাম, সেটা কেমন জিনিস? বললেন, তোমরা কি এগুলি জানো না? বললাম, আমরা জানি, হানাফীরা এগুলি করে। উনি বললেন, আমরাও করি। আমি বললাম, এগুলি তো বিদ'আত। আহলেহাদীছরা তো বিদ'আত করে না। উনি বললেন, এগুলির দলীল আছে। আমি বললাম, ওস্তাদজী! কালকের ক্লাসে আপনি দলীল নিয়ে আসবেন। ওস্তাদজী কি যেন বুঝে উঠে গেলেন।

পরদিন ক্লাসে এলেন। সামনে মুসলিম শরীফ খুলে রেখে আগের দিনের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন এবং বিদ'আত বিরোধী কয়েকটি হাদীছ বললেন। কিন্তু কোনটিতেই কোরআন ও কলেমাখানী বিষয়ে কোন বক্তব্য নেই। আমি বললাম, ওস্তাদজী! বিষয়বস্তুর জবাব দিন। তখন কি ভেবে উনি উঠে গেলেন। এভাবে চতুর্থ দিন এসে তিনি বলতে বাধ্য হ'লেন, হাম্বলী মাযহাবে এটি জায়েয আছে। তখন আমি বললাম, আমরা কি তাহ'লে নিজেদেরকে হাম্বলী বলব, না আহলেহাদীছ বলব? ওস্তাদজী এবার চুপ হয়ে গেলেন। অবশেষে বললেন, আসলেই এর পক্ষে কুরআন ও হাদীছের স্পষ্ট কোন দলীল নেই। বললাম, ওস্তাদজী! আমাদের অনুরোধ, ভবিষ্যতে আপনি আর কোনদিন এই বিদ'আত করবেন না। ওস্তাদজী আচ্ছা তাই হবে, বলে উঠে গেলেন।

আলহামদুলিল্লাহ। সেখানে আমার দু'বছরের শিক্ষা জীবনে ওস্তাদজী বা তাঁর কোন অনুসারীকে এ কাজ করতে দেখিনি। পরবর্তীতে অবসর জীবনে তিনি ঢাকার যাত্রাবাড়ী মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়াতে শিক্ষক ছিলেন।

বর্তমানে তিনি মৃত। আল্লাহ তাঁর গোনাহ-খাতা মাফ করুন এবং জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব করুন- আমীন!

উল্লেখ্য যে, কুরআন পাঠের ছওয়াব মাইয়েতকে বখ্শে দেওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন সুন্নী মাযহাবের একদল বিদ্বান জায়েয বলেছেন। বাকী অধিকাংশ বিদ্বান এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন।[৬৫]

(২) উক্ত ঘটনার কিছুদিন পর আরামনগর আলিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। যথারীতি সকল শিক্ষক-ছাত্র সেখানে আমন্ত্রিত হন। মাদরাসা বিল্ডিং-এর একটি কক্ষে আমি থাকি। আরেকটি কক্ষে ইবনু মাজাহ-র ওস্তাদ থাকেন। পূর্বের রেজাল্টগুলির সুবাদে কেবল আমার জন্য কর্তৃপক্ষ মাদরাসার একটি কক্ষ বরাদ্দ করেন। যদিও লজিং বাড়ী থেকে খেয়ে আসতাম। একটি ছেলে এসে আমাকে উক্ত খবর দিলে আমি পাশের কক্ষে ওস্তাদজীর কাছে গেলাম। এটা যে বিদ‘আত, সেটা উনি স্বীকার করলেন। কিন্তু প্রতিবাদের কোন সুযোগ নেই বললেন এবং আমাকেও এতে শরীক হওয়ার উপদেশ দিলেন। বহু গরু-খাসি যবহ করে মহা ধুমধামে মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হ’ল। পরদিন সকালে প্রতিষ্ঠাতার বড় ছেলে আমার কক্ষে এলেন এবং আমি কেন গেলাম না জিজ্ঞেস করলেন। যথাযথ জবাব দিলাম। তিনি হতবাক হয়ে বললেন, বিগত বছরগুলি ধরে আমরা এ কাজ করছি। অথচ এটি যে বিদ‘আত এবং এর বিনিময়ে আমার মৃত পিতা যে কোন নেকী পাবেন না, তা জানলে আমরা কখনোই এভাবে অপচয় করতাম না। কিন্তু প্রশ্ন হ’ল, আমাদের ওস্তাদজীরা কেন আমাদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেননি? বললাম, চিন্তা করলে নিজেই তার জবাব পাবেন। এরপর থেকে আমার থাকাকালীন সময়ে আর মৃত্যুবার্ষিকী হয়নি’। বলা বাহুল্য যে, উক্ত ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহ থেকে কুলখানী ও মৃত্যুবার্ষিকীর বিদ‘আত দূর হয়ে যায়। *আলহামদুলিল্লাহ।*

(৩) ১৯৭৭ সালের শেষদিক থেকে ১৯৮০ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যখন অত্র সম্পাদক ঢাকার ৭৮ উত্তর যাত্রাবাড়ী মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়াতে শিক্ষক ও পরে মুহতামিম ছিলেন, তখন এক পর্যায়ে তিনি

---

৬৫. বিস্তারিত দ্রঃ শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৪/১১২-১৩; মুক্বাদ্দামা মুসলিম ১/১২।

চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছকে শিক্ষক হিসাবে সেখানে আনেন। কিন্তু দু'দিন পরেই তাঁর সাথে বিরোধ বাধে মূলতঃ 'কুলখানী' নিয়ে। কারণ ঐ সময় বংশালে জনৈক আহলেহাদীছ ব্যক্তি মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীরা 'কুলখানী'র জন্য মাদরাসায় লোক পাঠায় একজন শিক্ষক ও তার সাথে কয়েকজন ছাত্র নেওয়ার জন্য। আমি তাদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে বিদায় করি। কিন্তু নবাগত প্রবীণ মুহাদ্দিছ ছাহেব জোরালোভাবে এটাকে সমর্থন করেন। অথচ তিনি ৯ বার বুখারী খতম করিয়েছেন শুনেই তাঁকে আহলেহাদীছের এই মাদরাসায় মুহাদ্দিছ হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে তিনি মৃত। এই ঘটনার কিছুদিন পর ঢাকায় হানাফীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাদরাসা লালবাগ জামে'আ কুরআনিয়া-র সেক্রেটারী বংশালের জনৈক আহলেহাদীছ পুঁজিপতি ৮ বছর পর সেখান থেকে বাধ্যগতভাবে বিদায় হন। অতঃপর তাঁকে যাত্রাবাড়ী মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া-র সেক্রেটারীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিনি প্রথম দিন এসেই এখানে লালবাগের রীতি চালু করার নির্দেশ দেন। কিন্তু মুহতামিম তাতে আপত্তি করেন। ফলে পরদিনই তাকে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে সেখান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

(৪) এর পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে হাজী মুহাম্মাদ মুহসিন হলের ৫৩৮ নং কক্ষে ২২ জন হানাফী ছাত্রের সঙ্গে 'শবেবরাতে'র অনুষ্ঠান নিয়ে অত্র সম্পাদকের বিতর্ক হয়। তারা এক পর্যায়ে বংশালের আহলেহাদীছরা 'শবেবরাত' করে বলে ধিক্কার সুলভ কথা বলে। তখন বিষয়টি যাচাই করার জন্য সেখানে গেলে তিনি দেখতে পান যে, বংশাল চৌরাস্তার উপরে বিশাল স্টেজ করে সে সময়কার শ্রেষ্ঠ আহলেহাদীছ আলেমগণ বক্তব্য রাখছেন এবং মহা ধুমধামে আয়োজিত বিরানীর সুগন্ধে চারপাশ মুখরিত হয়ে আছে। হানাফীদের হালুয়া-রুটির চাইতে আহলেহাদীছদের এই পোলাও-বিরানী নিঃসন্দেহে বড় গোনাহের কাজ ছিল। সেই সাথে তাদের মধ্যে চালু ছিল 'কুলখানী' ও 'কলেমাখানী' এবং অন্যান্য বিদ'আত। তখন প্রথমতঃ এসবের প্রতিবাদে এবং আমূল সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে সে সময় সম্পাদকের নেতৃত্বে ঢাকাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'। আর ৭৮ উত্তর যাত্রাবাড়ী মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া থেকেই ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী সংগঠনের

আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। প্রথম দিকে আহলেহাদীছ নেতারা খুশী হ'লেও সঙ্গত কারণেই পরে তারা নাখোশ হন।

(৫) অতঃপর ১৯৮৪ সালের ৩১শে মে যখন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অফিস ঢাকা থেকে রাজশাহীর রাণীবাজার মাদরাসা মার্কেটের ৩য় তলায় স্থানান্তরিত হয়, তখন উত্তরবঙ্গের আহলেহাদীছদের এই প্রসিদ্ধ মাদরাসার সাথে আমাদের পূর্ণ পরিচয় ঘটে।

একদিন দেখি, মাদরাসার প্রবীণ ক্বারী ছাহেব কয়েকজন ছাত্র নিয়ে বের হচ্ছেন। বললাম, কোথায় চললেন? জবাব না দিয়ে মুচকি হেসে চলে গেলেন। পরে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, উনি পার্শ্ববর্তী এক আহলেহাদীছ মাইয়েতের 'কুলখানী'র অনুষ্ঠান করার জন্য গিয়েছিলেন। বললেন, এক পারা করে কুরআন বাঁধাই করা আছে। ছাত্রদের সাথে নিয়ে সেখানে গিয়ে এগুলি পাঠ করি। অতঃপর বাড়ীওয়ালাকে সাথে নিয়ে দো'আর মাধ্যমে এগুলির ছওয়াব মাইয়েতকে বখ্‌শে দেই। বললাম, বিনিময়ে কি পেলেন? হেসে বললেন, বুঝতেই তো পারছেন। সেই সাথে জবর খানা-পিনা। আর সম্মান-শ্রদ্ধার তো সীমা নেই। বললাম, আপনারা তো আহলেহাদীছ। তাহ'লে এগুলি করেন কেন? বললেন, ঢাকায় আমাদের কেন্দ্র। সেখানেই যখন করে, তাছাড়া বড় বড় দিল্লী ফারেগ রহমানী আলেমরা যখন করেন, তখন আমাদের আর দোষ কি? জবাব শুনে পরিষ্কার হয়ে গেলাম যে, অন্যের সংস্কারের আগে ঘরের সংস্কার অধিক প্রয়োজন।

সেটা করতে গিয়ে ঢাকার মত এখানেও শুরু হ'ল নানান বাধা-বিপত্তি। ফলে বন্ধ হ'ল ৩য় তলার টয়লেট। তারপর বন্ধ হ'ল নীচে এসে টয়লেট ব্যবহার ও ওযূর ট্যাপ থেকে পানি নেওয়া। এছাড়াও এইসব আহলেহাদীছ নেতাদের চক্রান্তে খোদ সম্পাদককেই রাজশাহী শহরের ভাড়া বাসা সমূহ থেকে বাধ্যগতভাবে দু'বার হিজরত করতে হয়। অবশেষে নিয়মিত ভাড়া দিয়েও ছাড়তে হ'ল সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিস। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে নওদাপাড়াতে জমি কিনে বিল্ডিং করার সামর্থ্য হ'ল। অতঃপর সেখানেই অফিস স্থানান্তর ১৯৯১ সালে। অতঃপর বাসা স্থানান্তর ১৯৯৬ সালে। অদ্যাবধি সেখান থেকেই চলছে সারা দেশে ও বিদেশে ব্যাপক সংস্কার আন্দোলন। বাইরের চেয়ে ঘরেই বাধা বেশী। আর এটাই স্বাভাবিক ও

এটাই সুন্নাতে নববী। তবুও ঘরে-বাইরে যেমন শত্রু বেড়েছে, বন্ধু বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। পথ খুঁজে পেয়েছেন তার চেয়েও বহু গুণ বেশী। আহলেহাদীছ সমাজ থেকে যেমন বিদ'আত দূর হচ্ছে, হানাফী সমাজ থেকেও তেমনি অসংখ্য মানুষ শিরক ও বিদ'আত ছেড়ে প্রকৃত আহলেহাদীছ হচ্ছেন। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।*

উপরের আলোচনায় বুঝা গেল যে, কেবল হানাফী সমাজে নয়, বরং আহলেহাদীছ সমাজেও বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা-কুমিল্লা এবং পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ বিভাগ ও উত্তরবঙ্গের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ প্রভৃতি আহলেহাদীছের জনবহুল এলাকাগুলি কুরআন ও কলেমাখানী এবং অন্যান্য বিদ'আতে সয়লাব ছিল। এসব এলাকায় অসংখ্য আহলেহাদীছ ইসলামিয়া মাদরাসা থাকা সত্ত্বেও তাদের মাধ্যমেই এইসব বিদ'আতগুলি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অথচ বিদ'আত কখনোই আহলেহাদীছের নিদর্শন নয়।

তাই কেবলমাত্র নাম দিয়ে জান্নাত পাওয়ার সুযোগ নেই। এমনকি কোটি টাকা ব্যয়ে মাদরাসা-মসজিদ বানিয়েও সমাজের কোন পরিবর্তন হবে না। যদি না সেখানে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ সংস্কারের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে নির্দিষ্ট ইমারতের অধীনে জামা'আতবদ্ধভাবে অবিরত ধারায় সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্য না থাকে। বলা বাহুল্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সে লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন- আমীন!

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب

إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ